NARSINGHA
ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com
একদিন
EKDIN
এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ ‘ইসলামী গোষ্ঠীর একাংশ পশ্চিমবাংলাতেও প্রভাব বাড়ানোর চেষ্টা করছে’
টানা বৃষ্টিতে বিভিন্ন জায়গায় মৃত তিন, উদ্ধারকার্যে এনডিআরএফ ৫

কলকাতা ৪ অগস্ট ২০২৪ ১৯ শ্রাবণ ১৪৩১ রবিবার অষ্টাদশ বর্ষ ৫৬ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 4.8.2024, Vol.18, Issue No. 56 8 Pages, Price 3.00

আলোচনা ছাড়াই এক লক্ষ কিউসেক জল ছাড়ছে ডিভিসি

প্লাবনের আশঙ্কায় চার জেলায় সতর্কতা জারি

নিজস্ব প্রতিবেদন: ক্রমাগত ভারী বৃষ্টির কারণে রাজ্যের বিভিন্ন এলাকা জলমগ্ন। জনজীবন বিপর্যস্ত। এই পরিস্থিতিতে ডিভিসি আরও এক লক্ষ কিউসেক জল ছাড়া হবে, যা রাজ্যবাসীর জন্য বিপজ্জনক বলেই মনে করছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার। শনিবার নবান্নে সাংবাদিক বৈঠক করে এমনটাই জানালেন মুখ্যমন্ত্রীর মুখ্য উপদেষ্টা আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি এ-ও দাবি করেছেন, রাজ্য সরকারের সঙ্গে এই জল ছাড়ার বিষয়ে কোনও আলোচনা করা হয়নি। আলাপন জানিয়েছেন, বিভিন্ন জেলায় ‘জল-যন্ত্রণা’র দিকে ২৪ ঘণ্টা নজর রাখছেন মুখ্যমন্ত্রী। জেলাশাসক এবং পুলিশ সুপারদের সঙ্গে কথা বলছেন। এই পরিস্থিতিতে রাজ্যবাসীকে আতঙ্কিত না-হয়ে সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়েছে নবান্ন। চার জেলাকে সতর্কও করা হয়েছে।

ডিভিসি থেকে জল ছাড়া নিয়ে আগেও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন মমতা। শনিবার তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ কটাক্ষ করে জানিয়েছেন, ‘মানুষের তৈরি’ বন্যা সৃষ্টির জন্য আবার জল ছেড়েছে ডিভিসি। শনিবার বিকেলে এই নিয়ে ডিভিসির দিকে আবার আঙুল তুলেছে নবান্ন। আলাপন বলেন, ‘ইতিমধ্যে দামোদর ভ্যালি রিভার রেগুলেটেড কমিটি জানিয়েছে, ডিভিসি থেকে ১ লক্ষ কিউসেক জল ছাড়া হবে। এই জল ছাড়া হলে তা বাংলার মানুষের জন্য বিপজ্জনক হবে বলে আশঙ্কা রাজ্য সরকারের।’ আলাপনের আরও দাবি, এই নিয়ে রাজ্য সরকারের সঙ্গে কোনও আলোচনা হয়নি। আলোচনা ছাড়া যাতে ‘একতরফা’ জল ছাড়া না হয়, নবান্নের তরফে সেই অনুরোধও করা হয়েছে। আলাপনের কথায়, ‘ডিভিসি কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করা হয়েছে, এই বিপুল পরিমাণ জল যাতে রাজ্য সরকারের সঙ্গে আলোচনা না-করে সহসা এবং একতরফা ভাবে ছাড়া না হয়।’ প্রসঙ্গত, ইতিমধ্যে মাইথন জলাধার থেকে ১০ হাজার কিউসেক এবং পাঞ্চেত জলাধার থেকে ৭৫ হাজার কিউসেক জল ছাড়ছে ডিভিসি। দুই জলাধার থেকে মোট ৮৫ হাজার কিউসেক জল শনিবার বিকেল ৫টা পর্যন্ত ছাড়া হয়েছে।

এই পরিস্থিতিতে রাজ্যবাসীকে সতর্ক হতে বলেছেন আলাপন। তবে আতঙ্কিত হতে বারণ করেছেন। তিনি জানিয়েছেন, সোম এবং মঙ্গলবার রাজ্যবাসীকে আরও সতর্ক থাকতে হবে। নবান্নের তরফে বলা হয়েছে, প্রশাসন অনুরোধ করলে, তা মেনে নদীর পাড় থেকে নিরাপদ স্থানে সরে যেতে হবে বাসিন্দাদের। আলাপনের কথায়, ‘নদীর পাড় থেকে সরে আসার জন্য প্রশাসন অনুরোধ করলে, তা মানবেন।’ মুখ্যমন্ত্রী পরিস্থিতির উপর সারা দিন নজর রাখছেন বলেও জানিয়েছেন আলাপন। বিভিন্ন জায়গায় জলস্ফীতি, হড়পা বানের আশঙ্কা রয়েছে।

এই নিয়ে মুখ্যসচিব, সেচ দপ্তর, বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী, প্রশাসনের শীর্ষ আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলছেন মুখ্যমন্ত্রী। জেলাশাসক এবং এসপিদের পরিস্থিতির উপর মুখ্যমন্ত্রী নজর রাখার নির্দেশ দিয়েছেন বলে জানিয়েছেন আলাপন।

দু’দিন বর্ষণেই শহরের পাশাপাশি জেলায় জেলায় জল-যন্ত্রণার ছবি

নিজস্ব প্রতিবেদন: বুধবার শুরু হওয়ার পর বৃহস্পতি-শুক্রে গাঙ্গেয় দক্ষিণবঙ্গে আরও বেড়েছে বৃষ্টি। নাগাড়ে বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত নগরজীবন। দমদমের পাতিপুকুর আন্ডারপাস থেকে শুরু করে রাজারহাট, চিনার পার্ক-সহ কলকাতা শহরতলির একাধিক রাস্তায় জল জমে গিয়েছে। জল জমেছে বিমানবন্দরেও। একই ছবি দক্ষিণের বাকি জেলাগুলিতেও। বিভিন্ন জায়গায় চাষের জমিতে জল ঢুকে গিয়েছে। বিঘার পর বিঘা ধানক্ষেত চলে গিয়েছে জলের তলায়। গত কয়েক দিনের নাগাড়ে বৃষ্টিতে ‘জল-যন্ত্রণা’র এই ছবি উঠে এসেছে দক্ষিণের একাধিক জেলা থেকে।

হুগলি জেলার পুড়শুড়ার সোদপুর এলাকায় একাধিক এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। ধানক্ষেত, সব্জিক্ষেত থেকে শুরু করে বিঘার পর বিঘা চাষের জমি জলের তলায় চলে গিয়েছে। কোথাও হাঁটুসমান, তো কোথাও কোমরসমান জল জমে গিয়েছে। আরামবাগ-চাঁপাডাঙা সংযোগকারী রাস্তার দু’পাশে গ্রামগুলিতে জল জমতে শুরু করেছে। জল ঢুকেছে বলাগড়ের একতারপুর এলাকায় চাষের জমিতেও। খানাকুলের রায়বার গ্রামে নাগাড়ে বৃষ্টিতে ভেঙে পড়েছে একটি দোতলা মাটির বাড়ির একাংশ। জেলা প্রশাসন সূত্রে খবর, গত দু’দিনে হুগলি জেলায় ১৭০ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে।

দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুর শহরেও কার্যত জল থই থই অবস্থা। পুর এলাকায় বেশির ভাগ রাস্তাই জলের তলায়। পাম্প বসিয়ে জল নিকাশির চেষ্টা চালাচ্ছেন পুরসভার কর্মীরা। নিত্য দিনের বাজার করতেও বেগ পেতে হচ্ছে এলাকাবাসীর। নাগাড়ে বৃষ্টিতে বারুইপুরের মাস্টারপাড়া এলাকায় একহাঁটু জল জমে গিয়েছে। জল-যন্ত্রণার এই সমস্যার কারণ হিসাবে অবশ্য মানুষের সচেতনতার অভাবকেই দায়ী করছেন পুর প্রশাসন এবং এলাকাবাসীদের একাংশ। নিকাশি নালায় প্লাস্টিক ফেলার কারণেই এই ভোগান্তি বলে মনে করছেন শহরবাসীদের একাংশ।

বৃষ্টির জেরে বীরভূমের কঙ্কালীতলায় শুক্রবার থেকেই একহাঁটু জল জমে গিয়েছিল। মন্দির গর্ভগৃহ পর্যন্ত জল উঠে যায়। যার জেরে শুক্রবার রাতে বন্ধ করে দেওয়া হয় সতীপীঠের গর্ভগৃহ। শনিবার সকাল থেকে কোপাই নদীর বর্ধিত জল একটু একটু করে কমতে শুরু করেছে। ফলে কঙ্কালীতলা মন্দির চত্বরেও জমে থাকা জল নামতে শুরু করেছে। কোপাইয়ের জল বেড়ে যাওয়ার কারণে শুক্রবার বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল গোয়ালপাড়া সেতুও। সেখানেও শনিবার জল নামতে শুরু করেছে।

ময়ূরাক্ষী নদীতেও জলস্তর বেড়ে যাওয়ার কারণে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল সাঁইথিয়ার ফেরিঘাট। এখন জলস্তর নামতে শুরু করেছে বটে, তবে ফেরিঘাট এখনও চালু হয়নি। সাঁইথিয়ার সঙ্গে রামপুরহাটের সংযোগের ক্ষেত্রে অন্যতম দু’টি প্রধান মাধ্যম হল ময়ূরেশ্বরের উপর একটি সেতু এবং ফেরিপথ। তবে সেতুতে কাজ চলার কারণে আগে থেকেই তা বন্ধ রয়েছে। এখন বৃষ্টির দুর্যোগে ফেরিঘাট বন্ধ থাকায় সমস্যায় পড়েছেন এলাকাবাসী। বন্ধ রয়েছে জয়দেবের কাছে অজয় নদীর উপর ফেরিঘাটও। ফেরি চলাচল বন্ধ থাকায় সেখানেও দুর্ভোগের মধ্যে পড়তে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে।

লাভপুরবাসীর উদ্বেগ বাড়াচ্ছে কুয়ে নদীর পরিস্থিতি। গত কয়েক দিনের বৃষ্টিতে নদীর জল অনেকটাই বেড়েছে। এর পর যদি আরও জল বাড়ে, তবে নদীর বাঁধ ভেঙে লাভপুরের ১৫টি গ্রাম ভাসতে পারে বলে আশঙ্কা এলাকাবাসীর।

গত দু’দিনের বৃষ্টিতে প্রতিকূল পরিস্থিতির কারণে মুর্শিদাবাদের বড়ঞায় এক প্রাথমিক স্কুলে পরীক্ষা বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, আবহাওয়ার উন্নতি হলে তার পরই পরীক্ষা নেওয়া হবে। স্কুলের ভবনটি বেশ পুরনো হয়ে গিয়েছে। জোরে বৃষ্টি হলে ছাদ চুঁইয়ে জল পড়ে বলে অভিযোগ। এমন অবস্থায় দুর্যোগের মধ্যে পরীক্ষা বাতিল করে দেওয়া হল ওই প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। মুর্শিদাবাদ জেলাতেও বেশ কিছু জায়গায় হাঁটু বা কোমরসমান জল জমে গিয়েছে। কোথাও কোথাও ডিঙি নৌকোও নামানো হয়েছে।

উচ্চগতির সড়ক নির্মাণে এবার বাংলার প্রাপ্তি

নয়াদিল্লি, ৩ অগস্ট: রাজ্যে উচ্চগতির সড়ক নির্মাণের সিদ্ধান্ত নিল কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা। শুক্রবার অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার বৈঠকে খড়্গপুর থেকে মোরগ্রাম চার লেনের জাতীয় সড়ক নির্মাণের সিদ্ধান্ত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে হওয়া বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে ২৩১ কিলোমিটার সড়কপথের জন্য ১০,২৪৭ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হবে। মন্ত্রিসভার বৈঠকের পরে প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং তাঁর এক্স হ্যান্ডলে দেশে মোট আটটি উচ্চগতির করিডর তৈরির সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছেন। বলা হয়েছে, মোট ৯৩৬ কিলোমিটার এই সড়কপথের জন্য বরাদ্দ ৫০,৬৫৫ কোটি টাকা।

বিস্তারিত দেশের পাতায়

মাদক-সন্ত্রাসে যোগ থাকায় ছাঁটাই ৬ কর্মী

শ্রীনগর, ৩ অগস্ট: কাশ্মীর উপত্যকায় ‘মাদক-সন্ত্রাস’-এ যোগ থাকার অভিযোগে কড়া পদক্ষেপ সরকারি কর্মীদের বিরুদ্ধে। চাকরি থেকে ছাঁটাই করে দেওয়া হয়েছে ছ’জনকে। তালিকায় রয়েছেন পাঁচ জন পুলিশকর্মী এবং এক জন সরকারি স্কুলের শিক্ষক। সূত্রের খবর, ওই ছ’জনের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ তদন্ত করে দেখা হয়েছিল। সেই তদন্তে উঠে আসে, ওই শিক্ষক ও পাঁচ পুলিশকর্মী পাকিস্তানি জঙ্গি গোষ্ঠী নিয়ন্ত্রিত মাদক কারবারের সঙ্গে যুক্ত। এর পরই সংবিধানের ৩১১ (২) (সি) অনুচ্ছেদ প্রয়োগ করে ওই ছয় সরকারি কর্মীকে চাকরি থেকে ছাঁটাই করে দিয়েছেন জম্মু ও কাশ্মীরের লেফটেন্যান্ট গভর্নর মনোজ সিং।

বিস্তারিত দেশের পাতায়

ফের বিতর্কে মন্ত্রী অখিল গিরি

মহিলা আধিকারিককে কুকথা-হুমকি

নিজস্ব প্রতিবেদন: মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশ মতো ‘বেআইনি দখলদার’ উচ্ছেদ করতে গিয়ে রাজ্যেরই মন্ত্রী অখিল গিরির বাধার মুখে পড়লেন বন দপ্তরের এক মহিলা আধিকারিক। উত্তপ্ত বাক্যবিনিময়ের মধ্যে ওই মহিলা অফিসারকে ‘দেখে নেওয়ার’ হুমকি দিতে শোনা গেল রামনগরের বিধায়ক অখিলকে।

তিনি বলেন, ‘আপনার আয়ু ৭-৮ দিন, ১০ দিন!’ এর আগে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু সম্পর্কে আপত্তিকর মন্তব্য করে বিতর্কে জড়ানো অখিলকে এ বার ওই মহিলা অফিসারের উদ্দেশে ‘জানোয়ার’, ‘বেয়াদব’ জাতীয় শব্দও প্রয়োগ করতে শোনা যায়। যা নিয়ে জোর বিতর্ক শুরু হয়েছে।

গোটা ঘটনায় অখিল অবশ্য একেবারেই অনুতপ্ত নয়। তাঁর বক্তব্য, কাউকে ব্যক্তিগত ভাবে কিছু বলেননি তিনি। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হওয়ায় যা ঘটার ঘটেছে। গোটা ঘটনায় অখিলের আচরণের সমালোচনা করেছেন তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ। তিনি এক্স হ্যান্ডলে লেখেন, ‘মন্ত্রী অখিল গিরির কথা এবং আচরণের বিরোধিতা করছি। এটা অবাঞ্ছিত। বন দপ্তর নিয়ে কিছু বলার থাকলে মন্ত্রী বিরবাহা হাঁসদা (রাজ্যের বন প্রতিমন্ত্রী)-কে বলতে পারতেন। তার বদলে মহিলা অফিসারের সঙ্গে দুর্ব্যবহার দুর্ভাগ্যজনক।’

পাশাপাশিই বিরোধীদের উদ্দেশে কুণাল লিখেছেন, ‘তবে সিপিএম, বিজেপির এ নিয়ে বলার অধিকার নেই। ওরা এর থেকেও অনেক কুৎসিত কাজ বার বার করেছে।’

ঘটনার সূত্রপাত শনিবার বেলার দিকে। পূর্ব মেদিনীপুরের তাজপুর সমুদ্রসৈকত এলাকায় বন দপ্তরের জায়গা থেকে উচ্ছেদ হওয়া হকারদের সমর্থনে ওই এলাকায় যান অখিল।

ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন কাঁথি রেঞ্জের ফরেস্ট অফিসার মনীষা সাউ-সহ বন দপ্তরের অন্য কর্মীরা। অভিযোগ, তাজপুরে বন দপ্তরের জমিতে দোকান বসিয়েছিলেন স্থানীয় ব্যবসায়ীরা। সেই দোকান রাতের বেলায় গুঁড়িয়ে দেন বন দপ্তরের কর্মীরা। আর এতেই ক্ষুব্ধ হন অখিল। বন দপ্তরের মহিলা আধিকারিকের উদ্দেশে তাঁকে বলতে শোনা যায়, ‘আপনি কত বড় অফিসার, আমি দেখে নেব।’ জবাবে মহিলা অফিসার বলেন, ‘স্যর, আমি ডিউটি করছি বলে আমাকে তুলে দেবেন বলছেন?’ পাল্টা অখিল বলেন, ‘আপনাকে নয়, আপনি যেখানে ডিউটি করছেন সেখান থেকে।’

মহিলা আধিকারিকের উদ্দেশে অখিলকে এ-ও বলতে শোনা যায়, ‘ম্যাডাম, আপনি সবাইকে নিয়ে চলুন। না হলে বেশি দিন থাকতে পারবেন না। আপনার আয়ু ৭-৮ দিন, ১০ দিন। আমি আপনাকে বলছি। ফরেস্ট অফিসারের কী দুর্নীতি, আমি জানি। আপনাদের বিরুদ্ধে মানুষের কী অভিযোগ আছে, সব বিধানসভায় আমি ফাঁস করে দেব।’

মন্ত্রী বলতে থাকেন, ‘আপনি এখানে থাকবেন না। ওরা সারা জীবন এখানে থাকবে। আপনি কারও কথা শুনতে চান না।’ বিতণ্ডার মাঝেই অখিল বলেন, ‘২৫ ফুট আমরা নিলাম। এর ভিতরে যদি আপনি আসেন আপনি ফিরে যেতে পারবেন না। বেশি কথা বলবেন না আপনি একদম। আপনি এক জন জানোয়ার, বেয়াদব রেঞ্জার। আপনি সরকারের চাকর। মাথা নিচু করে কথা বলবেন। আপনি একদম বেয়াদবি করবেন না। আপনাকে যখন সবাই ডাণ্ড দিয়ে পেটাবে, তখন দেখবেন!’

বেশ কিছু সময় ধরে বাগ্বিতণ্ডার পর ঘটনাস্থল ছেড়ে চলে যান অখিল। পরে নিজের বক্তব্যের সমর্থনে অখিল বলেন, ‘কাঁথির ফরেস্ট রেঞ্জারের সঙ্গে আমাদের সামান্য উত্তপ্ত বাক্যবিনিময় হয়েছে। মেরিন ড্রাইভের পাশে সমুদ্রের ধারে কিছু দোকান ছিল। কিন্তু একটানা প্রাকৃতিক দুর্যোগে সমুদ্র-ভাঙনের ফলে প্রায় ২৫টি দোকান জলের তলায় চলে যাওয়ার উপক্রম হয়। তাদের দোকানের পিছনেই ফরেস্টের জায়গা ছিল। সেখানে ফাঁকা জায়গা, মেলা বসে, পর্যটকরা ওখানে এসে বসেন। বুধবার রাতে ওরা প্রাণ বাঁচাতে দোকানগুলোকে কিছুটা সরিয়ে নিয়ে যায় ফরেস্টের জায়গাতে। নদীবাঁধ সারানোর জন্য বোল্ডার ফেলা চলছিল। সেই কাজে সহযোগিতা করতেই ওরা সরে যায়।’ অখিলের দাবি, বিষয়টি নিয়ে অথযা জলঘোলা করা হচ্ছে।

যদিও এই ঘটনা নিয়ে বন দপ্তরের ওই মহিলা আধিকারিক বিশেষ কিছু বলতে রাজি হননি। তিনি বলেন, ‘অবৈধভাবে দোকান বসেছিল। তাদের বাধা দেওয়া হয়।’ কিন্তু মন্ত্রীর হুমকি প্রসঙ্গে কোনও মন্তব্য করতে চাননি মনীষা।

ওয়েনাড়ে ধ্বসস্তূপে প্রাণের খোঁজ করছে ডিপ সার্চ র‌্যাডার

তিরুঅনন্তপুরম, ৩ অগস্ট: ওয়েনাড়ে ভূমিধসে জীবিত কাউকেই আর উদ্ধার করা বাকি নেই। এখন কাজ কেবলই দেহ উদ্ধার। এমনই কথা শুক্রবার বলতে শোনা গিয়েছে কেরলের মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়নকে। কিন্তু সত্যিই সেখানে আর কোনও প্রাণের স্পন্দন আছে কি না এবার সেটাই খতিয়ে দেখতে ব্যবহার করা হচ্ছে ডিপ সার্চ র‌্যাডার। দেখা হচ্ছে ঘরবাড়ির ধ্বংসস্তূপের তলায় কোথায় কোনও জীবিত এখনও আটকে রয়েছেন কিনা।

কেরল সরকার কেন্দ্রের কাছে রাডার পাঠানোর আর্জি জানিয়েছিল। এর পরই নর্দার্ন কমান্ডের তরফে একটি জেভিয়ার র‌্যাডার ও দিল্লির তিরঙ্গা মাউন্টেন রেসকিউ অর্গানাইজেশনের তরফে চারটি রিকো রাডার পাঠানো হয়। তাছাড়া শনিবার দিল্লি থেকে ওয়েনাড়ে একটি বায়ুসেনার বিমানও পাঠানো হয়েছে ওয়েনাড়ে। এখনও পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা সরকারি হিসেবে ১৭৭। নিখোঁজ প্রায় ২০০। যদিও সংবাদ সংস্থা পিটিআই অসমর্থিত সূত্র উল্লেখ করে দাবি করেছে মৃতের প্রকৃত সংখ্যা তিনশো ছাড়িয়ে গিয়েছে। চালিয়ার নদী থেকে এখনও পর্যন্ত ৯২টি দেহাংশ উদ্ধারের খবর মিলেছে।

ওয়েনাড়ে গিয়ে মমতার বার্তা

তিরুঅনন্তপুরম, ৩ অগস্ট: ভূমিধসে মৃত্যুপুরীতে পরিণত হয়েছে কেরলের ওয়েনাড়। সরকারি হিসেবে মৃত ১৭৭ হলেও বেসরকারি মতে ৩৫০ ডিঙিয়েছে মৃতের সংখ্যা। জোরকদমে চলছে উদ্ধারকাজ। তার মধ্যেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে পরিস্থিতি সরেজমিনে খতিয়ে দেখতে ওয়েনাড় পৌঁছন তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ সুস্মিতা দেব এবং সাকেত গোখলে। শনিবার ভূমিধসে বিধ্বস্ত এলাকা পরিদর্শন করে দুর্গতদের সঙ্গে কথা বলার বিষয়টি এক্স হ্যান্ডলে জানান দুই নেতা। সোশ্যাল মিডিয়ায় সাকেত এবং সুস্মিতার পোস্ট থেকে জানা যায়, ওয়েনাড়ে ভূমিধসে বিধ্বস্ত এলাকা পরিদর্শন করেছেন তাঁরা। সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত মেপ্পাডিতেও যান দুই তৃণমূল সাংসদ। মেপ্পাডির মেডিক্যাল ক্যাম্প এবং স্থানীয় সরকারি হাসপাতালে গিয়ে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে আহতদের সঙ্গে দেখা করেন তাঁরা। কথা বলেন দুর্গত পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে।

উদ্ধার করা হল চার আদিবাসী শিশুকে

তিরুঅনন্তপুরম, ৩ অগস্ট: বুক আর পিঠের সঙ্গে কাপড় দিয়ে বাঁধা নগ্ন একটি শিশু। চোখমুখে আতঙ্কের ছাপ স্পষ্ট। বৃষ্টিতে গোটা শরীর ভেজা। ভয়ে কুঁকড়ে রয়েছে। কেরলের ওয়েনাড়ে যখন ‘মৃত্যুমিছিল’ চলছে, তখন এমনই একটি ছবি চর্চার কেন্দ্রে উঠে এসেছে। স্থান আত্তামালার পাহাড়ি ঘন জঙ্গল। নগ্ন সেই শিশুটিকে বুকে আগলে রেখেছেন এক বনাধিকারিক। নাম কে হরিশ। দুর্গম পাহাড়ি পথ অতিক্রম করে ঘন জঙ্গলের ভিতর থেকে ওই শিশু-সহ মোট ছ’জনকে উদ্ধার করেছেন হরিশ এবং তাঁর দল। কালপেট্টা রেঞ্জের বনাধিকারিক হরিশ। ধসের পর আত্তামালার পাহাড়ি এলাকায় হরিশের নেতৃত্বে তল্লাশি অভিযানে বেরিয়েছিলেন চার বনাধিকারিক।

সোমালিয়ায় বিস্ফোরণে মৃত অন্তত ৩২

মোগাদিশু, ৩ অগস্ট: রাজধানী মোগাদিশুর একটি সমুদ্র সৈকতে আত্মঘাতী বিস্ফোরণ ঘটে। এই ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন কমপক্ষে ৩২ জন। আহতের সংখ্যা ৬০ পেরিয়ে গিয়েছে। ফলে হতাহতের সংখ্যা আরও বাড়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে। আল কায়দায় সঙ্গে যুক্ত জঙ্গি সংগঠন আল-শাবাব এই হামলার দায় স্বীকার করেছে। সেনার পালটা মারে নিকেশ হয়েছে সব জঙ্গিরা।

কোটা সংস্কার আন্দোলনে ফের রক্তাক্ত বাংলাদেশ

গুলিবিদ্ধ ৫, আলোচনার প্রস্তাব শেখ হাসিনার

ঢাকা, ৩ অগস্ট: সরকারি চাকরিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে কোটা সংস্কারের দাবিতে ছাত্রদের আন্দোলন ঘিরে আবার উত্তাল হল বাংলাদেশ। আন্দোলনকারীদের যৌথমঞ্চ, ‘বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন’-এর পূর্বঘোষিত মিছিল কর্মসূচি ঘিরে এ বার রক্তাক্ত হল কুমিল্লা শহর। এদিকে, আন্দোলনকারীদের সঙ্গে বৈঠকে বসার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। শনিবার কুমিল্লা শহরে কোটা সংস্কারপন্থী পড়ুয়াদের মিছিলে গুলি চালিয়েছে সশস্ত্র দুষ্কৃতীরা। ওই ঘটনায় অন্তত পাঁচ জন আন্দোলনকারী গুরুতর জখম হয়েছেন। শাসকদল আওয়ামী লীগের যুব সংগঠন যুবলীগ এই হামলা চালিয়েছে বলে অভিযোগ। রেসকোর্স এলাকায় গুলিবিদ্ধ পড়ুয়াদের স্থানীয় কুমিল্লা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। কুমিল্লা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের পরিচালক শেখ ফজলে রাব্বি শনিবার বিকেলে বলেন, ‘হাসপাতালে পাঁচ জনকে আহত অবস্থায় নিয়ে আসা হয়েছে। আমরা তাঁদের চিকিৎসা করছি। তবে তাঁরা গুলিবিদ্ধ হয়েছেন কি না, তা এখনই বলা যাচ্ছে না।’ প্রকাশিত খবরে জানানো হয়েছে, ওই ঘটনার পরে মারমুখী আন্দোলনকারীরা কুমিল্লার চান্দিনায় উপজেলা সহকারী কমিশনারের (ভূমি) গাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেন। প্রসঙ্গত, বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্ট কোটা সংস্কারের পক্ষে রায় ঘোষণা করলেও ন’দফা দাবিতে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার কথা ঘোষণা করেছে ‘বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন’। ধৃত আন্দোলনকারীদের মুক্তি, সমস্ত মামলা প্রত্যাহার, কোটা আন্দোলনে হামলাকারীদের শাস্তি-সহ বিভিন্ন দাবি জানানো হয়েছে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকারের কাছে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

CHANGE OF NAME

I, KISHAN LAL AGARWALA, S/o Late Mali Ram Agarwala residing at Eastern Height, 23/1 and 23/1/1, K.B.Sarani, Block-VII, Flat No. 1B, P.O. Mall Road, P.S. Dum Dum, Kolkata-700080, North 24 Parganas do hereby declare that my name alongwith my father's names have been wrongly recorded as KISHAN LAL AGARWALLA S/o Late Mali Ram Agarwalla in my PAN Card and my name has been recorded as KISHONLAL AGARWALA in my EPIC Card. My correct name is KISHAN LAL AGARWALA, S/o Late Mali Ram Agarwala. That KISHAN LAL AGARWALA, KISHAN LAL AGARWALLA and KISHONLAL AGARWALA is the same and one identical person that Mali Ram Agarwala and Mali Ram Agarwalla is the same and one identical person who is/was my deceased father and nobody else. vide affidavit sworn before the Notary Public at Barrackpore Court on 02-08-2024.

প্রথম প্রয়াণ দিবসে শ্রদ্ধাপূর্ণ প্রণাম।

রেখা চক্রবর্ত্তী

০৪.০৮.১৯৬০-১৭.০৮.২০২৩

আগামী ৪ঠা আগস্ট, ২০২৪ তোমার প্রথম বার্ষিক ক্রিয়া-কর্ম গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলনী ১/১ এ.ভি.ভি., বৈষ্ণব সম্মিলনী লেন, কলকাতা - ৭০০০০৬ সুসম্পন্ন হবে।

অশ্রু সিক্ত হৃদয়ে তোমার স্মরণে :
সুজিত - অতসী (বড়ছেলে - বউ)
অজিত - কৃষ্ণা (ছোটছেলে - ছোটবউ)
সায়ন-অয়ন (নাতি)

E-TENDER

E- Tenders are invited by The Prodhan, Murutia Gram Panchayat (Under Karimpur – II Panchayat Samity) Baliadanga, Nadia. **NIET NO. 06/15th F.C/2024-2025**, Last date of submission **13.08.2024 up to 4p.m.** For details please contact to the office or visit **www. wbtenders.gov.in.**

Sd/- Prodhan,
Murutia Gram Panchayat.

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ৪ ঠা আগস্ট। রবিবার। ১৯ শে শ্রাবণ। অমাবস্যা তিথি। জন্মে কর্কট রাশি অষ্টোত্তরী চন্দ্র র মহাদশা বিংশোত্তোরী শনি র মহাদশা। মৃতে একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : আজ যে কাজটা হওয়ার ছিল সেটা না হওয়ার জন্যে মনোকষ্টে থাকবেন। যে প্রতিবেশীকে বিশ্বাস করছেন তার মুখে মিষ্ট অন্তরে বিস্ নেই তো। জলভ্রমণে নাই বা গেলেন। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য দিনটি কঠোর পরিশ্রমের দ্বারা কাটবে। ব্যাবসায়ীদের জন্য আজকের দিনটা সুখবর নেই তবে লৌহ বা মেশিনারি ব্যবসা যারা করেন তাদের সুখবর আসবে ধৈর্য ধরতে হবে। বাড়ি, জমি, গৃহ নিয়ে কোনো সমস্যা তৈরী হবে। ইলেকট্রিকাল দ্রব্য থেকে দূরে থাকুন। যায় শ্রী মহাকাল বলে বাড়ি থেকে বেরোন শুভ হবে।

বৃষ রাশি : পরিবারে তৃতীয় ব্যাক্তিকে নিয়ে বিবাদ বিতর্কের মধ্যে সময় যাবে। এত পরিশ্রম করার পরেও আজ কাজটা আটকে যাবে। নতুন জিনিস কিনবো ভাবছেন আজ না কেনাই শ্রেয়। কথা না রাখার জন্য কোনো বিতর্কে জড়িয়ে পড়তে পারেন। ঋণের টাকা পরিষদ করার জন্য কাজ পাওনাদার কোনো চাপ দিতে পারে। প্রেমিক যুগল একে অপরকে বিশ্বাস করুন তবে অর্থনৈতিক ভাবে নিঃস্ব হয়ে নয়। জয় শ্রী কৃষ্ণ বলুন এগিয়ে চলুন।

মিথুন রাশি : আজ তর্ক থেকে সতর্ক থাকুন। বড় কাজে যাওয়ার আগে বা বিশেষ ব্যাক্তির সঙ্গে দেখা করার জন্যে আজকের দিনটা ঠিক নোই.যদি সম্ভব হয় দু এক দিন পরে সময় করে নিন। সরকারি কোনো আধিকারিকের সঙ্গে বাক বিতন্ডা হওয়ার সম্ভবনা প্রবল। বিক্রয় প্রতিনিধিরা আজ বোরো দায়িত্ব পেলেও না নিলে শুভ। দাম্পত্য বিবাহিত জীবনে হটাৎ বিবাদ বিসংবাদ দেখা দেবে। কালো রঙের পোশাক আজ নাই বা পড়লেন পুরাতন বান্ধবের সাথে দেখা হলে শুধু শুনে যান, মতামত প্রকাশ না করা শুভ।

কর্কট রাশি : আজ এমন লোকের থেকে সম্মান পাবেন যা আপনি আশা করেননি। জল এবং তরল পদার্থ ব্যাবসায়ীদেড় নতুন কোনো চুক্তি ভালো ভাবে সম্পন্ন হবে। বান্ধবদের মধ্যে আজ সবাই আপনাকে সমীহ করে চলবে। পরিবারে দাম্পত্য সুখ প্রাপ্তি হবে। কোনো তৃতীয় ব্যাক্তির কারণে মনে বসন্তের ছোয়া লাগতে পারে, হয়তো মন বলে উঠবে ফুল ফুটুক, না ফুটুক আজ বসন্ত। রাজনৈতিক সমর্থক নেতা কর্মী দের জন্যে আজ সম্মান প্রাপ্তির দিন। যায় শ্রী মহাকাল বলুন এগিয়ে চলুন।

সিংহ রাশি : এক আনন্দ সংবাদ আসবে। পুরাতন যান বাহন এবং পুরাতন বান্ধব দ্বারা লাভ প্রাপ্তি সম্ভব। ব্যাবসায়ীদের জন্য আজ শুভ দিন। জমি বাড়ি এজেন্ট এর কাজ করেন যারা আজ অর্থ প্রাপ্তি নিশ্চিত। কালো রঙের বস্ত্র বিশেষত ছাতা বা রেইনকোট বিক্রেতাদের জন্য আজ বোরো কোনো চুক্তি সম্পাদন হবে। প্রতিবেশী দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি এবং বিবাহিত জীবনে আনন্দ প্রাপ্তি। ভাগ্য আজ আয়নার সাথে দেবে। জয় শ্রী গনেশ বলুন আগেই চলুন।

কন্যা রাশি : মন চাইবে কোনো বিশেষ বিষয় মতামত দিতে বা সমালোচনা করতে। আজ মনকে দমন করুন নইলে বাবদ বিতর্ক দ্বারা মনোনোকষ্ট বৃদ্ধি। বিবাহিত দাম্পত্য জীবনে ছোট ঝড় উঠবে। তবে আমফান বা আয়লা নয়। ছাত্র ছাত্রীদের আজ চেষ্টার দ্বারা সফলতা প্রাপ্তিতে বাধা। বুদ্ধির দাড়াও সফলতা প্রাপ্তিতে বাধা। দূর ভ্রমণ, জল ভ্রমণ ক্ষতির আশঙ্কা। যানবাহন এবং চতুস্পদ জন্তু থেকে সতর্ক থাকুন। ধৈর্য ধরুন। জয় শ্রী কৃষ্ণ বলুন আগেই চলুন।

তুলা রাশি : অন্যকে আঘাত দিলে সম্পর্ক টিকবে কিভাবে। মায়েদের মাতৃ অঙ্গে ব্যাধি বা নিম্ন তলপেটে ব্যাথা অনুভূত হলে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া ভালো। সম্পত্তি, বাড়ি জমি নিয়ে ছোট কোনো বিবাদ বোরো আকার নিতে পারে। কালো রঙের পোশাক ব্যবহার করবেওনা না। আজ গুরুত্বপূর্ণ মিটিং থাকলে ক্যানসেল করলে শুভ। দূর্গা নাম জপ করুন বাড়ি থেকে বেরোন।

বৃশ্চিক রাশি : আজ শান্তির দিন। পরিবারে সম্মান প্রাপ্তির দিন। নতুন কিছু কেনাকাটা করে আনন্দ লাভ করতে পারেন। ঔষধ বা কেমিকাল ব্যাবসায়ীদের শুভ। ছোট ভ্রমণে আনন্দ বৃদ্ধি। হটাৎ করে কোনো স্বজন বান্ধবের দ্বারা নিমন্ত্রণ পাবেন। যে কাজটা বাধা পড়েছিল আজ তা জট খুলবে। মতামত জানান যুক্তি দিয়া নইলে অযুক্তিক ভাবে বাক্য বলতে ঘটনাটা হালকা হয়ে যাবে। গৃহ বধূকে নতুন কিছু কিনে দিন। সন্তান হয়তো আপনাকে কিছু উপহার দিতে পারে। মন্ত্র শ্রী কৃষ্ণ।

ধনু রাশি : ধৈর্য্য সহ আজ লক্ষ্য ঠিক রাখলে যে সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছিলেন তাতে কৃতকার্য হবেন। সম্পত্তি কেনার কারণে বা নতুন যানবাহন নেওয়ার জন্য সিধান্ত নিতে পারেন। আজ অর্থ প্রাপ্তি হবে। অন্যের মতামতকেও গুরুত্ব দিলে আজ শুভত্ব বৃদ্ধি হবে। কৃষ্ণ বর্ণের প্রতিবেশী দ্বারা কোনো সমস্যা থেকে মুক্ত হবেন। আজ রাজনৈতিক নেতা কর্মীদের জন্য সুখবর। মন্ত্র শ্রী মহাকাল।

মকর রাশি : বান্ধবে র সহযোগে, যে সমস্যায় ছিলেন সেখান থেকে আজ বেরিয়ে আস্তে পারবেন। বিবাহিত স্ত্রী বা বান্ধবী বা পরিবারে কোনো মানুষের দ্বারা আজ সমস্যার জোট খুলবে। যেখানে যাবেন মনে করেছেন সময়ের দশ মিনিট আগে পৌঁছন লাভ প্রাপ্তি হবে। লোহা বা স্টিল ব্যাবসায়ীদের নতুন কোনো চুক্তি আজ হয়ে পরবে। হাঁটুর ব্যাথায় কষ্ট পেলেও আজ শরীর ভালো ভালো থাকবে। জেক বিশ্বাস করে মনের কথা বলছেন সেই ব্যাক্তি বিশ্বাসের মর্যাদা রাখবে। জয় মা ভবতারিণী। মন্ত্র কালী মাতা।

কুম্ভ রাশি : অবশেষে গ্রহ পরিস্থিতি শুভ। আজ বান্ধবের সঙ্গে দেখা করুন। কিছু না কিছু শুভ সংবাদ পাবেন। যারা বেতন ভুক কর্মচারী তাদের আজ সম্মান বৃদ্ধি যোগ। প্রতিবেশী আপনার কথা শুনে পূর্ণ সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবে। যারা ফ্লাট এ থকেন পূর্ব মুখী বা উত্তর মুখী ফ্ল্যাটের বাসিন্দাদের থেকে বন্ধুত্ব পূর্ণ সহযোগিতা পাবেন। ব্যাবসায়ীদের জন্য দিনটা অতীব শুভ। অথিতিদের আপ্যায়ণ করে আজ সুনাম বৃদ্ধি করতে পারবেন।মন্ত্র আদ্যা স্তোত্র।

মীন রাশি : আজ শুভ দিন। মনের কাজটা আজ হয়ে উঠবে। মনে মনে যাকে চান তিনি হৃদয়ের হাতটা বাড়িয়ে দেবে। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য অতীব শুভ। যারা চাকরির আবেদন করছেন তাদের শুভ হবে। কিছু কেনাকাটা করলে আজ করুন দিনটা শুভ। অবসর প্রাপ্ত প্রবীণ জাতক বা জাতিকাদের সরকারে তরফ থেকে কোনো শুভ অর্থকরী সংবাদ আসতে পারে। নার্ভের রোগ যাদের আছে আজ চিকিৎসকের দ্বারা শুভ হবে। জয় তারা।

(শ্রী শ্রী চন্ডী পাঠক বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্র র শুভ ভুমিষ্ঠ দিবস)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, একটি মূল হস্তান্তর দলিল নং ১৩১২-১৯৭৬ সালের, রেজিস্ট্রিকৃত অফিস এডিএসআর বারুইপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, শ্রী সুবল চন্দ্র নস্কর কর্তৃক শ্রী সন্ধ্যা রানি বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুকূলে সম্পত্তি হারিয়ে গিয়েছে। কোনও ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট দলিল পেয়ে থাকলে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট ফেরত দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। কোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি সম্পর্কে কোনও দাবি থাকলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ১০ দিনের মধ্যে জানাতে অনুরোধ করা হচ্ছে, অন্যথায় কারও কোনও দাবি নেই বলে গণ্য করা হবে।

নবনীতা দেব রায়, অ্যাডভোকেট
১০, কে এস রায় রোড, ২য় তল
কলকাতা: ৭০০ ০০১
মোবাইল নং: ৯৮৭৪৯৮৭৩০ এবং ৯০৩৮৩০১৭১১

বিজ্ঞপ্তি

আমি মৃন্ময় সাহা, পিতা- ˘বানী কুমার সাহা, সাং নবদ্বীপ, পোষ্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া দাগ নং- ১৮০০, খতিয়ান ২৪৫৫০,পরিমান ৫.৫০ শতকের মধ্যে ২.৩৫২৫ শতক ০.২৩৫ জমির স্বত্বের পক্ষে ইংরাজী ০৬.০৭.২১ তারিখে নবদ্বীপ এ.ডি.এস. আর অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত IV-৬৮ নম্বর আমমোক্তারনামায় শ্রীমতি বাসন্তী সাহা, পিতা ˘জগবন্ধু সাহা সাং পোড়ামাতলা রোড, পীতলা, পোষ্ট/থানা নবদ্বীপ ২)শ্রীমতি সুলাতা দাস, স্বামী প্রশান্ত দাস সাং মাজদিয়া মাইপাড়া, পোষ্ট-চর ব্রহ্মনগর, থানা- নবদ্বীপ ৩)শ্রীমতি চন্দনা নন্দ, স্বামী- রতন নন্দ সাং-চর স্বরূপগঞ্জ, থানা- নবদ্বীপ এদের পক্ষে আমমোক্তারনামা নিযুক্ত হই। অতঃপর উক্ত আমমোক্তার শ্রী শুভজিৎ সাহা, পিতা মৃন্ময় সাহা ইংরেজি ২১.১১.২৩ 3540 নবদ্বীপ এ.ডি.এস.আর অফিসে রেজিষ্ট্রি করি, আগামী দিনে দলিল গ্রহিতা উক্ত জমির নাম পত্তন করিবেন ইহাতে কাহারো কোন অভিযোগ থাকিলে বি.এল অ্যান্ড এল.আর.ও অফিসে ৩০ দিনের মধ্যে যোগাযোগ করুন।

Public Notice

Our Client:Grihum Housing Finance Limited, This is to notify all concerned that, on behalf of our client, Grihum Housing Finance Limited, I hereby give notice that Sri Biswajit Ghosh and Sri Abhijit Ghosh intends to mortgage the land measuring about 1 Cottah 10 Chittacks comprised in Mouza Liluah, J.L No. 12 appertaining to R.S and L.R Dag No. 637 under R.S Khatian No. 272 corresponding to L.R Khatian No. 12333 being Holding No. 170/8, Chak Para under P.S Liluah, Ward No. 35 within the limit of Bally Municipality in District Howrah.

HISTORY OF TITLE

Deed of Conveyance dated 15-07-1994 Smt. Pushpa Devi Saraf and Sri Pawan Kumar Saraf jointly sold, transferred, land measuring about 1 Cottah 10 Chittacks comprised in Mouza Liluah, J.L No. 12 appertaining to R.S Dag No. 637 under R.S Khatian No. 272 under P.S Liluah in District Howrah in favour of Smt. Lakshmi Ghosh. The said Deed was registered in the office of A.D.S.R Howrah and recorded in Book No. I, Volume no. 31, Pages 175 to 183 (B), being No. 1342 for the year 1994. Said Lakshmi Ghosh died intestate on 19-02-2021 leaving behind her two sons namely Sri Biswajit Ghosh and Sri Abhijit Ghosh as her legal heirs and successors as per the provisions of the Hindu Succession Act, 1956.

If any concerned Bank or any person having any objection/claim please contact the undersigned within 7 days strictly as advised. Biman Kumar Das & Associates, Advocates,,12/2,Old Post Office Street,Kolkata–700001.
Ph-033-4003-8952

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্ব সাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, **শ্রী দিলীপ বাড়ুয়া,** পিতা- ˘শশাঙ্ক মোহন বাড়ুয়া, সাং- সুষমাপল্লী, ওয়ার্ড নং-১১, পোঃ- নিমপুরা, থানা- খড়গপুর (টাউন), জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর। উক্ত দিলীপ বাড়ুয়া তাহার নামিত খড়গপুর টাউন থানার অন্তর্গত মৌজা নিরঞ্জনবাড়, জে.এল. নং-১৩৪, হাল খতিয়ান নং- ২০৯ ২৬৪ দাগে উদ্বাস্তু ৬.৯০ ডেঃ সম্পত্তি বিক্রয় করিবার জন্য গত ইংরাজী ৩০-১১-২০১৫ তারিখে খড়গপুর সাবরেজিষ্ট্রী অফিসে ২২৮ নং রেজিষ্ট্রীকৃত আমমোক্তার নামা দলিল মূলে আমার মক্কেল শ্রী টি. রুশেশ্বর রাও (T. Rushiswar Rao) পিতা-˘টি. আপান্না (T. Apanna) সাং- মালঞ্চা রোড, ওয়ার্ড নং-১৪, পোঃ- নিমপুরা, থানা- খড়গপুর টাউন, জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর উক্ত ব্যক্তিকে আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছেন। উক্ত বিষয়ে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে তাহা উক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে নিম্ন স্বাক্ষরকারীকে লিখিত ভাবে জানাইতে অনুরোধ করা হইতেছে। নতুবা পশ্চাৎ কাহারও কোন প্রকার আপত্তি গ্রাহ্য হইবে না।

(দীনেশ মাহাত)
এ্যাডভোকেট
সাং- কলাইকুন্ডা, পোঃ- হরিয়াতাড়া,
থানা- খড়গপুর (লোকাল),
জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর
Enrl. No. F/1504/1049/2019
Mobile No. 7001232427

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

প্রশান্ত কুমার ঘোষ পিতা- ˘দিলীপ কুমার ঘোষ, সাকিম ব্লক বি-16, ফ্ল্যাট-I, কালিন্দী হাউসিং এস্টেট, পোঃ ও থানা- লেক টাউন, জেলা- ২৪ পরগনা (উঃ), পিন- ৭০০০৮৯ বিগত ইং- 23/02/2024 তারিখে A.R.A-I, Kolkata, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-1571/2024 নং আমমোক্তার দলিল মূলে আমাকে **(সঙ্গিতা সরকার** স্বামী- দীপ্তিমান সরকার, সাকিম- 10/2 শীতলামাতা লেন, বরাহনগর, পোঃ নোয়াপাড়া, থানা বরাহনগর, জেলা উঃ ২৪ পরগনা, পিন- 700090) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্নবর্ণিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা দলিল বলে আমি ১)পান্ডুয়া এ.ডি.এস.আর অফিসে 01/04/2024 তারিখে রেজিস্ট্রিকৃত I-1481/2024 নং দলিল মূলে **দীপ্র সরকার** পিতা- দীপ্তিমান সরকার, সাকিম- 10/2 শীতলামাতা লেন, বরাহনগর, পোঃ নোয়াপাড়া, থানা বরাহনগর, জেলা উঃ ২৪ পরগনা, পিন- 700090 ও ২) হুগলী ডি.এস.আর-II, চুঁচুড়া, অফিসে 27/06/2024 তারিখে রেজিস্ট্রিকৃত I-1844/2024 নং দলিল মূলে **দীপ্র সরকার** পিতা- দীপ্তিমান সরকার, সাকিম- 10/2 শীতলামাতা লেন, বরাহনগর, পোঃ নোয়াপাড়া, থানা বরাহনগর, জেলা উঃ ২৪ পরগনা, পিন-700090 মহাশয়কে মোট দুইটি দলিলে বিক্রয় করি।

তপশীল – জেলা হুগলী, থানা পান্ডুয়া, মৌজা মহানাদ বেজপাড়া, জে.এল.-119, হাল এল. আর 432 খতিয়ানে, হাল এল আর 345, 407, 855, 859, 870, 879, 886, 1057, 1063, 1391, 1416, 1455, 1488, 1636, 1647, 1720, 1745 ও 885/1773 দাগে 334 শতক, আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি হইতেছে। তন্মধ্যে 1745 দাগে 34 শতক ও 1636 দাগে 41 শতক উক্ত ক্রেতা দীপ্র সরকার মহাশয়কে বিক্রয় করেন। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, **দীপ্র সরকার** উক্ত খরিদা জমি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পান্ডুয়া অফিসে আবেদন করিয়াছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগত আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।

ইতি- **সঙ্গিতা সরকার**
আমমোক্তার

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল গৌরাঙ্গ দেবনাথ পিতা- ˘মাখন লাল দেবনাথ, সাং- নেতাজী সুভাষ রোড, থানা- নবদ্বীপ, জেলা নদীয়ার নির্দেশে সর্ব সাধারণকে জানান যাইতেছে যে আমার উক্ত মক্কেল নিম্ন লিখিত সম্পত্তি ডালিম সরকার পিতা- সাধন সিদ্ধ সরকার (দাস) সাং- শ্রীমায়াপুর থানা- নবদ্বীপ, জেলা নদীয়ার নিকট হইতে খরিদ করিবেন। এক্ষনে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে সংবাদ পত্রে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের সাত দিনের মধ্যে আপত্তি জানাইবেন।

তপশীল

জেলা- নদীয়া থানা- নবদ্বীপ, মৌজা ৯, বামন পুকুর, দাগ নং- ১৩০৮, খতিয়ান নং- ৪৫০০, পরিমান-১৬ শতক।

যোগাযোগের ঠিকানা
গৌরাঙ্গ দেবনাথ
পিতা মাখন লাল দেবনাথ সাং- নেতাজী সুভাষ রোড, থানা- নবদ্বীপ, জেলা নদীয়া।

ক্ষমতা প্রাপ্ত আইনজীবী
Falguni Roy
Advocate
Nabadwip Court

বিজ্ঞপ্তি

আমি সুস্মিতা মোদক (সরকার), স্বামী- সঞ্জয় মোদক সর্বসাধারনের জ্ঞাতার্থে জানাইতেছি যে, বিগত ইংরাজী ২০০৯ সালে রাণাঘাট-১ নং এ.ডি.এস.আর. অফিসের IV-41 নং আমমোক্তারনামা বলে পূর্ণচন্দ্র মোদকের নিকট হইতে সঞ্জয় মোদক আমমোক্তার প্রাপ্ত হইয়া আমার নিকট ইংরাজী ৮.৪.২০২৪ তারিখে উক্ত অফিসের ২৮১০ নং দলিলবলে বিক্রয় করে যাহা জেলা নদীয়া, থানা- তাহেরপুর অধীনস্থ ১০ নং বেড়াকামগাছি মৌজার দাগ নং ২৮৮ ও ২৯১, মোট জমি- ৩০ শতক। এক্ষণে আমি উক্ত জমি আমার নামে রেকর্ড করাইতে ইচ্ছুক এবং এই ব্যাপারে কাহারো কোনও আপত্তি থাকিলে রাণাঘাট- ১ নং B.L. & L.R.O. অফিসে সত্বর যোগাযোগ করুন।

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

১) পল্লব ভট্টাচার্য্য পিতা – ˘বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য্য ওরফে ভুতনাথ ভট্টাচার্য্য সাকিম – ৬৭, কাঠঘড়া লেন, থানা – চুঁচুড়া, পোঃ ও জেলা – হুগলী- 712103, বিগত ইং-08/07/2023 তারিখে ডি.এস.আর-I হুগলী চুঁচুড়া, অফিসে I-6298/2023 নং আমমোক্তার দলিল মূলে আমাকে **(মনোজ দাস** পিতা – মৃত হরিপ্রসাদ দাস সাকিম – গ্রাঃ ও পোঃ পাউনান, থানা - পোলবা, জেলা-হুগলী-712305)- ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্নবর্ণিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমি **শ্রীমতী তৃষ্ণা রায়,** স্বামী- অধীর কুমার রায় মহাশয়াকে বিগত ইং-23/08/2023 তারিখে ডি.এস.আর-I হুগলী চুঁচুড়া, অফিসে I-801/2023 নং দলিল মূলে 07 শতক শালি জমি বিক্রয় করি।

তপশীল – জেলা হুগলী, থানা পোলবা, মৌজা পাউনান, জে.এল.-47, হাল এল. আর 1091 খতিয়ানে, (১) আর এস ও এল আর 2824 নং দাগে শালি জমি ষোল আনায় 05 শতকের মধ্যে 0.5000 অংশে কমবেশী 02 শতক সম্পত্তি অত্র দলিলে আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি হইতেছে। (2) আর এস ও এল আর 2138 নং দাগে শালি জমি ষোল আনায় 58 শতকের মধ্যে 0.1250 অংশে কমবেশী 07 শতক সম্পত্তি অত্র দলিলে আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি হইতেছে। একুনে দুইটি দাগে মোট 09 শতক সম্পত্তি অত্র দলিলে আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা হইতেছে যে, যদি কাহারও কোনো আইনানুগ আপত্তি বা অধিকার থাকে তার জন্য আগামী ১ মাসের মধ্যে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহন করিবেন ।

ইতি-**মনোজ দাস**
আমমোক্তার

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

১) **শ্রী বাসুদেব মালিক,** পিতা- ˘ননী গোপাল মালিক ওরফে ননী মালিক **২) শ্রী সমরেশ মালিক, ৩)শ্রী অমরেশ মালিক,** উভয়ের পিতা- ˘সহদেব মালিক **৪)শ্রীমত্যা কৃষ্ণা মালিক** স্বামী- ˘সহদেব মালিক, **৫)শ্রী অভিজিত মালিক, ৬) পায়েল মালিক** উভয়ের পিতা- ˘মহাদেব মালিক, **৭)শ্রীমত্যা উমা মালিক** স্বামী- ˘মহাদেব মালিক, **৮) শ্রীমতী জয়ন্তী মাঝি,** স্বামী- শ্রী পাঁচুগোপাল মাঝি পিতা- ˘ননীগোপাল মালিক, **৯)শ্রীমতী শান্তি মাঝি,** স্বামী- শ্রী দেবু প্রধান মাঝি, পিতা- ˘ননীগোপাল মালিক **১০) শ্রীমত্যা রাধারানী মাঝি,** স্বামী- ˘নিতাই মাঝি, পিতা- ˘ননীগোপাল মালিক, **১১) সুধারানী মালিক** পিতা- ˘ননীগোপাল মালিক সকলের সাকিম – পুরাতনপোতা, পোঃ ও থানা মগরা, জেলা – হুগলী, পিন - 712148 বিগত ইং- 05/04/2017 তারিখে হুগলী ডি.এস.আর-I অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত IV-124/17 নং আমমোক্তার দলিল মূলে আমার মক্কেলগন (১) **শ্রী বিদ্যুৎ দাস** পিতা- ˘চিত্তরঞ্জন দাস সাকিম গজঘন্টা, পোঃ ও থানা- মগরা, জেলা- হুগলী, পিন- 712148 ও ২) **শ্রী মিঠু শর্মা** পিতা- ˘হরিওম শর্মা সাকিম খগেন্দ্রপল্লী, পোঃ ও থানা মগরা, জেলা- হুগলী, পিন- 712148)-কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্নবর্ণিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা দলিল বলে আমার মক্কেলগন 11/07/2017 তারিখে ডি.এস.আর-I, সদর, হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-5742/2017 নং দলিল মূলে **শ্রী প্রমোদ সাউ** পিতা- শ্রী উমেশ সাউ সাকিম 40/এ, আর এন চ্যাটার্জ্জী রোড, পোঃ গড়িফা, থানা নৈহাটী, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, পিন 743166, মহাশয়কে বিক্রয় করেন।

তপশীল – জেলা হুগলী, থানা মগরা, মৌজা মিনাজপুর, জে.এল.-42, হাল এল. আর 149, 121, 185, 58 ও 53 নং খতিয়ানে, সাবেক ও হাল 76 নং দাগে শালি জমি ষোল আনায় 69 শতকের মধ্যে 25 শতক আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা হইতেছে যে, কাহারও কোনো আইনানুগ আপত্তি বা অধিকার থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইতে ১ মাসের মধ্যে চুঁচুড়া-মগরা ব্লকের বি.এল. এন্ড. এল.আর.ও. ব্যান্ডেল অফিসে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহন করিবেন। অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য হইবে।

ইতি- **তাপস কুমার মন্ডল**
উকিলবাবু
জেলা জজ আদালত, চুঁচুড়া, হুগলী

ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে নিউ এজ সিনেমার ঐতিহাসিক উদযাপন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শুরু হল ফেস্ট ৫, ভারতের ন্যাশনাল লাইব্রেরি এবং পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের সহযোগিতায়, প্রথমবারের মতো আয়োজিত আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব যা আয়োজন করা হয়েছে ভারতের মর্যাদাপূর্ণ ন্যাশনাল লাইব্রেরি প্রেক্ষাগৃহে। চলবে ৪ অগস্ট রবিবার পর্যন্ত। এই অনন্য সাধারণ আয়োজন ন্যাশনাল লাইব্রেরির ১৮৮ বছরের ইতিহাসে এই প্রথমবার। এমন জায়গায় চলচ্চিত্র উৎসবের আয়োজন যা বিশ্বব্যাপী বই প্রেমীদের কাছে মন্দিরের সমান। এফ৫ আইএফএফ '২৪ এ ১৩৯টি দেশ থেকে ১৫০টিরও বেশি চলচ্চিত্রের আবেদন পেয়ে অভিভূত উদ্যোক্তারা। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুনমুন সেন, তনুশ্রী চক্রবর্তী, কল্যাণ রুদ্র (চেয়ারম্যান, পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ), রথীন কানজি, সৌরভ দে (ফেস্ট৫, প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক)।

বিমানবন্দরের ধাঁচে নাজিরগঞ্জ জেটি ঘাটে তৈরি হবে আধুনিক টার্মিনাল

নিজস্ব প্রতিবেদন: নদী পথে যাত্রীদের যাতায়াতকে আরো সহজ, সুগম ও রোমাঞ্চকর করে তুলতে সম্প্রতি রাজ্য সরকার একগুচ্ছ পরিকল্পনা নিয়েছেন। এই পরিকল্পনায় কয়েকটি গঙ্গার ঘাটকে বিমান বন্দরের ধাঁচে আধুনিক টার্মিনাল গঙ্গার জেটি ঘাটে রূপান্তরিত করা হবে বলেই জানান হয়েছে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে।

এই ঘাটগুলির মধ্যে অন্যতম হল কলকাতার মিনেলিয়াম পার্ক, হাওড়ার নাজিরগঞ্জ, হুগলির চুঁচুড়া, উত্তর ২৪ পরগনার পানিহাটি । প্রস্তাবিত এই ঘাট টার্মিনালে যাত্রীদের প্রতীক্ষা বিশ্রামের ব্যবস্থা থেকে শুরু করে আধুনিক টিকিট কাউন্টার সহ শৌচালয়, পানীয় জল বিভিন্ন স্টল রাখার পরিকল্পনা করা হয়েছে। যেখানে যাত্রীরা তাদের যাত্রাপথে ও গঙ্গার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করতে আসা মানুষেরা এখানে নিভৃতে বসে তাদের অবসর সময় কাটাতে পারবেন, তার সঙ্গে থাকছে বিভিন্ন রকমারি খাবারের দোকান, যেখান থেকে তারা তাদের পছন্দমতো খাবার কিনতেও পারবেন। প্রশাসন সূত্রে জানা যাচ্ছে এই পাঁচটি ঘাটকে আধুনিকরণ করতে প্রায় ২০০ কোটি টাকা খরচ হতে পারে বলে প্রাথমিক ভাবে মনে করা হচ্ছে। এই পাঁচটি ঘাটের মধ্যে নাজিরগঞ্জ ফেরি ঘাটও রয়েছে। এই খবরে নাজিরগঞ্জ ঘাটের এখানকার সাধারণ যাত্রীরা খুবই খুশি। যাত্রীদের অনেক সুবিধা হবে বলেই তারা মনে করছেন। বর্তমানে এই ঘাটে মহিলাদের শৌচালয়ের একটা সমস্যা আছে, এছাড়া রোদ-বৃষ্টির সময় দাঁড়ানোর জায়গা থাকে না। তাই তারা মনে করছেন রাজ্য সরকার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এতে সকলেরই সুবিধা হবে। যদিও আধুনিক হওয়ার কারণে ফেরি যাতায়াতের ভাড়া বৃদ্ধি হলে যাত্রীদের উপরে চাপ তৈরি হবে বলেও অভিমত যাত্রীদের। টার্মিনালটি ৬ লক্ষ বর্গফুট এলাকায় তৈরি হবে বিশ্বব্যাংকের আর্থিক সাহায্য নিয়ে। ক্যাফেটেরিয়া সহ শৌচালয়ের সুবিধা থাকবে।

কামারহাটিতে নির্মীয়মাণ বহুতল থেকে নিচে পড়ে জখম শ্রমিক

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর : কাজ করার সময় নির্মীয়মাণ বহুতল থেকে নিচে পড়ে গিয়ে গুরুতর জখম এক নির্মাণ শ্রমিক। শনিবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে কামারহাটি পুরসভার ৫ নম্বর ওয়ার্ডের দাশুর বাগান এলাকায়। সংকটজনক অবস্থায় ওই নির্মাণ শ্রমিক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। যদিও ওই শ্রমিকের নাম পরিচয় এখনও জানা যায়নি। এমনকী ঘটনার পালিয়ে যায় অন্যান্য শ্রমিক-সহ প্রমোটার। স্থানীয়রা জানান, নির্মীয়মাণ আবাসনের তিন তলায় কয়েকজন শ্রমিক কাজ করেছিলেন। সেখান থেকে আচমকা একজন শ্রমিক পড়ে গিয়ে আবাসনের পাশে একটি বাড়ির টালির চালের ওপর পড়েন। ওই টালির চালের ওপর থেকে উপর তিনি সটান নীচে পড়েন। সংকটজনক অবস্থায় ওই নির্মাণ শ্রমিককে প্রথমে সাগরদত্ত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে তাকে কলকাতার আরজি কর হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, বেআইনিভাবে তৈরি হচ্ছে ওই আবাসনটি। স্থানীয় পুরসভা এবং পুলিশ প্রশাসনের নজর এড়িয়ে কিভাবে আবাসন তৈরি হচ্ছে, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন ক্ষুব্ধ বাসিন্দারা। কামারহাটির পুরপ্রধান গোপাল সাহা বলেন, কোনও বেআইনি কাজ বরদাস্ত করা হবে না। পুর আইন মোতাবেক যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

আমার মক্কেল **শ্রী অসীম ঘোষ হাজরা,** পিতা- ˘সুশীল কুমার ঘোষ হাজরা, সাং- কোয়ার্টার নং ই, এল-১৮/৫, বি, টি, পি, এস, টাউনশিপ, ত্রিবেনী, থানা- মগরা, জেলা- হুগলী, পিন- ৭১২৫০৩- মহাশয় গত ইংরাজী ১৯৯৪ সালের ১২ই জানুয়ারী তারিখে ডি.এস.আর হুগলী অফিসে রেজেস্ট্রীকৃত ২৯৬ নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রী রঞ্জন সরকার,** পিতা- ˘ভৈরব চন্দ্র সরকার, সাং- কুঠীর মাঠ, চন্দননগর, থানা- চন্দননগর, জেলা- হুগলী এর পক্ষে নিযুক্তিয় আমমোক্তার **শ্রী স্বপন সরকার,** পিতা- ˘ভৈরব চন্দ্র সরকার, সাং- কুঠীর মাঠ, থানা- চন্দননগর, জেলা- হুগলী মহাশয়ের নিকট হইতে জেলা- হুগলী, থানা-চুঁচুড়ার সামিল কোদালিয়া ১নং গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন জে.এল. নং ১৬ সিমলা মৌজায় আর.এস. ১০২৬ নং খতিয়ান আর.এস. ২৪১৫ নং দাগে তথা হাল এল.আর. ৬৬০, ১৫১ ও ৬৬৯ নং খতিয়ানভুক্ত হাল ৩৫৭৮ নং দাগে বাগান জমি ২ কাঠা ১ ছটাক ক্রয় করিয়া উহার মালিকানা প্রাপ্ত হইয়া নিজ নামে রেকর্ড ভুক্ত করিবার জন্য স্থানীয় সেটেলমেন্টে আবেদন করিয়াছেন। উক্ত বিষয় আমমোক্তার দাতা বা বিক্রেতা বা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কোন ব্যক্তির আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ এক মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বি.এল. এ্যান্ড এল.আর.ও. চুঁচুড়া মগরা ব্লক ব্যান্ডেল লিচুবাগান অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন। অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্যকর হইবে।

ইতি- **তাপস কুমার মন্ডল (উকিলবাবু)**
জেলা জজ আদালত,চুঁচুড়া, হুগলী

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

জেলা হুগলীস্থিত ডেলিগেট আদালত, চন্দননগর

এ্যাক্ট ৩৯ কেস নং- ২৫/২০২১

দরখাস্তকারিনী-**অর্চনা ধাড়া** স্বামী- হিরু ধাড়া, সাং- ৬৩ ভট্টাচার্য্য পাড়া লেন পোঃ ও থানা- ভদ্রেশ্বর, জেলা- হুগলী, পিন নং- ৭১২১২৪ পঃবঙ্গ।

এতদ্বারা স্বর্গীয় হিরু ধাড়া পিতা- স্বর্গীয় সতীশ ধাড়া, নিবাস- ৬৩ ভট্টাচার্য্য পাড়া লেন পোঃ ও থানা- ভদ্রেশ্বর, জেলা- হুগলী পিন নং- ৭১২১২৪ পঃবঃ এর স্বার্থ সংশ্লিষ্ট দের জ্ঞাতার্থে জানানো যাইতেছে যে অত্র দরখাস্তকারিনী স্বর্গীয় হিরু ধাড়া মহাশয়ের নিম্ন তপশীল বর্নিত স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির উত্তরাধিকারিনী সূত্রে পাইবার জন্য উপরোক্ত মোকর্দ্দমাটি দাখিল করিয়াছেন। উক্ত বিষয়ে কাহারো কোনরূপ আপত্তি থাকিলে তাহা অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১ মাসের মধ্যে স্বয়ং বা নিযুক্তিয় কোন উকিলবাবু মারফৎ আদালতে জানাইবেন। অন্যথায় মোকর্দ্দমাটি এক তরফা বিচার হইয়া নিস্পত্তি হইবে।

তপশীল সম্পত্তি

আদিত্য টান্সলিঙ্ক প্রাইভেট লিমিটেড ভদ্রেশ্বর হুগলী ফ্যাক্টারীতে স্বর্গীয় হিরু ধাড়া এর গ্রাচুইটি বাবদ প্রাপ্য ৪৯৪৭১ টাকা ও প্রভিডেন্ট ফান্ড বাবদ প্রাপ্য ৩৮৪৬১ টাকা সর্বব মোট ৮৭৯৩২ টাকা ।

অর্চনা ধাড়া দরখাস্তকারিনীপক্ষে
সুশোভন ঘোষ (এ্যাডভোকেট)

সৌমেন ঘোষাল
০৯.০৭.২৪ **সেরেস্তাদার**
জেলা ডেলিগেট আদালত চন্দননগর

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

জেলা - পশ্চিম মেদিনীপুর, ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট,
(উচ্চ বিভাগীয়, প্রথম আদালত)
প্রবেট মোকর্দ্দমা নং – ০২/২০২৪

শ্রী গোপাল দাস, পিতা- ˘বানেশ্বর দাস, সাং- পানপাড়া, মিঞাবাজার, পোঃ - মেদিনীপুর, থানা - কোতয়ালী, জেলা - পশ্চিম মেদিনীপুর .....দরখাস্তকারী

এতদ্বারা সর্ব সাধারনকে জানানো যাইতেছে যে,

অত্র দরখাস্তকারী, **মৃত তিলোত্তমা ঘোষ,** স্বামী মৃত রামেশ্বর ঘোষ, সাং- পানপাড়া, মিঞাবাজার, পোঃ - মেদিনীপুর, থানা- কোতয়ালী, জেলা - পশ্চিম মেদিনীপুর, মহাশয়ের ত্যক্ত স্থাবর সম্পত্তি বিগত গত ইং - ২৪/০৯/২০১২ তারিখের রেজিষ্ট্রীকৃত ও সম্পাদিত উইল প্রবেট লইবার জন্য অত্র আদালতে দরখাস্ত দাখিল করিয়াছে। উক্ত উইল প্রবেটের বিষয়ে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে স্বয়ং ও নিযুক্ত উকিলবাবুর দ্বারা লিখিত আপত্তি জানাইবেন। অন্যথায় একতরফা শুনানী হইবে।

-: তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি:-

জেলা পশ্চিম মেদিনীপুর, থানা ও পৌরসভা - মেদিনীপুর পৌরসভার ওয়ার্ড নং - ১০, মৌজা - মিঞাবাজার, জে. এল. নং - ১৭৩, আর. এস. খতিয়ান নং - ৮০১, এল. আর. খতিয়ান নং – ১০৪

আর. এস. দাগ	এল. আর. দাগ	পরিমান
০৯ (আংশিক)	২৩ (তেইশ আংশিক)	.০৩৩৩ একর বা ১৪৫০ বর্গফুট ইং - ২৪/০৯/২০১২ তারিখের উইলে হাত নক্সায় (বি) চিহ্নিত লাল রং এর রেখা দ্বারা নির্দিষ্ট রহিয়াছে।

অনুমত্যানুসারে
Laxman Sing
Sheristadar,
District Delegate, Paschim Medinipur, 31.07.2024

থ্যালাসেমিয়া বিষয়ক সচেতনতা প্রচার

নিজস্ব প্রতিবেদন: থ্যালাসেমিয়া নিয়ে মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে কলেজে কলেজে থ্যালাসেমিয়া সংক্রান্ত সচেতনতা প্রচার শুরু করল রোটারি ক্লাব অফ অরুণোদয় হাওড়া। বুধবার হাওড়ার নরসিংহ দত্ত কলেজে এই অনুষ্ঠানের সূচনা হয়, প্রধান বক্তা ছিলেন ডা. রমেন্দু হোমচৌধুরী। কলেজের ছাত্রছাত্রীরা খুবই উৎসাহ উদ্দীপনার সঙ্গে অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। ক্লাব প্রেসিডেন্ট জয়তী ভট্টাচার্য বলেন, থ্যালাসেমিয়া দূর করতে মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা দরকার। তাই এবার কলেজ ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করার উদ্যোগ নিয়েছেন তারা।

জলমগ্ন কলকাতা বিমানবন্দরের 'পার্কিং বে'

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বৃষ্টিতে শনিবার জলমগ্ন হয়ে যায় কলকাতা বিমানবন্দরের পার্কিং বে। জল জমে যায় বিমানবন্দরের অ্যাপ্রন এলাকাতেও। বিমানবন্দর থেকে যে ছবি এবং ভিডিও সামনে এসেছে, তাতে জল থৈ থৈ অবস্থা পার্কিং বে-র।

সেই জলের উপরই দাঁড়িয়ে রয়েছে পর পর বিমান। তবে রানওয়েতে জল জমেনি বলে জানা গিয়েছে। ফলে বিমান ওঠানামায় কোনও সমস্যা হচ্ছে না বলে জানা গিয়েছে। কলকাতা বিমানবন্দরের যেখানে বিমান দাঁড় করানো থাকে, সেই জায়গাটি জলে ভরে গিয়েছে।

পার্কিং এলাকার যতদূর চোখ যায়, জলই চোখে পড়ে। বিমান ওঠানামায় যদিও সমস্যা হচ্ছে না, কিন্তু বিমানবন্দরের কর্মীরা সমস্যায় পড়ছেন। জল ঠেলে ঠেলেই এগোতে হচ্ছে। যাবতীয় কাজ করতে হচ্ছে জল ভেঙেই। একটানা বৃষ্টিতেই এমন অবস্থা বলে জানিয়েছেন তাঁরা।

৫ অগস্ট থেকে মেট্রোর অরেঞ্জ লাইনে ৭৪টি পরিষেবা

কলকাতা ৫ অগস্ট: অর্থাৎ আগামী সোমবার থেকে অরেঞ্জ লাইনে কবি সুভাষ ও হেমন্ত মুখোপাধ্যায় স্টেশনের মধ্যে মেট্রো পরিষেবায় আসছে বড় বদল। অরেঞ্জ লাইনের পরিষেবার সংখ্যা ও পরিষেবার সময় দুটোই বাড়তে চলেছে। আর সকাল ৯ টায় নয় মেট্রো পরিষেবা দুই প্রান্ত থেকে পাওয়া যাবে সকাল ৮টা থেকেই। ফলে সকালে স্কুল, কলেজ, কর্মস্থলে পৌঁছনোর ক্ষেত্রে হবে বিশেষ সুবিধা, কারণ ৮ টা থেকে ইএম বাইপাসের ওপর দিয়ে মেট্রোয় চেপে অনায়াসে যাতায়াত করা যাবে সামনের সপ্তাহের প্রথম দিন থেকেই। এখন দৈনিক ৪৮ টি পরিষেবা এই লাইনে চলে। ওইদিন থেকে মোট ৭৪ টি পরিষেবা (৩৭ টি আপ ও ৩৭ টি ডাউন) এই লাইনে চালানো হবে।

পরিষেবাগুলি পাওয়া যাবে ২০ মিনিট অন্তর। প্রতিদিনের এই বর্ধিত পরিষেবাগুলি পরীক্ষামূলকভিত্তিতে সোমবার থেকে শুক্রবার চালানো হবে। যাত্রীস্বার্থের কথা মাথায় রেখে দিনের শেষ মেট্রো পরিষেবার ক্ষেত্রেও আনা হচ্ছে বিরাট বদল। কবি সুভাষ ও হেমন্ত মুখোপাধ্যায় - এই দুই স্টেশন থেকে শেষ মেট্রো পরিষেবা পাওয়া যাবে বিকেল ৪৪০ এর বদলে রাত ৮ টায়।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ৪ অগস্ট ২০২৪ ১৯ শ্রাবণ ১৪৩১ রবিবার

রেকর্ড বৃষ্টি এবার বিধাননগরে জলে ডুবল পাতিপুকুর আন্ডারপাস

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাতভর বৃষ্টি। আর তাতেই জলমগ্ন কলকাতার একাধিক এলাকা। সবমিলিয়ে শনিবার সাতসকালে দুর্ভোগের চূড়ান্ত। মাঝে বৃষ্টি থামলেও আবার ঝেঁপে আসছে বৃষ্টি। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর জানাচ্ছে, ২-৩ ঘণ্টার মধ্যে ফের বৃষ্টি ধেয়ে আসছে। পূর্ব মেদিনীপুর, হুগলি, হাওড়া, কলকাতা, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, জলপাইগুড়িতে বজ্রবিদ্যুৎ সব বৃষ্টির পূর্বাভাস। ফলে ফের দুর্যোগের আশঙ্কায় সবাইকে নিরাপদে স্থানে থাকার পরামর্শ দিয়েছে হাওয়া অফিস।

এদিকে শনিবার ভোর ৪টে থেকে ৬টা, সর্বাধিক ৪২ মিলিমিটার বৃষ্টি রেকর্ড হয়েছে বিধাননগরে। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের তথ্য বলছে, কলকাতার চিংড়িহাটায় ৩৯ মিলিমিটার, তপসিয়ায় ৩৫ মিলিমিটার, মানিকতলায় ৩৩ মিলিমিটার, ট্যাংরায় ৩২ মিলিমিটার, দত্তবাগানে ৩২ মিলিমিটার, ঠনঠনিয়ায় ২৪ মিলিমিটার, যোধপুর পার্কে ২২ মিলিমিটার বৃষ্টি রেকর্ড হয়েছে ভোর ৪টে থেকে ৬টায়। প্রবল বর্ষণের জেরে পাতিপুকুর আন্ডারপাসে ৪ ফুটের বেশি জল জমে যায়। যার জেরে পাতিপুকুর আন্ডার পাস সিল করে দেয় পুলিশ। গাড়ি চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়। জমা জলের জেরে কলকাতার একাধিক এলাকায় রাস্তায় সাতসকালেই তীব্র যানজট দেখা দেয়। ওদিকে রাত থেকেই জলমগ্ন হয়ে পড়ে তথ্যপ্রযুক্তি তালুক সেক্টর ফাইভও। তবে বেলা গড়াতেই পরিস্থিতি খানিকটা উন্নত হয়েছে। শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী, উত্তর কলকাতা ক্লিয়ার। কোথাও জল নেই। দক্ষিণে বডিগার্ড লাইন সহ বেশিরভাগ জায়গা-ই এখন ক্লিয়ার। জমা জল বের করে দেওয়া হয়েছে। দক্ষিণ শহরতলির কিছু কিছু জায়গায় শুধু এখনও জল আছে। রাতে আলিপুর ও পার্ক স্ট্রিটে গাছ পড়েছিল। তাও সরিয়ে ফেলা হয়।

ডেঙ্গি নিয়ে সব আবাসন কমিটিকে চিঠি পুরসভার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শহরে ডেঙ্গি নিয়ে কপালে ভাঁজ পড়ছে কলকাতা পুরসভার। আর সেই কারণে এবার শহরের সব আবাসন কমিটিকে চিঠি দিলেন ডেপুটি মেয়র তথা স্বাস্থ্য বিভাগের মেয়র পারিষদ অতীন ঘোষ। কারণ, ডেঙ্গি প্রতিরোধে আবাসনগুলির বিরুদ্ধে বারবার অভিযোগ ওঠে কলকাতা পুরসভার কর্মী-আধিকারিকদের সাহায্য না করার বিষয়ে। সেই কারণে এবার আবাসনগুলিকে আগেভাগে চিঠি দিয়ে এ ব্যাপারে সাহায্য করতে বলে চিঠি দিলেন ডেপুটি মেয়র। শহরে মোট ২২০০-র কিছু বেশি আবাসন রয়েছে। যার মধ্যে ১৭০০ কমিটির ঠিকানা মিলেছে। ইতিমধ্যেই ৯৭২টি কমিটিকে চিঠি দেওয়া হয়েছে। ডেঙ্গি প্রসঙ্গে ডেপুটি মেয়র জানান, 'পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ডেঙ্গি হচ্ছে বড় বড় আবাসন, হাউজিং কমপ্লেক্সে। আবাসনগুলোকে আমরা নজরদারির আওতায় নিয়ে এসেছি। ১৭০০-র মতো নাম পেয়েছি কমিটির। রোজ যাচ্ছে চিঠি। পুরসভার কর্মীরা যাবেন হাউজিং কমিটিগুলিতে।'

যদি পুরসভার কর্মীরা কোথাও অব্যবস্থা দেখেন সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট এলাকার বাসিন্দাদের সতর্ক করবেন। প্রতি ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে ঘুরে সতর্ক করবেন তাঁরা। তারপরেও কোথাও অব্যবস্থা দেখলে স্বাস্থ্য বিভাগের কাছে রিপোর্ট ফাইল করবেন পুরকর্মীরা। প্রথমে ৪৯৬-এর নোটিস ধরানো হবে অভিযুক্তকে। তারপরেও কাজ না হলে যে ব্যক্তির নামে রিপোর্ট ফাইল করা হবে, তাকে মিউনিসিপ্যাল কোর্টে তোলা হবে বলে স্পষ্ট জানিয়েছেন ডেপুটি মেয়র।

পরিসংখ্যান অনুযায়ী, এ বছর জানুয়ারি থেকে ২৮ জুলাই পর্যন্ত শহরে ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যা ২০৪। গত বছর এই সময় শহরে ডেঙ্গি আক্রান্ত হন ৩৪১ জন। অন্যদিকে, এ বছর জানুয়ারি থেকে ২৮ জুলাই পর্যন্ত শহরের ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়েছেন ১, ০৯৩ জন। গত বছর এই সময় ম্যালেরিয়া আক্রান্তের সংখ্যা ছিল ২ হাজার ৩৩৮। এই সংখ্যা যাতে আরও কমিয়ে আনা যায় তার জন্য আগামী ৮ অগস্ট বৈঠকে বসছে কলকাতা পুরসভা।

ভারী বৃষ্টিতে অচেনা ছবি উত্তর কলকাতায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাসমতোই শুক্রবার সন্ধ্যা থেকেই বৃষ্টির দমক বেড়েছে রাত বাড়ার সঙ্গে। রাতভর প্রবল বৃষ্টি হয়েছে শহরজুড়ে। জলও জমেছে কোথাও কোথাও, তবে উত্তর কলকাতার চেনা ছবি উধাও!

শনিবার সকাল থেকে কার্যত সূর্যের দেখা মেলেনি। বৃষ্টি মাঝে মাঝে থামছে ঠিকই, তবে খুব বেশি বিরাম নেই। এমন বৃষ্টিতে বরাবরই জল জমতে দেখা যায় কলকাতার বিস্তীর্ণ অংশে। এই তালিকায় সাধারণত ওপরের দিকেই থাকে ঠনঠনিয়া, কলেজ স্ট্রিট, মানিকতলার মতো এলাকা। বৃষ্টি হলে এই সব এলাকায় জল জমবেই। তবে শনিবার সকাল থেকে সেই চেনা জলছবি উধাও। কার্যত জলই জমেনি ওই সব এলাকায়। আমহার্স্ট স্ট্রিট থেকে শুরু করে রাজাবাজার, কোথাও তেমন জল জমার ছবি দেখা যাচ্ছে না এদিন। মেইন রোডের পাশে গলিতে জল জমলেও, তা বেশিক্ষণ দীর্ঘস্থায়ী হচ্ছে না।

এদিন সকাল থেকেই দেখা গেল, পুরসভার কর্মীরা কাজ শুরু করে দিয়েছেন। ম্যানহোলের ঢাকনা খুলে দেওয়া হচ্ছে জায়গায় জায়গায়। প্লাস্টিক সরিয়ে ফেলা হচ্ছে, যাতে জল নামতে কোনও অসুবিধা না হয়। জলই জমেনি ঠনঠনিয়া, কলেজ স্ট্রিটে। এক কথায় বৃষ্টির সেই উত্তর কলকাতাকে তো চেনাই দায়। বৃষ্টি হলে জল যন্ত্রণা যে কী, তা মানিকতলা, কলেজ স্ট্রিট এলাকার লোক ভালই জানেন। পুরসভাকেও দিনের পর দিন এই সব এলাকাগুলি নিয়ে প্রশ্নের মুখে পড়তে হয়েছে। চলতি বছরেও বর্ষার আগেই মেয়র ফিরহাদ হাকিম দাবি করেন, এবার আর কলকাতার রাস্তায় জল জমবে না। পাম্প চালিয়ে জল বের করার আশ্বাস দিয়েছিল পুরনিগম। সেই মতো এদিন পাম্প ব্যবহার করা হচ্ছে।

তবে উত্তর কলকাতার ওই সব অঞ্চলে জল না জমলেও কলকাতার একাংশে কিন্তু জল জমেছে অনেকটাই। দক্ষিণ কলকাতার একাধিক জায়গা, ইএম বাইপাস, অন্যদিকে এয়ারপোর্ট চত্বর, ভিআইপি রোডেও জমেছে জল। ফলে ওই সব জায়গার ওপর দিয়ে যাতায়াত করতে বেশ অসুবিধায় পড়তে হয় সাধারণ মানুষকে।

মধ্যরাত পর্যন্ত ঘেরাও করে রাখা হল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা ছাত্র: বিক্ষোভে উত্তাল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। মধ্যরাত পর্যন্ত ঘেরাও করে রাখা হল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য শান্তা দত্তকে। শুক্রবার প্রায় ১০ ঘণ্টা বিশ্ববিদ্যালয়েই আটকে ছিলেন তিনি। এদিন একটি সিন্ডিকেট বৈঠক ছিল। আর সেই বৈঠক নিয়েই অভিযোগ জানাতে শুরু করেন ছাত্রছাত্রীরা। তাঁদের প্রশ্ন, অবসর নেওয়ার পরও কীভাবে মিটিং ডাকছেন উপাচার্য। উপাচার্যকে আটকে রাখতে গেটে তালা ঝুলিয়ে দেন তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সদস্যরা। দুপুর ২ থেকে নিজের ঘরেই আটকে ছিলেন উপাচার্য। এরপর মধ্যরাতে পুলিশের সাহায্যে ছাড়া পান তিনি।

শুক্রবার দুপুর থেকে বিক্ষোভ শুরু হলেও, রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বিক্ষোভের মাত্রাও বাড়ে। বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে তালা ভাঙা হলে, আবার তালা লাগিয়ে দেন আন্দোলনকারীরা। ১০ ঘণ্টা আটকে থাকার পর রাত ১২ টা নাগাদ বেরন উপাচার্য। বেরনোর সময়ও টিএমসিপি-র তরফ থেকে তাঁর গাড়ির সামনে বসে পড়ে স্লোগান দেওয়া হয়।

আন্দোলনকারী ছাত্রদের মূল প্রশ্ন ছিল, মেয়াদ পেরিয়ে যাওয়ার পরেও কীভাবে অবৈধভাবে ভিসির পদে রয়েছেন শান্তা দত্ত তা নিয়ে। সঙ্গে এ প্রশ্নও তোলা হয় কেন ডাকা হচ্ছে সিন্ডিকেটের বৈঠক বা কেন এখনও গাড়িতে নীল বাতি ব্যবহার করছেন তিনি, প্রশ্ন তোলা হয়েছে সে ব্যাপারেও। একইসঙ্গে আন্দোলন যে আগামিদিনে বৃহত্তর মাত্রা নেবে, সে কথাও জানিয়েছেন পড়ুয়ারা। তাঁরা বলছেন, উচ্চশিক্ষা দপ্তরের তরফে নোটিস দেওয়া হলেও, তা অমান্য করে বৈঠক ডেকেছেন শান্তা দত্ত।

আরও অভিযোগ, টিএমসিপি-র যে সব সদস্য তথা ছাত্র পিএইচডি-তে লিখিত পরীক্ষায় পাশ করে গিয়েছেন, তাঁদের রেজাল্ট ১১ মাস ধরে আটকে রাখা হয়েছে। তবে এ ব্যাপারে কোনও মন্তব্য করতে নারাজ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য।

ফের খুলে দেওয়া হল অ্যাক্রোপলিস মল

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বেশ ক'দিন বন্ধ থাকার পর শনিবার অবশেষে পুনরায় খুলে গেল কসবার অ্যাক্রোপলিস মল। অগ্নিকাণ্ডের জেরে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল মলটি। ৪৯ দিন পর খুলল শহরবাসীর অত্যন্ত প্রিয় মল। শপিং মলের তিনতলায় একটি ফুডকোর্ট ও চারতলায় একটি রেস্তোরাঁ রয়েছে। তার মাঝেই ছিল একটি বইয়ের দোকান। সেখানেই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। তারপর থেকেই অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ হয়ে যায় শপিং মলটি। পুনরায় মলটি খোলার ঘোষণা হতেই শনিবার স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন মলের দোকানিরা। কারণ মলটি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সমস্যায় পড়েছিলেন অনেকেই। মল সংলগ্ন এলাকায় থাকা ব্যবসায়ীরাও সমস্যায় পড়েছিলেন।

অ্যাক্রোপলিস মলের জেনারেল ম্যানেজার শুভদীপ বসু জানান, 'আমরা দমকল বিভাগের কাছ থেকে অনুমতি পেয়ে ৩ অগস্ট মলটি আবার চালু করলাম। তবে, সংস্কার কাজের কারণে কিছু ব্র্যান্ড কয়েকদিন পরে চালু হবে। প্রায় ৯০ শতাংশ মল খোলা থাকবে। আমরা অনুমতি পেয়েছি ২৯ জুলাই দমকল বিভাগের থেকে। তারপর থেকে আমরা ৩ অগাস্ট মলটি পুনরায় খোলার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেছি। সিনেমা হল এবং ফুড কোর্ট-সহ অন্যান্য বেশিরভাগ দোকানই ৩ অগস্ট থেকে চালু হল।'

মুকুল আর বিদেশের মিলের ব্যালান্স শিট ইডি আধিকারিকদের হাতে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রেশনেই কোটি কোটি টাকার দুর্নীতি। কোথাও মিলছে নগদ টাকা, কোথাও গিয়ে অফিসাররা হাতে পাচ্ছেন কয়েক কোটি টাকার লেনদেনের হিসেব। জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক গ্রেপ্তার হওয়ার পর এই মামলায় গ্রেপ্তার হন রাইসমিলের মালিক বাকিবুর রহমান। তাঁর সম্পত্তির বহর দেখে অবাক হয়েছেন অনেকেই। এবার আনিসুর রহমান ও আলিফ নুর গ্রেপ্তার হওয়ার পর আরও একাধিক তথ্য উঠে আসছে এই মামলায়। ইডি সূত্রে খবর, বাকিবুর রহমানের কাছ থেকেও টাকা ঢুকেছিল বিদেশ-মুকুলের রাইস মিলে। রাইস মিলের ব্যাংক অ্যাকাউন্টের স্টেটমেন্ট দেখতে গিয়ে ইডি আধিকারিকরা দেখেন ৯০ লক্ষ টাকা ঢুকেছে সেই অ্যাকাউন্টে।

আনিসুর ও আলিফ নুর তথা বিদেশ ও মুকুলের নামে থাকা হাইটেক রাইস মিলের ব্যাংকের নথিতে ওই লেনদেনের হিসেব দেখা গিয়েছে। ইডি-র আধিকারিকদের ধারণা, ঘুরপথে কালো টাকা সাদা করা হচ্ছিল। আর সম্ভবত সেই কারণেই এই লেনদেন।

ইডি সূত্রে এও জানানো হয়েছে, একটা নয়, একাধিক রাইস মিল আছে দুই ভাইয়ের। কী কারণে এই টাকা ঢুকেছিল, তা জানতে জেরা করা হবে দুই ভাইকে। ঋণ হিসেবে নেওয়া হয়েছিল, নাকি বাকিবুর দুর্নীতির কালো টাকা সাদা করার চেষ্টা করেছিল তা জানার চেষ্টা করছে ইডি। ইডি-র সন্দেহ ঘুরিয়ে আরও টাকা ঢুকেছে রাইস মিলে।

অন্যদিকে ইডির তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে, প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী যখন এসএসকেএম হাসপাতালের বেডে শুয়েছিলেন, তখনও নাকি ওই ভাগের টাকা দিতে বলেছিলেন মুকুল ও বিদেশকে। সূত্রের খবর, হাসপাতালে থাকাকালীন নাকি বালু ১০ লক্ষ টাকা করে দিতে বলেছিলেন দুই ভাইকে। আর এই ১০ লক্ষ টাকা হল সুদ বাবদ। অর্থাৎ দুর্নীতির যে টাকা তাদের কাছে আছে, সেটার সুদই নাকি দেওয়ার কথা ছিল বালুকে।

আর এখানেই প্রশ্ন, যে টাকার সুদই হয় ১০ লক্ষ, তাহলে তার আসল কত তা নিয়েও। অর্থাৎ ঠিক কত টাকা জমা আছে রহমান ভাইদের কাছে তা এবার জানতে চান ইডির আধিকারিকেরা। আধিকারিকদের দাবি, রেশন বণ্টন দুর্নীতির ভাগের ২০ কোটি টাকা তাঁদের কাছে জমা আছে। আদালতে এ কথা জানিয়েছে ইডি। তারই মাসের সুদ হল ১০ লক্ষ টাকা। ইডি-র দাবি, ওই টাকাই মাসে মাসে পরিবারকে দিতে বলেছিলেন জ্যোতিপ্রিয়।

ইডি সূত্রে আরও জানা যাচ্ছে সরকারি হাসপাতালে বসে লেখা চিঠিতে শুধু সুদের টাকা হিসেবেই ১০ লক্ষ টাকা দিতে বলেছিলেন বালু, আসল টাকায় হাত দিতে বারণ করেছিলেন। অঙ্কের হিসেব ইতিমধ্যেই জমা পড়েছে আদালতে।

ইডি-সিবিআইয়ের ভূমিকা নিয়ে এবার সুর চড়ালেন শঙ্করও

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ইডি-সিবিআইয়ের বিভিন্ন দুর্নীতির ঘটনায় ভূমিকা নিয়ে আগেই সুর চড়িয়েছিলেন শমীক ভট্টাচার্য, শুভেন্দু অধিকারীর মতো নেতারা। এবার একই সুর শোনা গেল শঙ্কর ঘোষের গলাতেও। শঙ্কর ঘোষেরও বক্তব্য, 'পশ্চিমবঙ্গের মানুষ ইডি-সিবিআইকে আরও তৎপর দেখতে চায়। কোর্টের তত্ত্বাবধানে চলা তদন্তে ইডি-সিবিআই যে ইতিবাচক ভূমিকা নিচ্ছে তা দেখতে চায় বাংলার মানুষ।' একইসঙ্গে শঙ্কর এও জানান, যতক্ষণ না এটা সন্তুষ্টির জায়গায় পৌঁছচ্ছে ততক্ষণ এটা নিয়ে মানুষের মনে প্রশ্ন ওঠা অস্বাভাবিক নয় বলেই মনে করছি।

এর আগে ইডি-সিবিআইয়ের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে দেখা গিয়েছিল বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে। স্পষ্ট জানিয়েছিলেন, 'ইডি-র আধিকারিকরা অসম্পূর্ণ রিপোর্ট জমা দিয়েছে। এটা আমি দায়িত্ব নিয়ে বলতে পারি। তাঁদের আরও সিরিয়াস হওয়া উচিত। আরও তৎপরতার সঙ্গে তদন্তকে গুটিয়ে আনা দরকার।' ইডি-সিবিআইয়ের তদন্ত নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন শমীক ভট্টাচার্যও। বলেছিলেন, 'ওদের তদন্তে আমরা সন্তুষ্ট নই। দীর্ঘদিন ধরে এই তদন্ত চলছে। তদন্তের দীর্ঘ সূত্রিতায় পশ্চিমবঙ্গের মানুষ বিরক্ত। আমরাও বিরক্ত উত্তর দিতে দিতে। দ্রুত এই তদন্ত শেষ করা উচিত।'

তবে এক্ষেত্রে পাল্টা খোঁচা দিতে দেখা যায় তৃণমূলকেও। তৃণমূল নেতা জয়প্রকাশ মজুমদার জানান, 'রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে তদন্ত হচ্ছে, নিরপেক্ষতার চালচুলো নেই। শুধু বিরোধীদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক ন্যারেটিভ তৈরির চেষ্টা চলেছে। সে ক্ষেত্রে এরকম তো হবেই।

তদন্ত শেষ করলেই তাঁদের সমস্ত জারিজুরি শেষ যাবে। তদন্তে কী বের হবে তা নিয়ে তদন্তকারী সংস্থারই সন্দেহ আছে। তাই তদন্ত যে দীর্ঘসূত্রি হবে কোনও অভিমুখ থাকবে না সেটাই স্বাভাবিক।' সঙ্গে এও জানান, 'বিজেপি ওদের নখ-দাঁত ভেঙে দিয়ে অসহায় করে দিয়েছে। এখন তাঁদেরই ওই জন্য উল্টো কথা বলতে হচ্ছে। যদিও মোদি থাকতে কারও উপর আস্থা রাখা যাবে না। মোদি সংবিধান নষ্ট করেছে, লোকসভার গরিমা নষ্ট করেছে। কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলির নিরপেক্ষতা নষ্ট করে দিয়েছে।'

পিতার চরণে
পরমারাধ্য ৺শচীন্দ্র নাথ বসু

পুত্রের সশ্রদ্ধ আভূমি, আনত প্রণাম গ্রহণ করুন। বিশ্বে এ এক অদ্ভুত সম্পর্ক। সৃষ্টির আদি থেকে আবর্তিত হতে থাকবে সৃষ্টির শেষ দিন পর্যন্ত। প্রথম পিতা, প্রথম পুত্র। তারপর ? অদ্ভুত এক শৃঙ্খল। প্রশ্নটি নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলাম ঐতেরেয়োপনিষদের কাছে। মহান ঋষি আমাকে প্রশ্ন করলেন, 'জন্মের পরে জাতমাত্রই পিতা সন্তানকে পালন করে; কেন ? আরে, সে যে নিজেকেই পালন করছে। পিতাই তো পুত্র হয়। সেই জায়মান গর্ভকে, অর্থাৎ সন্তানকে পালন করেন।

কেন ? এই সন্তানটি যে তারই প্রতিরূপ। সে যে নিজেকেই নিজে পালন করছে। এটি দ্বিতীয় পিতা। এ যে পিতাদেরই এক অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ। পিতা, আমি তোমার পুত্ররূপী আত্মাটি সযত্নে পালন করছি। এ যে এক প্রবাহ। আমার এই দেহে আপনারই অবস্থান। এই দেহের অবসানে আপনার হবে তৃতীয় জন্ম। পিতা ও পুত্র একাত্ম।

উপনিষদ এই কথাই বলছেন। মহান পিতা, বারে বারে আপনারই জন্ম হবে। পিতা অমর। প্রণাম, প্রণাম, প্রণাম। এই আশীর্ব্বাদ করুন। হৃদয়াসনে আপনাকে যেন সযত্নে রক্ষা করতে পারি আমার জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত।।

তোমার নিতাই।
সঙ্গে তোমার গৌর, বুড়ো (জয়ন্ত)

সৌজন্যে ঃ লেক কালীবাড়ী

বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত দক্ষিণবঙ্গের জনজীবন, সোমবার বৃষ্টি কমবে কলকাতায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: টানা বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত দক্ষিণবঙ্গের জনজীবন। গত কয়েকদিনের টানা বৃষ্টিতে জলমগ্ন হয়ে পড়েছে একাধিক জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চল। এই তালিকায় রয়েছে কাটোয়াও। জমা জলে রীতিমতো বিপর্যস্ত কাটোয়া শহরের জনজীবন। বেশিরভাগ বাড়ির নিচের তলায় ঢুকেছে জল। ন্যাশনাল পাড়া, স্টেডিয়াম পাড়া ও প্রান্তিক পাড়ার প্রতিটি বাড়ি জলমগ্ন। স্থানীয়দের অভিযোগ, নিকাশি ব্যবস্থা ঠিকমতো না থাকার কারণে এই সমস্যা হচ্ছে। কিছু কিছু বাড়ির একতলায় কোমর পর্যন্ত জল দেখা যাচ্ছে। বাঁকুড়ায় গন্ধেশ্বরী নদীর উপর মানকানালী সেতু ভেঙে পড়েছে। এদিকে জলমগ্ন হাওড়ার বিস্তীর্ণ এলাকা। জগৎবল্লভপুর ১ নম্বর ও পাতিহাল গ্রাম পঞ্চায়েতের যাতায়াতের একমাত্র রাস্তা জলে ডুবে যাওয়ায় সমস্যায় দুই পাড়ের স্থানীয় মানুষজন। গত দু'দিনে দামোদরের জলস্তর অনেকটাই বেড়েছে। রাস্তার উপরে জল উঠে যাওয়ায় সমস্ত রাস্তা প্রায় বন্ধ। সাধারণ মানুষকে নদী পারাপার করতে বিস্তর সমস্যার মুখে পড়তে হচ্ছে।

অন্যদিকে, উত্তর ২৪ পরগনার বারাসতের একাধিক অংশে জল জমেছে। এর মধ্যে রয়েছে ১৬, ৩২, ৩৫ নম্বর ওয়ার্ড। দ্রুত যাতে জল নামে সেই বিষয়ে পদক্ষেপ করা হচ্ছে পুরসভার পক্ষ থেকে। বনগাঁর রেলবাজার, চাঁপাবেড়ে, জয়পুর, দীনবন্ধুনগর, খেদাপাড়া এলাকা থেকে জল সরানোর জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

তবে, আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে খবর, সোমবার বৃষ্টি কমবে কলকাতায়, উত্তরবঙ্গে বৃষ্টি জারি থাকবে বুধবার পর্যন্ত। নিম্নচাপের জেরে লাগাতার বৃষ্টি চলছে কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গে। কখনও মুষলধারে কখনও বিক্ষিপ্তভাবে হচ্ছে বৃষ্টি। একঘেয়ে এই বৃষ্টির জেরে কার্যত জেরবার জনজীবন। কোথাও ভেঙেছে সেতু, কোথাও ডুবেছে রাস্তা, কোথাও আবার বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। আলিপুর আবহাওয়া অফিস সূত্রে খবর, উত্তরবঙ্গে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি চলবে আগামী বুধবার পর্যন্ত। সঙ্গে এও জানানো হয়েছে, এই মুহূর্তে গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গে গভীর নিম্নচাপ উত্তর ঝাড়খণ্ডে অবস্থান করছে। আগামী ২৪ ঘণ্টায় সেটি সরে গিয়ে বিহারের দিকে অবস্থান করবে। এরপর সেটি ক্রমশ পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম দিকে এগোবে। অভিমুখ হতে পারে মধ্যপ্রদেশ ও উত্তরপ্রদেশের দিকে। জানা গিয়েছে, রবিবার বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বৃষ্টি হতে পারে এমন সতর্কবার্তা রয়েছে উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব-পশ্চিম মেদিনীপুরের ক্ষেত্রেও। তবে সোমবার বৃষ্টির কোনও সতর্কতা নেই। এরপর মঙ্গলবার পশ্চিমের জেলাগুলি অর্থাৎ পুরুলিয়া, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম ও মুর্শিদাবাদে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

অন্যদিকে উত্তরবঙ্গে রবিবার ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে কালিম্পং, দার্জিলিং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, জলপাইগুড়িতে। এরপর সোমবার অতিভারী বৃষ্টির সতর্কতা রয়েছে কালিম্পং এবং আলিপুরদুয়ার জেলাতে। ভারী বৃষ্টি হবে দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি এবং কোচবিহার জেলাতে। মঙ্গলবারও উত্তরবঙ্গে প্রবল বৃষ্টির কমলা সতর্কতা। দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি জেলাতে অতি ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা। বুধবার ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দার্জিলিং,কালিম্পং আলিপুরদুয়ার এবং জলপাইগুড়ি জেলাতে। তারপর থেকে বৃষ্টি কমলেও কমতে পারে। এদিকে, উত্তরবঙ্গের পাবর্ত্য জেলায় ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টির জেরে ধস নামতে পারে। বাড়তে পারে নদীর জলস্তর।

সম্পাদকীয়

চলছে রাষ্ট্রায়ত্ত সম্পদগুলিকে ধনকুবেরদের দখল করা ও তার সঙ্গে প্রাকৃতিক সম্পদের অবাধ লুটতরাজ

বিশেষজ্ঞ অর্থনীতিবিদদের বক্তব্য থেকে স্পষ্ট, নীতি আয়োগই হোক বা মন্ত্রিসভা, দেশ থেকে অসাম্য দূর করার কোনও পরিকল্পনা তাদের নেই। তা হলে কী ধরনের নীতি তাঁরা নির্ধারণ করে চলেছেন? মার্চে প্যারিস স্কুল অব ইকনমিক্স-এর ‘ওয়ার্ল্ড ইনইকোয়ালিটি ল্যাব’-এর রিপোর্টে বলা হয়েছে, ভারতে আর্থিক অসাম্য এখন ব্রিটিশ জমানার থেকেও বেশি। আর্থিক অসাম্য নিয়ে অক্সফ্যাম রিপোর্টে বলা হয়েছে, ২০১২ থেকে ২০২১-এর মধ্যে দেশে তৈরি ৪০ শতাংশের বেশি সম্পদ ধনীতম এক শতাংশ মানুষের কুক্ষিগত হয়েছে। দরিদ্রতম ৫০ শতাংশ মানুষের ভাগে জুটেছে সম্পদের মাত্র ৩ শতাংশ। এই তথ্য থেকে স্পষ্ট, বর্তমান অর্থনীতিতে আয়বৃদ্ধি যা ঘটছে, যাকে দ্রুততম আয়বৃদ্ধি বলা হচ্ছে, তা ঘটছে কেবল সমাজের মুষ্টিমেয় ধনীতম অংশের মানুষেরই। অর্থাৎ, যে নীতি নির্ধারণ এই আয়োগ বা কমিশনগুলি এবং মন্ত্রিসভা ও তাদের দফতরগুলি করে চলেছে, তা এই ধনীতম অংশটির মুনাফাবৃদ্ধি তথা আয়বৃদ্ধির দিকে লক্ষ্য রেখেই। সম্প্রতি গৌতম আদানি বর্তমান সময়টিকে ভারতীয় অর্থনীতির সবচেয়ে ভাল সময় বলে বর্ণনা করেছেন। তাঁর মতে, অর্থনীতির চলতি গতি বজায় থাকলে আগামী এক দশকে প্রতি ১২ থেকে ১৮ মাসে এক লক্ষ কোটি ডলার যুক্ত হবে ভারতীয় অর্থনীতিতে। আর ২০৫০ সালে ভারতীয় অর্থনীতি ৩০ লক্ষ কোটি ডলারে পৌঁছে যাবে। অর্থনীতির এই বিপুল কলেবর বৃদ্ধির যে কথা বলা হচ্ছে, তা কি সাধারণ মানুষের রোজগার, কেনাকাটা, ভোগব্যয় বাড়ার জন্য হচ্ছে? একেবারেই তা নয়। বরং সাধারণ মানুষের ভোগব্যয় কমছে। ১৪০ কোটি জনসংখ্যার দেশে প্রায় ১০০ কোটি কর্মক্ষম মানুষ পরিশ্রম করে নিয়মিত দেশের সম্পদ বৃদ্ধি করে চলেছেন। কিন্তু তার ফলে দেশে যে আর্থিক বৃদ্ধি ঘটে চলেছে, তার সুফল তাঁদের ঘরে পৌঁছয় না। তা চলে যায় মুষ্টিমেয় পুঁজিপতি তথা ধনকুবেরের দখলে। বাস্তবে অর্থনীতির নজিরবিহীন অগ্রগতি ঘটছে দু’টি উপায়ে। প্রথমটি হল, রাষ্ট্রায়ত্ত সম্পদগুলিকে ধনকুবেরদের দখল করা, তার সঙ্গে প্রাকৃতিক সম্পদের অবাধ লুটতরাজ। আর দ্বিতীয়টি হল, শোষণকে সীমাহীন মাত্রায় পৌঁছে দেওয়া। এই ভাবে বিপুল সম্পদের অধিকারী হয়ে উঠছেন দেশের ধনকুবেররা।

শব্দবাণ-৬

■	■	■	■	১	■	■
■	২		৩		৪	■
■		■		■	৫	
■	৬		■	৭		■
৮		■	৯	■		■
■	১০	১১				■
■	■		■	■	■	■

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ২. নিরন্তর, ক্রমাগত ৫. শরম ৬. পদবিবিশেষ ৭. আড়ি নয় ৮. মূল্যবান ১০. নতুন বা সংস্কৃত হওয়া।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. চাকা ২. পরীক্ষা,পরখ ৩. রাতের বিপরীত ৪.রাগরাগিণী বিশেষ মিশ্রণ ৯. কল্যাণ,মঙ্গল ১১.আহার।

সমাধান: শব্দবাণ-৫

পাশাপাশি: ১. অবাধ ৩. কড়চা ৫. নকুল ৬. লটারি ৭. আগম ৯. কসবা ১১. পেনট ১২. রওনা।

উপর-নীচ: ১. অর্জুন ২. ধকল ৩. কমল ৪. চাকরি ৭. আদপে ৮. মর্কট ৯. কবর ১০. বাজনা।

জন্মদিন

আজকের দিন

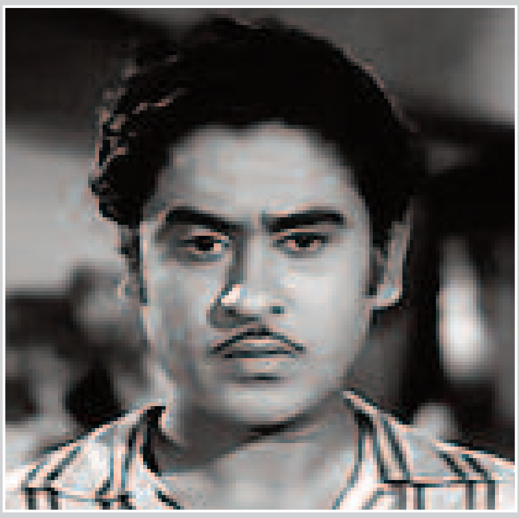

কিশোরকুমার

১৯২৯ *বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী ও অভিনেতা কিশোরকুমারের জন্মদিন।*
১৯৩৩ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী শশীকলার জন্মদিন।*
১৯৬৮ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্র পরিচালক কৌশিক গাঙ্গুলির জন্মদিন।*

‘ইসলামী গোষ্ঠীর একাংশ পশ্চিমবাংলাতেও প্রভাব বাড়ানোর চেষ্টা করছে’

অশোক সেনগুপ্ত

বাংলাদেশে কোটা আন্দোলনে সরকারবিরোধী ইসলামী গোষ্ঠীর একাংশ পশ্চিমবাংলাতেও প্রভাব বাড়ানোর চেষ্টা করছে। অভিযোগ, তারা পশ্চিমবাংলায় সক্রিয় অতি বাম একাধিক ছোট সংগঠনকে এ ব্যাপারে পর্যায়ক্রমে কাজে লাগাচ্ছে। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দাসংস্থা সূত্রে এ খবর জানা গিয়েছে।

ভারত ও বাংলাদেশ; দুই রাষ্ট্রের নিরাপত্তাকর্তাদের কাছেই খবরটি পৌঁছিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে দু’দেশই কিছুটা অস্বস্তিতে। তবে, বাংলাদেশ ভারতের কাছে এ ব্যাপারে এখনও কিছু বলেনি। এর কারণ হিসাবে, একটি নির্ভরযোগ্য সূত্র এই প্রতিবেদককে বলেন, ‘দু’দেশের মধ্যে সম্পর্ক অত্যন্ত ভাল। দু’দেশই আন্তরিকভাবে এই সম্পর্ক বজায় রাখতে চায়। দু’দেশই ঘটনাবলীর ওপর নজর রেখে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নিচ্ছে বা নেবে। তাই খুব বড় ঘটনা বা সঙ্কেত না থাকলে বাংলাদেশ ভারতকে আগ বাড়িয়ে কিছু বলতে চায় না।’

এই সঙ্গে সূত্রটি বলেন, ‘পশ্চিমবাংলায় সক্রিয় অতি বাম একাধিক ছোট সংগঠন বাংলাদেশে কোটা বিরোধী আন্দোলনে সরকারের ভূমিকার প্রতিবাদ জানিয়ে সম্প্রতি পার্ক সার্কাস সাত মাথার মোড়, মৌলালির রামলীলা মোড় এবং ‘নন্দন’-এর সামনে একাধিক দিন মিছিল করেছে। কিন্তু বাংলাদেশ উপ দূতাবাস অভিমুখে রওনা দিতেই পুলিশ ওদের ধরে। বিক্ষোভকারীরা পুলিশকে বলে শান্তিপূর্ণভাবে মিছিল করে তারা দূতাবাসে স্মারকলিপিও দেবে। পুলিশ দূতাবাসের অনুমতি নিয়ে ওদের কয়েকজনকে গাড়ি করে দূতাবাসে এনে স্মারকলিপি দেওয়ায়’।

এই অতি বাম ছোট সংগঠনগুলো বছরভর প্রায় নিষ্ক্রিয় থাকে। তারা হঠাৎ এই সমাবেশ করল কেন? করার টাকা কোথা থেকে পেল? গোয়েন্দারা বিক্ষোভকারীদের কাছে এ ব্যাপারে খোঁজ নিয়েছে। কথা বলেছেন দূতাবাসের সঙ্গেও। এতেই তাদের অনুমান হয়েছে ইসলামী অর্থানুকুল্যের কথা। গোয়েন্দারা এর সঙ্গে সংপৃক্ত নথি উদ্ধারের চেষ্টা করছেন।’

গোয়েন্দাসংস্থা সূত্রের খবর, এরকম চলতে থাকলে ভবিষ্যতে বাংলাদেশে আওয়ামি লিগ না থাকলে পায়ের নিচের মাটি শক্ত করে ‘হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ’ এবং ‘জামায়াত-ই-ইসলামি’র পক্ষে প্রকাশ্যে দুটি রাষ্ট্রেই ভারত-বিরোধী প্রচারে নামতে সুবিধা হবে।

কলকাতায় আন্দোলনকারী চার সংগঠন তাদের প্রচারপত্রে শিরোনামায় লিখেছে, ‘বাংলাদেশে কোটা সংস্কার আন্দোলনে রাষ্ট্র ও সরকারের মদতপুষ্ট সন্ত্রাসী বাহিনীর নৃশংস আক্রমণের বিরুদ্ধে, আন্দোলনরত ছাত্র সমাজের প্রতি সংহতি জানিয়ে বাংলাদেশ হাইকমিশন অভিমুখে সংহতি মিছিল’। ভিতরে লেখা, ‘... জনসাধারণের গণতান্ত্রিক অধিকারকে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করে সে দেশের সেনা-পুলিশ নির্বিচারে গুলি চালিয়েছে আন্দোলনকারী ছাত্র-ছাত্রীদের উপর। এই দমন-পীড়ন ও সন্ত্রাসে দেশ জুড়ে প্রায় তিন শতাধিক ছাত্রছাত্রী ও জনতা শহীদ হয়েছেন।’

অল ইন্ডিয়া স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশন (আইসা), ছাড়াও কলকাতায় বিক্ষোভকারী সংগঠনগুলোর মধ্যে ছিল অল ইন্ডিয়া ডেমোক্রাটিক স্টুডেন্টস ইউনিয়ন (এআইডিএসও), অল ইন্ডিয়া স্টুডেন্টস’ ফেডারেশন (এআইএসএফ) এবং প্রোগ্রেসিভ স্টুডেন্টস ইউনিয়ন (পিএসইউ)। তাদের দাবি, বামপন্থী ভাবাদর্শে এই চার সংগঠন ছাত্রদের সঙ্কটে তাদের পাশে বরাবরই দাঁড়ায়। এক্ষেত্রেও তার অন্যথা হয়নি। অন্য কিছুর যোগসূত্র খোঁজা নিরর্থক।

আইসা-র জাতীয় সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদক নীলাশিস বোসকে এ সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি এই প্রতিবেদককে বলেন, ‘আমরা পড়ুয়াদের ওপর বাংলাদেশ সরকারের দমনমূলক অভিযানের প্রতিবাদ জানাতে দিল্লিতেও যন্তর মন্তরে বিক্ষোভ সমাবেশ করেছি। কলকাতায় পুলিশের সঙ্গে আমাদের মিছিলকারীদের ধস্তাধস্তি হয়েছে। বিএনপি, হেফাজতে, জামায়াত; এদের সঙ্গে আমাদের কোনও সম্পর্ক নেই। ওদের কোনও নেতার সঙ্গে যোগাযোগও হয়নি। তবে বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট প্রভৃতি সংগঠনের সঙ্গে কথা হয়েছে’।

শত ফুল বিকশিত হোক

বাবুল চট্টোপাধ্যায়

বলছি বন্ধুর কথা। ওরফে অনেকের কথাও। বন্ধু--- পিতা। এক মেয়ে। খুব শান্ত। ভুল বললাম। না, লাইফটা তেমন স্মুথ নয়। নইলে ওর কথা বলছি কেনো। মানে, চলে অশান্তি! নিত্য। তো? ও তো সবার থাকে, কমবেশি। এতে আর নতুন কি। না,এটা কোনো নতুন ম্যাটার নয়। তবে ব্যতিক্রমও আছে। অশান্তি ওর নতুন নয়। বাচ্চা আসার আগেও ছিল। বরং তখন ছিল আরো মারাত্মক। ভয়ানক! সে তুলনায় এখন বেশ ভালো। কিন্তু কি যে হলো! — না রে ২৪ ঘণ্টার কথা বলা যাবে না। কেনো?- মসকরা করছিস নাকি? না, তা ঠিক নয়....। তবে...। -তবে আর তোর জীবন সব ঠিকঠাক তো? না তা নয়! — শোন্ তুই আমার বাল্যবন্ধু। তোকে সব বলা যায়। সব মানে, সব...। কি সব... চলুন তবে বন্ধুর জীবন বিহার করে আসি।

বিয়ের আগে এক, বিয়ের পর আরেক-- এটা তো নতুন কিছু নয়। কি ছেলে কি মেয়ে। না, আজ সে পাঠে যাবো না। আজ আরও পরের কথায় ফিরে দেখা। পিতা। মানে নিরাপত্তা। মানে ছাঁদ। মানে নির্ভরতা। মানে সম্পূর্ণ সহায়। মাতাও তার বেশি। ওটি রেজিস্টার্ড সত্য। কিন্তু পিতা! সে তবে করুন কেনো? কে তার জন্য দায়ী? বন্ধু বলে — তুই কি জানিস! আমি বাবা হয়ে আমার সন্তানের আদর করার অধিকার নেই। হ্যাঁ, এই সাড়ে চার বছরের মেয়ের? সেটা যে কি কষ্টের সে অনুভূতি জানে ঠিক যার ক্ষেত্রে হয়। খাওয়া পড়া সব কিছু নিয়ে যুদ্ধ আর তার দায় কেন একা বাবার নিতে হবে? মানি বাবার দায়িত্ব অনেক বেশি। হলেও...! কেনো ছোট সন্তান নিয়ে বড়ো ব্যবসা! ঘর থেকেই তো সব শিক্ষা পায়। কেন ঘরটা দেবালয় নয়? এমনটা তো বলা হচ্ছে না আমি আমার সব অপ্রাপ্তি ওর দিকে ঠেলে দিচ্ছি। এমনটা তো নয় যে আমি ওর সব সত্তা, সব স্বাধীনতা কেড়ে নিচ্ছি? আমি তো ক্ষতি জেনেবুঝে আমার সন্তানকে সব পেয়েছির আসরে মত্ত করে দিতে পারি না। আর তার ফল কখনো ভালোও হয় না। কিন্তু মায়েরা তা বুঝলে তো? মানে সবার কথা বলছি না। আমার মত কেউ কেউ। কেনো এত লোভ ধরাবে সন্তানকে! মানছি নিজের গাফিলতির কথাও। কিন্তু...

কিন্তু তো অনেক কথা। এমনই অনেক গার্জেন কে দেখা যায় যারা চাওয়ার আগে সন্তানকে লোভ ধরানো শিখিয়ে দেয়। ফলে বাড়ছে বায়না। এক্ষেত্রে মায়েদের ভূমিকা অনেক বেশি। আপনি বলবেন তাদের হাতে পয়সা কোথায় যে তারা সন্তানের সখ মেটাবে? সুতরাং তারা কি করে তা করতে পারে? ভুল কথা। যা আছে, যেমন আছে তাতেই তারা সন্তানকে ভরপুর বশে আনার চেষ্টা করে। আর বাবাদের ধমক তখন মা বা সন্তানের কোনো ভাবেই ভালো লাগে না। এই হয়! পিতা যে মাতার থেকে অনেক বেশি জগৎ দেখেছে সেটা তারা মানতেই চান না। কোনোভাবেই চান না। অজুহাত আর যুক্তি তাদের সর্বদা হাজির। সেটা যথার্থ কিনা তার খোঁজ রাখে না তারা। এক অন্ধ ভালোবাসা যে কিভাবে ক্ষতি করে দিচ্ছে কত শৈশব — তার হিসাব রাখে কে! যেমন করে শত চেষ্টা করেও পুরুষ অভিভাবক পারছে না কোনটা ঠিক কোনটা ভুল সন্তানের মা ‘কে কাছে। এটা ঠিক নয়,ওটা ঠিক নয়-- বললেই রে রে করে তেড়ে আসছে। সুতরাং সামলানো দায় হয়। কিন্তু কেনো এমন হয়!

বাচ্চাটা পড়াশুনো করতে চায় না। ভালো স্কুলে পড়ে। প্রচুর খরচ। হিমশিমে বাবা। মায়ের ইচ্ছেতে দেওয়া। ইংলিশ মিডিয়াম। তেমনই চাপ। পুরুষ অভিভাবকটি বারবার বলেছিল। কিন্তু বাংলা মিডিয়াম কখনো নয়। ভাবখানা এমন যে নইলে জাত- কুল সবই যাবে। তাই বাধ্য হোয়েই...। কিচ্ছু করার নেই অনেক ক্ষেত্রে হোম মিনিস্টার- ই সব। ভালো। প্রথম বছর টের পায়নি। পরের বছর...! বাপ কর্মে ব্যস্ত। ভুল বললাম রোজগারে। তা মেরেকেটে ১৩ ঘণ্টার কম নয়। ভালো রোজগারে তো তা করাই যায়। না, আসলে করতেই হবে। বিপত্তি তো অন্য জায়গায়। সুতরাং রোজগারে হিমসিম বাবা। মা হিমসিম যোগ্যতায়। না চেষ্টাও তেমন নেই। কারণ — সব জানি ভাব। গেল! এখন কি হবে? রোজ কমপ্লেন। রুটিন অনুযায়ী খাবার নয়, ড্রেস অ্যান ক্লিন, অ্যাটেনডেন্স পূয়ার, ক্লাস রুল নো ফলো অ্যাপ ইত্যাদি। তাহলে — কি করা যায় ম্যাম? ইউ লুক আফটার দ্যা ম্যাটার। আদার ওয়াইজ গো তো এনাদর স্কুল। এখন মহা মুশকিল এ পড়েছেন তিনি। আগেও বহুবার বলেছিল। বাট এবার সরাসরি। বাপ জোর কদমে লাগলো। কিন্তু না, পারলো না। কারণ অনেক। একটুও বকা যাবে না, লোভ দেখিয়ে পড়াতে হবে, বড়ো হলে ও ঠিক পারবে। এ কথা বারম্বার বলা এসব তো লেগেই রয়েছে। কি করা যাবে! তাও বহু ভালোবাসার চেষ্টা করলো। বড়ো হলে পারবে কথার উত্তরে বাপ জানালো যে ওর বয়সে তো ওর মতো করে সিলেবাস করা। তবে! অন্যরা পারলে ও পারবে না কেনো। উত্তরে জবাব আসে যে -সবার মেধা তো আর সমান নয়। না, বাক বিতন্ডা লেগেই থাকে। মাঝে ক্ষতি হয় ওই পরিবারের লিটিল স্টারের। না, মেধা ছিল। তবু ঘরোয়া পরিস্থিতির কারণে তাকে জীবনে পিছিয়ে পড়তে হয়।

অনেক পুরুষ অভিভাবক আছেন যে তারা আবার খেয়াল রাখেন না তার শিশুর। মানে এমনও দেখা গেছে যে বাচ্চা কোন ক্লাসে পরে তা তার জানা নেই। না। একটা সুস্থ বাচ্চাকে যদি ভালো পরিবেশ না দেওয়া যায় তবে কি সে কোনোভাবেই জীবনে দাঁড়াতে পারবে? হয়তো ভাবছেন এ তো চেনা কথা। বাট চেনা কথা বলেই আমরা খুব তাড়াতাড়ি গুরুত্ব দিই না। একটা বাচ্চা কিসে ভালো থাকবে কিসে না তাই অনেক পুরুষ অভিভাবক জানেন না। জানলেও তাতে কোনো গুরুত্ব দেন না। ভাবখানা এমন যে সন্তানের মেধা থাকলে নাকি এমনিই হবে। কিন্তু তা হয় না। মেধা থাকলেও যদি চর্চায় না থাকে তবে সম্পূর্ণ জীবনই বৃথা হতে বেশি সময় লাগবে না। না, এই সমস্যা কোনো ইংলিশ মিডিয়ামের নয়। এ সমস্যা সর্বত্র। আপনি যে কোনো মিডিয়ামে দেন না কেন যদি আপনি না সচেতন হন তবে তাতে কোনো লাভ নেই। কারী কারী অর্থ নষ্ট হবে। মানুষের মতো মানুষ হাওয়া অত সোজা কথা নয়। সেখানে অনেক স্যাক্রিফাইস করতে হয়। আপনি বলবেন যে যার মতো করে চেষ্টা করে। আমি বলবো তার থেকে একটু বেশি করুন না। ওই একটু একটু করে দেখবেন অনেকটা হয়ে যাবে। আজ যদি আপনি দেখেন তবে কালকে তার ফল পাবেন। প্রতিটি পুরুষ অভিভাবকের সে কথা মনে রাখা দরকার। লড়তে হয়, নইলে পিছিয়ে পড়তে হয়। তারপর যদি সন্তান আপনার নিজের হয়।

তাহলে সারমর্ম কি দাঁড়ালো? মানে আমি শুরু করেছিলাম এক বন্ধুর কথা দিয়ে। কিন্তু বন্ধুর কথা ওরফে সকলের কথা। তাই আমরা খুব সচেতন যদি না হয় বিশেষত ছোটদের ক্ষেত্রে তবে আমাদের সমূহ বিপদ। আমরা কিছুতেই শৈশব কে বিপদের হাত থেকে রক্ষা করতে পারবো না। বন্ধু আমাকে অনেক কথা বলেছিল। মানে অনেকের জীবনে ঘটে যাওয়া বা তার সাথে মিলে যাওয়া সেই অজানা কথা না বলার জন্যে। কিন্তু কিছু ভালোর জন্যেই কিছু নিষেধ অমান্য করলে কিছু আসে যায় না। যেমন বাচ্চাকে নিয়ে ব্ল্যাকমেল না করা,বাচ্চাকে নিজের মানলেও সেইমত তাকে কেয়ার না করা। বাচ্চার খাওয়া, পড়া,লেখাপড়ার প্রতি যথার্থ গুরুত্ব না দেওয়া এরকম অনেক কিছু ঠিকমত পালন না করা একটা পাপ। আপনি হয়তো বলবেন নিজের বাচ্চাকে কে না যত্ন নেই। নো স্যার, অনেক কাঁকর থাকে। যারা অনেকে অবহেলায় বা অজ্ঞাতে অনেক কিছু করে থাকেন যা শিশুকে বিপুল ক্ষতি করে। আমরা কি পারি না তাকে ঠেকাতে? যদি পারি, তবে হৃদয় দিয়ে থাকুক সন্তান বাড়ার ঝোঁক। কারণ আমরা সবাই চাই — শতফুল বিকশিত হোক।

লেখক: বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও প্রাবন্ধিক

আনন্দকথা

শ্রীরামকৃষ্ণ — না গো! নোনা জল কেন? তুমি তো অবিদ্যার সাগর নও, তুমি যে বিদ্যার সাগর! (সকলের হাস্য) তুমি ক্ষীরসমুদ্র! (সকলের হাস্য)

বিদ্যাসাগর — তা বলতে পারেন বটে।

বিদ্যাসাগর চুপ করিয়া রহিলেন। ঠাকুর কথা কহিতেছেন —

(বিদ্যাসাগরের সাত্ত্বিক কর্ম — “তুমিও সিদ্ধপুরুষ”)

“তোমার কর্ম সাত্ত্বিক কর্ম। সত্ত্বের রজঃ। সত্ত্বগুণ থেকে দয়া হয়। দয়ার জন্য যে কর্ম করা যায়, সে রাজসিক কর্ম বটে — কিন্তু এ রজোগুণ — সত্ত্বের রজোগুণ, এতে দোষ নাই। শুকদেবাদি লোকশিক্ষার জন্য দয়া রেখেছিলেন — ঈশ্বর-বিষয় শিক্ষা দিবার জন্য। তুমি বিদ্যাদান অন্নদান করছ, এও ভাল। নিষ্কাম করতে পারলেই এতে ভগবান-লাভ হয়। কেউ করে নামের জন্য, পুণ্যের জন্য, তাদের কর্ম নিষ্কাম নয়। আর সিদ্ধ তো তুমি আছই।”

বিদ্যাসাগর — মহাশয়, কেমন করে?

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) — আলু পটল সিদ্ধ হলে তো নরম হয়, আর তুমি তো খুব নরম। *(ক্রমশঃ)*

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

টানা বৃষ্টিতে পৃথক জায়গায় মৃত তিন, উদ্ধার কাজে এনডিআরএফ

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: বৃহস্পতি থেকে শুক্র টানা বৃষ্টিতে পৃথক তিন জায়গায় জলে তলিয়ে গিয়ে তিনজনের মৃত্যু হল আসানসোল শিল্পাঞ্চলে।

শুক্রবার গাড়ুই নদীতে ভেসে যাওয়া চারচাকা গাড়ির খোঁজ মিলল শনিবার সকালে। সেই গাড়ির ভেতর থেকে উদ্ধার গাড়িচালক ঘটনাস্থল (কল্যাণপুর হাউজিং) কিছুটা দূরে আসানসোলের গাড়ুই নদী থেকে গাড়িটি উদ্ধার করে এনডিআরএফের দল। এনডিআরএফ ও পুলিশ চালককে আসানসোল জেলা হাসপাতালে নিয়ে এলে তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। মৃত চালকের নাম চঞ্চল বিশ্বাস (৫৯)। প্রাক্তন সেনা কর্মী চঞ্চল বিশ্বাস আসানসোলে একটি সংস্থায় কর্মরত ছিলেন। চলতি বছরেই কয়েক মাসের মধ্যে তাঁর চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার কথা ছিল। তিনি আসানসোল উত্তর থানার অন্তর্গত ধাদকা এলাকায় বহুতল আবাসন কমপ্লেক্সের বাসিন্দা ছিলেন। তাঁর স্ত্রী একটি বেসরকারি স্কুলের শিক্ষিকা।

আসানসোলের কল্যাণপুর হাউজিং এলাকায় গাড়ুই নদীর ওপরে ব্রিজ দিয়ে জল বইছিল। এলাকার বাসিন্দারা শুক্রবার সকালের পর থেকে ওই সেতু পারাপার করছিলেন না। কিন্তু শুক্রবার সন্ধ্যায় সুগম পার্কের বাসিন্দা চঞ্চল বিশ্বাস গাড়ি সহ ব্রিজ পার হওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু সেতুর ওপর দিয়ে উপচে পড়া নদীর জলের তোড়ে গাড়ি সহ তিনি গাড়ুই নদীর জলে ভেসে যান রেলপারের দিকে। সেই সময় প্রত্যক্ষদর্শী এবং আশপাশের মানুষ বারণ করলেও তিনি তা না শুনে নদী পার হওয়ার চেষ্টা করেন বলে দাবি। এই ঘটনার একটি ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়। তারপর পুলিশ গাড়ির খোঁজ করছিল। গভীর রাত পর্যন্ত এনডিআরএফের উদ্ধারকারী দল ও পুলিশ তল্লাশি শুরু করলেও, গাড়ি সমেত চালককে উদ্ধার করা যায়নি। শনিবার সকাল থেকে আবার তল্লাশি শুরু হয়। শুক্রবার সন্ধ্যার পরে তেমন বৃষ্টি না হওয়ায় গাড়ুই নদীর জলস্তর কমে। শনিবার সকালে কল্যাণপুর হাউজিং ও রেলপারের মধ্যবর্তী এলাকায় গাড়িটি উদ্ধার করা হয়। এনডিআরএফের উদ্ধারকারী দল স্পিড বোট নিয়ে গিয়ে গাড়ি থেকে চালকের মৃতদেহ উদ্ধার করে।

শুক্রবার আসানসোলে বৃষ্টির মধ্যে আরও দু'জনের জলে তলিয়ে যাওয়ার ঘটনা ঘটেছে। সেই দু'টি পৃথক ঘটনায় এক খনি কর্মী সহ দু''জনের মৃত্যু হয়। শনিবার সকালে সেই দুজনেরও মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। মৃতরা হলেন আসানসোল উত্তর থানার রেলপারের ডিপোপাড়ার কেএস রোডের রোহিত রায় (২৯) ও আসানসোল দক্ষিণ থানার রাহা লেনের গৌরাঙ্গ রায় (৩৯)।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, আসানসোলের রাহা লেনের বাসিন্দা গৌরাঙ্গ রায় ইসিএলের কালিপাহাড়ি কোলিয়ারিতে চাকরি করতেন। শুক্রবার বৃষ্টির মধ্যে তিনি বাইকে আসানসোলের বাড়ি থেকে কোলিয়ারিতে যাচ্ছিলেন। কালিপাহাড়ি কোলিয়ারির থেকে ঢিলছোড়া দূরত্বে কালিপাহাড়ি রেল ব্রিজ দিয়ে জল যাচ্ছিল। তার মধ্যে দিয়ে গৌরাঙ্গবাবু বাইক নিয়ে পার হওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু জলের তোড় সেখানে এতটাই বেশি ছিল যে তিনি বাইক (বুলেট) সহ ভেসে যান। তারপর থেকে তাঁর কোনও খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না। শেষ পর্যন্ত শনিবার সকালে কালিপাহাড়ি রেল ব্রিজ থেকে বেশ কিছুটা দূরে ভেসে যাওয়া খনি কর্মীর দেহ উদ্ধার করা হয়। এরপর দেহটি আসানসোল জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়।

অন্যদিকে, আসানসোলের রেলপারের ডিপোপাড়ার কেএস রোডের রোহিত রায় শুক্রবার বাড়ির অদূরে সুকান্ত পল্লিতে গাড়ুই নদীর ওপরে একটি অস্থায়ী সেতু পার করে আসার চেষ্টা করছিলেন, কিন্তু বেসামাল হয়ে পা পিছলে নদীতে পড়ে তলিয়ে যান। পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে শনিবার ভোর চারটে নাগাদ ১৯ নং জাতীয় সড়কে কাল্লা মোড়ে গাড়ুই নদী থেকে রোহিতের দেহ উদ্ধার হয়। রোহিতের তলিয়ে যাওয়া প্রসঙ্গে আসানসোল পুরনিগমের চেয়ারম্যান অমরনাথ চট্টোপাধ্যায় এদিন জানান, খুবই মর্মান্তিক ঘটনা। পাইপ নিয়ে যাওয়ার জন্য ওই অস্থায়ী সেতু তৈরি করা হয়েছিল এখানে সেলফি তুলতে গিয়ে এই দুর্ঘটনাটি ঘটে। শহরে আরও দুটি ঘটনা ঘটেছে। প্রশাসনের তরফে দেখা হচ্ছে। শনিবার দুর্ঘটনার কবলে পড়ে মৃত তিনজনের আসানসোল জেলা হাসপাতালে ময়নাতদন্ত হয়।

কাটল অচলাবস্থা

২৩ সদস্যের ১৫ জনের সম্মতিতে খান্দরায় উপপ্রধান নির্বাচন সম্পন্ন

নিজস্ব প্রতিবেদন, অণ্ডাল: খান্দরা পঞ্চায়েতে নতুন উপপ্রধান নির্বাচিত হলেন তৃণমূলের আশিস ভট্টাচার্য। আগের উপপ্রধান গণেশ বাদ্যকর ইস্তফা দেওয়ায় নতুন করে উপপ্রধান নির্বাচন হয় শনিবার। এদিনের নির্বাচন প্রক্রিয়ায় ২৩ জনের মধ্যে ১৫ সদস্য উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা সকলেই উপপ্রধান হিসেবে আশিস ভট্টাচার্যকে সমর্থন করেন।

গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে অণ্ডাল ব্লকের খান্দরা গ্রাম পঞ্চায়েতে ২৩টি আসনের মধ্যে কুড়িটি আসন জিতে বোর্ড গঠন করেছিল তৃণমূল। প্রধান নির্বাচিত হয়েছিলেন অপর্ণা বাদ্যকর। আর উপপ্রধান পদ পেয়েছিলেন গণেশ বাদ্যকর। প্রধান পদটি সর্বসম্মতিক্রমে হলেও, উপপ্রধানের জন্য ভোটাভুটি হয় সেবার। এই পদে দলীয় প্রার্থী আশিস ভট্টাচার্যকে পরাজিত করে উপপ্রধান হন গণেশবাবু। তখনই অভিযোগ ওঠে গণেশবাবু তৃণমূলের একাংশের সঙ্গে সিপিএমের নির্বাচিত তিনজন সদস্যের সমর্থন পেয়ে উপপ্রধান হয়েছেন।

সিপিএমের সঙ্গে যোগসাজশের অভিযোগ ওঠে গণেশবাবুর বিরুদ্ধে। যদিও বরাবরই সিপিএমের সমর্থনের কথা অস্বীকার করেছেন তিনি। বোর্ড গঠনের পর থেকে গণেশবাবুর বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগে সরব হয় দলের অপর গোষ্ঠী। গণেশবাবুর বিরুদ্ধে স্বজনপোষণ, স্বেচ্ছাচার, সিপিএমের লোকজনকে পঞ্চায়েত থেকে সুবিধা পাইয়ে দেওয়া সহ একাধিক অভিযোগে প্রকাশ্যেই ক্ষোভ উগড়ে দিতে দেখা যায় তাঁদের। উপপ্রধানের ইস্তফার দাবিতে চলতি বছরের গত জুন মাসে পঞ্চায়েত অফিসের গেটে তালা বন্ধ করে বিক্ষোভ দেখান দলের ওপর গোষ্ঠীর সদস্যরা।

গত ৩০ জুন পঞ্চায়েত অফিস সহ খান্দরা গ্রামের বিভিন্ন জায়গাতে 'উপপ্রধান চোর' লেখা পোস্টার পড়ে। বিষয়টি নিয়ে দলের মধ্যে তৈরি হয় অস্বস্তিকর পরিবেশ। অচলাবস্থা সৃষ্টি হয় পঞ্চায়েতের কাজকর্মে। বিষয়টি নিয়ে হস্তক্ষেপ করতে আবেদন জানানো হয় দলের ব্লক সভাপতি ও জেলা সভাপতিকে। দু'পক্ষের সঙ্গে কথা বলে গণেশবাবুকে উপপ্রধান পদ থেকে ইস্তফা দিতে নির্দেশ দেওয়া হয় দলের পক্ষ থেকে। একপ্রকার বাধ্য হয়ে ১ জুলাই উপপ্রধান পদ থেকে ইস্তফা দেন গণেশবাবু।

শনিবার খান্দরা গ্রাম পঞ্চায়েতে নতুন করে উপপ্রধান নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। প্রিসাইডিং অফিসার ছাড়াও এই প্রক্রিয়ায় উপস্থিত ছিলেন ব্লক অফিসের পিডিও মোহাম্মদ এশার আলি। ২৩ জন সদস্যের মধ্যে গণেশবাবু সহ তৃণমূলের পাঁচজন ও সিপিএমের তিনজন সদস্য অনুপস্থিত ছিলেন উপপ্রধান নির্বাচন প্রক্রিয়াতে। সূত্র মারফত জানা যায়, উপস্থিত ১৫ জন সদস্য উপপ্রধান হিসেবে আশিস ভট্টাচার্যকে সমর্থন জানান। নির্বাচন প্রক্রিয়ার শেষের পর আশিসবাবুর অনুগামীরা সবুজ আবির মেখে উৎসব পালন করেন পঞ্চায়েত অফিসের বাইরে।

সেখানে উপস্থিত ছিলেন রানিগঞ্জের তৃণমূল বিধায়ক তাপস বন্দ্যোপাধ্যায়, দলের অণ্ডাল ব্লক সভাপতি কালোবরণ মণ্ডল সহ অন্যরা। কালোবরণবাবু জানান, দলীয় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আশিসবাবু উপপ্রধান নির্বাচিত হয়েছেন। জটিলতার সমাপ্তি ঘটেছে। এবার সবাই একসঙ্গে মিলে এলাকার উন্নয়নের জন্য কাজ করবে বলে জানান তিনি অন্যদিকে নবনির্বাচিত উপপ্রধান আশিস ভট্টাচার্য জানান, দলের সিদ্ধান্ত মেনে নিয়েই তিনি উপপ্রধানের পদে আসীন হয়েছেন এবং দলের সিদ্ধান্ত মিলেই আগামী দিনে সকলে মিলে একসঙ্গে কাজ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

রাজ্যবাসীর মঙ্গলে তারকেশ্বর ধামযাত্রা পুড়শুড়ার বিধায়কের

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: রাজ্যবাসীর মঙ্গল কামনায় তারকেশ্বর ধামযাত্রা পুড়শুড়ার বিধায়ক তথা বিজেপির আরামবাগ সাংগঠনিক জেলার সভাপতি বিমান ঘোষ ও তাঁর অনুগামীদের। পাশাপাশি বৈদ্যবাটির নিমাই তীর্থের গঙ্গার ঘাট থেকে গঙ্গার জল বাঁকে করে পায়ে হেঁটে এনে বাবা তারকেশ্বরের মাথায় ঢালার সংকল্প নিয়ে আরামবাগ থেকে যাত্রা শুরু করেন তিনি। এদিন আরামবাগ বিজেপির বহু কর্মী এই পবিত্র তীর্থ যাত্রায় অংশগ্রহণ করেন।

উল্লেখ্য, সারা ভারতবর্ষের মধ্যে অন্যতম শৈব তীর্থক্ষেত্র হল হুগলির তারকেশ্বর ধাম। বহু প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী তারকেশ্বর মন্দিরে সারা শ্রাবণ মাসব্যাপী পুণ্যার্থীদের ভিড় লেগে থাকে। বিশেষ করে শৈববার সোমবার কয়েক হাজার পুণ্যার্থীর সমাগম হয়। কেবল শ্রাবণ মাস নয়, সারা বছরই রাজ্যের পাশাপাশি ভিন্ন রাজ্য থেকেও বহু পুণ্যার্থী আসেন। তবে শ্রাবণ মাস পড়তেই পুণ্যার্থীদের সংখ্যা বাড়ছে।

জানা গিয়েছে, শ্রাবণ মাস মানেই দেবাদিদেব মহাদেবের জন্মমাস। এই পবিত্র মাসে সারা ভারতবর্ষের মানুষ বাবা তারকনাথের মন্দিরে জল ঢালতে আসেন। শেওড়াফুলি থেকে গঙ্গার জল বাঁকে করে নিয়ে পাঁয়ে হেঁটে নিয়ে এসে তারকনাথ বাবার মাথায় ঢালা হয়। প্রত্যেক দিন কয়েক হাজার মানুষ জল নিয়ে বাবার মন্দিরে আসেন মানত পূরণ করার জন্য। দেবাদিদেব মহাদেবের আশীর্বাদে পুণ্যার্থীদের মনস্কামনা পূর্ণ হয়। সেই মতো পুড়শুড়ার বিধায়ক বিমান ঘোষ মানব কল্যাণের জন্য এবং দুর্নীতি মুক্ত সরকার গড়ার লক্ষ্যে বাবা শিবের মাথায় জল ঢালার সংকল্প নেন। এমনটাই জানান বিজেপি কর্মীরা। অপরদিকে এই বিষয়ে পুড়শুড়ার বিধায়ক বিমান ঘোষ সংবাদ মাধ্যমের কাছে বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গের ভবিষ্যৎকে নষ্ট করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। বাবার আশীর্বাদে যাতে পশ্চিমবঙ্গে শুভশক্তির উদয় হয় সেই জন্য শিবের ভক্তরা বের হয়েছে। বৈদ্যবাটি নিমাই তীর্থের ঘাট থেকে গঙ্গার জল নিয়ে প্রায় ৩৮ কিলোমিটার পথ হেঁটে তারকেশ্বর মন্দিরে শিবের মাথায় জল ঢালব।'

খালে তলিয়ে নিখোঁজ বৃদ্ধ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাগনান: গাইঘাটা খালের জলে তলিয়ে নিখোঁজ এক বৃদ্ধ। নিখোঁজ বৃদ্ধের নাম পুষ্পন্ন সাঁতরা। বয়স ৭৬। মর্মান্তিক এই ঘটনাটি ঘটেছে হাওড়া বাগনান থানা এলাকার কড়িয়া চকে। জানা গিয়েছে, শুক্রবার বিকেল তিনটে নাগাদ গাইঘাটা খালের ওপারে প্রতিদিনকার মতো গোরু আনতে গিয়েছিলেন পুষ্পন্নবাবু। এরপর থেকেই তাঁরা কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। রাতেই বাগনান থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করা হয় পরিবারের পক্ষ থেকে। ঘটনাস্থলে উদ্ধারকারী দল এবং বাগনান থানার পুলিশ।

সংস্কারের বছর না ঘুরতেই ফের বর্ষায় ভাঙল সেতুর একাংশ, মান নিয়ে ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বছর দুয়েক আগে বন্যার জলে ভেঙে গিয়েছিল সেতুর একাংশ। ভেসে গিয়েছিল সেতুর সংযোগকারী রাস্তা। গতবছর লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে সেই সেতু ও সংযোগকারী রাস্তা মেরামতও করা হয়। কিন্তু বছর ঘুরতে না ঘুরতে ঘূর্ণাবর্তের ভারী বৃষ্টিতে ভেসে গেল সেতুর ওই অংশ ও সংযোগকারী রাস্তা। স্বাভাবিক ভাবেই সংস্কারের কাজের মান নিয়ে প্রশ্ন তুলে ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন বাঁকুড়া ২ নম্বর ব্লকের গন্ধেশ্বরী নদী তীরবর্তী এলাকার বেশ কয়েকটি গ্রামের মানুষ।

বাঁকুড়ার অন্যতম বর্ধিষ্ণু গ্রাম মানকানালি। বাঁকুড়া থেকে এই মানকানালি যেতে হলে একমাত্র মাধ্যম মানকানালি গ্রাম লাগোয়া গন্ধেশ্বরী নদীর সেতু। তাছাড়াও ওই সেতু দিয়ে চলাচল করেন করণজোড়া, মগরা, সোনার এক সহ বহু গ্রামবাসী। বছর দুয়েক আগে বর্ষায় গন্ধেশ্বরী নদীতে বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়। সেতুর ওপর দিয়ে বেগে বইতে শুরু করে জল। সেতুতে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে জল সংযোগকারী রাস্তা ভাসিয়ে নিয়ে যায়। ক্ষতিগ্রস্থ সেতুও। বছরখানেক আগে সেতুটি মেতামতির জন্য বাঁকুড়া জেলা পরিষদ প্রায় সাড়ে সাতান্ন লক্ষ টাকা বরাদ্দ করে। বরাদ্দকৃত সেই টাকায় সেতুর ক্ষতিগ্রস্থ অংশ মেরামতির পাশাপাশি সংযোগকারী রাস্তাটিও সংস্কার করা হয়। কিন্তু ফের বিপত্তি। গত বুধবার থেকে টানা বৃষ্টি শুরু হওয়ায় শুক্রবার গন্ধেশ্বরী নদী ফুলেফেঁপে পড়েন নদীর অপর পাড়ে থাকা আট থেকে দশটি গ্রামের মানুষ।

স্থানীয়দের দাবি, অতি নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার করে সেতু মেরামতি ও সংযোগকারী রাস্তা সংস্কারের ফলেই এমন বিপত্তি ঘটেছে।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ALLAHABAD
CORRIGENDUM
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
জোনাল অফিস, কলকাতা সেন্ট্রাল
৫ম এবং ৬ষ্ঠ তল, প্লট নং ৩৭৭ এবং ৩৭৮, ব্লক -জিডি, সেক্টর -৩, সল্ট লেক, কলকাতা -৭০০১০৬

সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট মেসার্স আর কে টি ইন্ডাস্ট্রিজ এর একদিন সংবাদপত্রে ০৩.০৮.২০২৪ তারিখের সংস্করণে প্রকাশিত দখল বিজ্ঞপ্তি প্রত্যাহার করা হয়েছে।

তারিখ : ০৪.০৮.২০২৪ স্বা/- অনুমোদিত অফিসার,
স্থান : কলকাতা ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

হরিপাল সাউথ সার্কেল প্রাইমারি টিচার্স ই.সি.সি.এস. লিঃ

রেজিঃ নং.ঃ 13 HG, তাং ঃ 06.12.2012

মাননীয় রিটার্নিং অফিসার, হুগলী ও জয়েন্ট রেজিস্টার হুগলী রেঞ্জ অফিস এর আদেশনামা 893 তাং 02.08.2024 অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়ে এ্যাসিস্টেন্ট রিটার্নিং অফিসারদ্বয়, এতদ্বারা 11.07.2024 তারিখে প্রকাশিত পরিচালকমন্ডলী নির্বাচনের জন্য যে নোটিস জারি করেছিলেন তার নিম্নলিখিত সংশোধনী প্রকাশিত হল-

১. সমিতির পরিচালকমন্ডলীতে সর্বোচ্চ ৬জন অসংরক্ষিত পদে, ১জন তপঃ জাতি/উপজাতি এবং ২জন মহিলা অর্থাৎ মোট ৯জন নির্বাচিত হতে পারবেন।
২. আগামী 08.09.2024 তারিখে যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে তার স্থান সমিতির অফিসের পরিবর্তে হবে পাঁটরা মাধ্যমিক শিক্ষাকেন্দ্র, পাঁটরা, মুশাপুর, হুগলী।

তাং ঃ 04.08.2024

অদিতি মন্ডল
এ্যাসিস্টান্ট রিটার্নিং অফিসার
হরিপাল সাউথ সার্কেল প্রাইমারি টিচার্স ই.সি.সি.এস. লিঃ

সৌমেন মিত্র
এ্যাসিস্টান্ট রিটার্নিং অফিসার
হরিপাল সাউথ সার্কেল প্রাইমারি টিচার্স ই.সি.সি.এস. লিঃ

ইন্ডিয়ন বৈংক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD

ধুলিয়ান শাখা
ধুলিয়ান পৌরসভার কাছে, ধুলিয়ান মেইন রোড
পোস্ট- ধুলিয়ান, থানা - সামশেরগঞ্জ, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪২ ২০২

পরিশিষ্ট-৪-এ [রুল ৮(৬), ৯(১) -এর অনুবিধি দেখুন]

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এমফোর্সমেন্ট) রুলস ৮(৬) এবং ৯(১) -এর অনুবিধির সঙ্গে পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল এ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি অ্যাক্ট অধীনে স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ)/এবং জামিনদার(গণ) -কে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি(গুলি) সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধক/চার্জ করা হয়েছে, যার **প্রতীকী দখল ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (সুরক্ষিত পাওনাদার)** -এর অনুমোদিত অফিসার দ্বারা নেওয়া হয়েছে, বকেয়া রাশি পুনরুদ্ধারের জন্য যা **২১.০৮.২০২৪** তারিখে বিক্রি করা হবে **"যেখানে যেমন আছে", " যা আছে তা আছে"** এবং **"সেখানে যা কিছু আছে"** ভিত্তিতে বকেয়া রাশি **২৮,৬৩,৭৬৭.০০ টাকা** (আঠাশ লক্ষ তেষট্টি হাজার সাতশো সাতষট্টি টাকা মাত্র) (বিবি + এমওআই = ১৫,৮৮,৭৩৯.৩৩ টাকা + ১২,৭৫,০২৮.০০ টাকা) **০৩.০৮.২০২৪** অনুযায়ী সহ তদুপরি অতিরিক্ত সুদ, ব্যয়, অন্যান্য চার্জ এবং খরচ যা **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক ধুলিয়ান শাখা (সুরক্ষিত পাওনাদার)** -এর পাওনা আছে এবং **ঋণগ্রহীতা - মেসার্স নবাব ট্রেডার্স, স্বত্বাধিকারী- মহঃ মনসুর আলী,** অনুপনগর হাতিচিত্র রোড, পোস্ট - ধুলিয়ান, থানা-সামশেরগঞ্জ, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪২ ২০২ -এর থেকে পুনরুদ্ধারের জন্য।

ই-অকশন মোডের মাধ্যমে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে সম্পত্তির নির্দিষ্ট বিবরণ নীচে বর্ণনা করা হয়েছে :

ক্র নং	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিশদ বিবরণ	সুরক্ষিত ঋণদাতার বকেয়া পরিমান	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ) সম্পত্তি আইডি ঙ) সম্পত্তির উপর দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরণ
১.	ক) ১. মেসার্স নবাব ট্রেডার্স (ঋণগ্রহীতা) স্বত্বাধিকারী- মহঃ মনসুর আলী অনুপনগর হাতিচিত্র রোড, পোস্ট - ধুলিয়ান, থানা-সামশেরগঞ্জ, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪২ ২০২ ২. মহঃ মনসুর আলী (স্বত্বাধিকারী) অনুপনগর হাতিচিত্র রোড, পোস্ট - ধুলিয়ান, থানা-সামশেরগঞ্জ, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪২ ২০২ ৩. মোসাম্মৎ নূরজাহান খাতুন (জামিনদার / বন্ধকদাতা) অনুপনগর হাতিচিত্র রোড, পোস্ট - ধুলিয়ান, থানা-সামশেরগঞ্জ, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪২ ২০২ ৪. মানোয়ারা বিবি (জামিনদার) অনুপনগর হাতিচিত্র রোড, পোস্ট - ধুলিয়ান, থানা-সামশেরগঞ্জ, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪২ ২০২ খ) ধুলিয়ান শাখা	অনুপনগর মৌজায় অবস্থিত জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল এবং তথায় নির্মাণ সহ যার জেএল নং ৯০, খতিয়ান নং এলআর ৩৭০৬৮, প্লট নং আরএস ৩০৬৭ এলআর ৩৫৬০, জমির পরিমাপ- ০৫ ডেসিমেল, পোস্ট- ধুলিয়ান, থানা- সামসেরগঞ্জ -এর অধীনে, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২ ২০২, পশ্চিমবঙ্গ, শ্রেণীবিভাগ - বাড়ি, টাইটেল দলিল নং ৬১৫০/২০১২ তারিখ- ১৯/০৪/২০১২, এডিএসআর নিমতিতায় নিবন্ধিত। **সম্পত্তিটি মোসাম্মৎ নূরজাহান খাতুনের নামে আছে,** স্বামী- মহঃ আব্দুল কাইয়ুম সেখ, **চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** উত্তর- ধুলিয়ান পৌরসভার রোড, দক্ষিণ - আব্দুল আজিজ সেখ এর সম্পত্তি, পূর্ব - মহঃ মোহাম্মদ সোলেমান বিশ্বাসের সম্পত্তি, পশ্চিম- মহঃ সাদেক হোসেনের সম্পত্তি দ্বারা।	২৮,৬৩,৭৬৭.০০ টাকা (আঠাশ লক্ষ তেষট্টি হাজার সাতশো সাতষট্টি টাকা মাত্র) (বিবি + এমওআই = ১৫,৮৮,৭৩৯.৩৩ টাকা + ১২,৭৫,০২৮.০০ টাকা) ০৩.০৮.২০২৪ অনুযায়ী সহ তদুপরি অতিরিক্ত সুদ, ব্যয়, অন্যান্য চার্জ এবং খরচ	ক) ২৮,৬০,০০০.০০ টাকা ( ) (আঠাশ লক্ষ ষাট হাজার টাকা মাত্র) খ) ২,৮৬,০০০.০০ টাকা (দুই লক্ষ ছিয়াশি হাজার টাকা মাত্র) গ) ১০,০০০.০০ টাকা (দশ হাজার টাকা মাত্র) ঘ) IDIB30063952227 ঙ) ব্যাংকের কাছে অজানা চ) প্রতীকী দখল

(*) বিক্রয় মূল্য সংরক্ষিত মূল্যের উপর হতে হবে

ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ - ২১.০৮.২০২৪; সময় : দুপুর ১.০০টা থেকে বিকাল ৫.০০টা
ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম : https://ebkray.in

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারী **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ** -এর পোর্টাল ওয়েবসাইট **(https://ebkray.in)** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে ৮২৯১২ ২০২২০ নম্বরে কল করুন। রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য অনুগ্রহ করে **support.ebkray@psballiance.com** -এ ইমেল করুন।
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ছবি এবং নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন- **https://ebkray.in**
এবং এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ** সঙ্গে যোগাযোগ করুন, **যোগাযোগ নম্বর** ৮২৯১২ ২০২২০।
দরদাতাদের **https://ebkray.in** ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দ্রষ্টব্য: এই বিজ্ঞপ্তিটি ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদার(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ) -এরও প্রতি

তারিখ: ০৩.০৮.২০২৪ অনুমোদিত অফিসার
স্থান : ধুলিয়ান ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

SBI
স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, সাউথ বেঙ্গল
জীবনদীপ বিল্ডিং, ৩য় তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০৭১
ফোন - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৪৩৭, ফ্যাক্স - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৩০২, ই-মেল - sbi.15196@sbi.co.in

২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশ

এতদ্বারা নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতা/গণ **জে. ডি. কনস্ট্রাকশন** অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ব্যাঙ্ক থেকে গৃহীত ঋণ সুবিধার মূল এবং সুদ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় তাঁর ঋণ অ্যাকাউন্ট নন পারফর্মিং অ্যাসেটস (এনপিএ) শ্রেণিভুক্ত হয়েছে। উক্ত নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে ইস্যু করা হয়েছে এবং সর্বশেষ জ্ঞাত ঠিকানায় প্রেরণ করা হয়েছিল, কিন্তু তা অবণ্টিত অবস্থায় ফিরে এসেছে ফলে এই নোটিশ মারফত অবগত করা হচ্ছে।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতাগণের নাম এবং ঠিকানা	দায়বদ্ধ সম্পত্তিসমূহ/জামিনদত্ত সম্পদের বিস্তারিত	নোটিশের তারিখ	এনপিএ তারিখ	বকেয়া পরিমাণ (নোটিশের তারিখ অনুযায়ী)
১	**ঋণগ্রহীতা : জে ডি কনস্ট্রাকশন,** ২৫এ, কে পি রায় লেন, ৪/৭ শহিদ নগর, কলকাতা : ৭০০০৩১। **অংশীদার এবং ব্যক্তিগত জামিনদাতা :** **১. জহর দাস,** পিতা বিষ্ণুপদ দাস, কে পি রায় লেন, ঢাকুরিয়া, কলকাতা : ৭০০০৩১ **২. বিষ্ণুপদ দাস** পিতা যোগেশ চন্দ্র দাস,৫/১০, পূর্বাচল লিঙ্ক রোড, কলকাতা ৭০০০৭৮। **ব্যক্তিগত জামিনদাতা :** **১. রত্রি দাস,** পিতা দিলীপ দাস, আদ্রিজা ১৭/২৫, কে পি রায় লেন, ঢাকুরিয়া, কলকাতা : ৭০০০৩১। **এ/সি নং : ৩৯৫১৪৬২৮০৩ এবং ৪১০৮৯১৩০৩৪০**	**অংশ -১ (অস্থাবর সম্পত্তিসমূহ দায়বদ্ধ)** সংশ্লিষ্ট ইউনিটের বর্তমান এবং ভবিষ্যতের যাবতীয় মজুত এবং আদায়যোগ্য সমূহ দায়বদ্ধ। **অংশ -২ (স্থাবর সম্পত্তি সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত)** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাট পরিমাণ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৮৪০ বর্গফুট কমবেশি ফ্ল্যাট নং বি-২, দুই বেড রুম,এক লিভিং/ ডাইনিং রুম,এক কিচেন, এক টয়লেট, এক ডব্লু সি এবং এক ব্যালকনি, সর্বোচ্চ তলে (তিনতলায়) উত্তর পশ্চিম মুখী তিন তলা ভবনে ডেভেলপারের বন্টিত এবং অবিভক্ত অবিচ্ছেদ্য অংশের যথাযথ ভাগ অংশ আনুমানিক এরিয়া ৩ কাঠা ৮ ছটাক কমবেশি, অবস্থিত প্রেমিসেস নং১৭/২৫ কে পি রায় লেন, থানা : কসবা, বর্তমানে গরফা, কলকাতা : ৭০০০৩১, কলকাতা পৌর সংস্থার ওয়ার্ড নং ৯২, এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার , ব্যয় এভ ফিক্সচার এবং ফিটিংস, বৈদ্যুতিক সংস্থাপন ইত্যাদির ব্যবহার। নির্মিত ফ্ল্যাটের জমির বিবরণ: জমির পরিমাণ ৩ কাঠা ৮ ছটাক কমবেশি এবং তদস্থিত তিন তলা ভবন অবস্থিত মৌজা : ঢাকুরিয়া, জেএল নং ১৮, আরএস নং ৫, জেলা কালেক্টরেট তৌজি নং : ২৩০/২৩৩, পরগনা : খাসপুর,খতিয়ান নং৪৬৯,অংশত দাগ নং ১৫১৯, থানা: কসবা, বর্তমানে গরফা, পুর প্রেমিসেস নং ১৭/২৫, কে পি রায় লেন, কলকাতা ৭০০০৩১, কে এম সি ওয়ার্ড নং ৯২, ডিএসআর অফিস অধিক্ষেত্রে পূর্বতন আলিপুর, বর্তমানে শিয়ালদহ। জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা। **নির্মিত ফ্ল্যাটের জমির চৌহদ্দি : উত্তরে :** ১৬ ফুট চওড়া পুর সড়ক, **দক্ষিণে :** প্রেমিসেস নং ১৭/১৯ এবং ১৭/১৮, কে পি রায় লেন; **পূর্বে :** ১৬ ফুট চওড়া পুর সড়ক; **পশ্চিমে :** প্রেমিসেস নং ১৭/২৬এ, কে পি রায় লেন। (হস্তান্তর দলিল নং ১-০৯৪০৯/২০১৩ অধীন **শ্রী জহর দাস এবং শ্রীমতি রত্রি দাস** এর অনুকূলে রেজিস্ট্রিকৃত ডিএসআর ৩, আলিপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা তারিখ ৩০/১০/২০১৩ এবং কলকাতা পৌর সংস্থার মিউটেশন সার্টিফিকেট তারিখ ২৫/০২/২০২১ অনুযায়ী জহর দাস এবং রত্রি দাসের অনুকূলে)।	৩১.০৫.২০২৪	১৩.০৯.২০২৩	৬৪,৫৮,২৮৭.২৫ টাকা **(চৌষট্টি লাখ আটান্ন হাজার দুশো সাতাশি টাকা এবং পঁচিশ পয়সা) ৩০.০৫.২০২৪ অনুযায়ী**

নোটিশের বিকল্প পরিষেবা হিসেবে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণ (যেখানে প্রযোজ্য) সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) অধীনে এই নোটিশের ৬০ দিনের পরবর্তীতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

দ্রষ্টব্য - ২০০২ সালের সারফেসি আইন অধীনে ইস্যুকৃত পূর্বের সকল নোটিশ বাতিল/অকার্যকর করা হল, যেহেতু উক্ত নোটিশ নতুন করে ইস্যু করার জন্য

তারিখ : ০৪.০৮.২০২৪ অনুমোদিত অফিসার
স্থান - কলকাতা এসএআরবি সাউথ বেঙ্গল

ইন্ডিয়ন বৈংক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD

জোনাল অফিস : কলকাতা সাউথ,
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০০০১

পরিশিষ্ট - IV-A" [দ্রষ্টব্য সংস্থান রুল ৮(৬)]

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় নিমিত্ত বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ স্থাবর সম্পদের জন্য ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্টর অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে

এতদ্বারা সাধারণকে সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে, নিম্নে বর্ণিত বন্ধকী/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট যা ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, নির্ধারিত ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **প্রতীকী দখলীকৃত** বিক্রয় করা হবে "যেখানে যেমন অছে", "যেখানে যা আছে", এবং "যেমন অবস্থায় আছে ভিত্তিতে" **২১.০৮.২০২৪** তারিখে **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক নির্ধারিত ঋণদাতা** নিম্নোক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়ের জন্য নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতাগণের কাছ থেকে।

ক্র. নং	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ এবং তারিখ গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ঘ) সম্পত্তির আইডি ঙ) দায়বদ্ধতা
১	ক) শ্রী দীপায়ন বিশ্বাস (ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা) পিতা শ্রী শেখর বিশ্বাস **ঠিকানা -** ১২/২, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন রোড, বজবজ, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন - ৭০০১৩৭ খ) বড়িশা শাখা	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট নং ৩বি, টাইলস'র মেঝে সুপার বিল্ট আপ এরিয়া পরিমাণ আনুমানিক কমবেশি ৬৯৬ বর্গফুট চতুর্থ তলে, দক্ষিণ পশ্চিম দিকে চারতলা "গ্যালাক্সি অ্যাপার্টমেন্ট" ভবনে এক বেড রুম, এক ডাইনিং, এক কিচেন, এক টয়লেট, এক বারান্দা অবস্থিত হোল্ডিং নং বি২-২৯/৮৭/১, ২, ৩, ৪, স্টেনা রোড, থানা -মহেশতলা, মহেশতলা পুরসভার ওয়ার্ড নং ৩৫ অধীন, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগনা, এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ জমি অবস্থিত মৌজা- শ্যামপুর, জেএল নং : ৪৬, আরএস দাগ নং ৮১০ এবং ৮১১, এলআর দাগ নং ১০১৪, এবং ১০১৫, আরএস খতিয়ান নং ০২৩৬, এলআর খতিয়ান নং ১৩৫০, ১২৭৭, ৭৫৯, ১০১১, ৫২৯, ১১৮১, হোল্ডিং নং বি২-২৯/৮৭/১, ২, ৩, ৪, স্টেনা রোড, থানা -মহেশতলা, মহেশতলা, এডিএসআর অফিস বেহালা, মহেশতলা পুরসভার ওয়ার্ড নং ৩৫ অধীন, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, **চৌহদ্দি : উত্তরে :** প্রয়াত সুকুমার বোস এবং অন্যান্যর পুকুর, **দক্ষিণে :** ১৫ ফুট চওড়া সরকার পাড়া রোড, **পূর্বে :** ১২ ফুট চওড়া শ্যামপুকুর স্টেনা রোড, **পশ্চিমে :** শ্রীমতি পূরবী সরকারের ভবন সমন্বিত। **দখলের ধরন : প্রতীকী**	৯,৩২,২৫৬.০০ টাকা **(নয় লাখ বত্রিশ হাজার দুশো ছাপান্ন টাকা) ২৪.০৬.২০২১ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ, ব্যয়, অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয় সহ	ক) ১০,৯০,০০০.০০ টাকা খ) ১,০৯,০০০.০০ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা ঘ) IDIB50502982369 ঙ) নেই
২	ক) শ্রীমতি রিঙ্কু মুখার্জি (ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা), শ্রী মৃত্যুঞ্জয় মুখার্জি (জামিনদাতা), খ) দিঘিরপাড় বাজার শাখা।	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ একটি স্বতন্ত্র বসাসের ফ্ল্যাট নং বি-১, পরিমাণ ৫৭০ বর্গফুট কমবেশি সুপার বিল্ট আপ এরিয়া সহ, দুই বেড রুম, এক লিভিং/ডাইনিং/কিচেন, এক টয়লেট এবং এক ব্যালকনি, উত্তর-পূর্ব মুখী, তিনতলায় জি-৪ তলা তারা অ্যাপার্টমেন্ট ভবনে, এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ জমির পরিমাণ ২ কাঠা ৮ ছটাক অবস্থিত হোল্ডিং নং ১০১/এ/৮, বৃন্দাবন মল্লিক লেন, থানা : ব্যাঁটরা, হাওড়া : ৭১১১০১, হাওড়া পৌর সংস্থার ওয়ার্ড নং ৪৩ অধীন, এডিএসআরও এবং ডিএসআর অফিস হাওড়া, জেলা : হাওড়া, উল্লেখ্য রেজিস্ট্রিকৃত বিক্রয় দলিল নং ২৩২১/২০১৮ তারিখ ১৬.০৫.২০১৮। চৌহদ্দি : উত্তরে : সুভাষ দত্তর ভবন, দক্ষিণে : অরূপ মুখার্জির ভবন, পূর্বে : ১২ ফুট চওড়া বৃন্দাবন মল্লিক লেন, পশ্চিমে : গোপাল মন্ডলের ভবন। **দখলের ধরন : প্রতীকী।**	**১৩,২৮,৯৩৮.০০.০০ টাকা (তেরো লাখ আঠাশ হাজার নশো আটত্রিশ টাকা) ৩০.০৬.২০২১ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ, ব্যয়, অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয় সহ	ক) ১৬,০০,০০০.০০ টাকা খ) ১,৬০,০০০.০০ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা ঘ) IDIB50426159307 ঙ) নেই
৩	ক) শ্রী দেবব্রত ভৌমিক, (ঋণগ্রহীতা ও বন্ধকদাতা) **ঠিকানা -** উদয়নপল্লী, মহেশতলা, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন - ৭০০১৪০ খ) চিংড়িপোতা শাখা	প্রায় ২ কাঠা ৩ শতক জমির উপর নির্মিত প্রায় ৭৮৫ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এলাকা সমন্বিত জমি এবং বিল্ডিং এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার অবস্থান- মৌজা, বাংলা গ্রাম, পরগনা- বালিয়া, জেএল নং ৪১, আরএস নং ৫৪, তৌজি নং ৩৪৩, খতিয়ান নং ১৪, এলআর খতিয়ান নং ১৭৪৯, ১৭৫০, ১৭৫১, নতুন খতিয়ান নং ৫৫৭১, আরএস দাগ নং ৭৬৭, এলআর. ৬৮৮, হোল্ডিং নং সি২-২৮/৪৩৪, উদয়ন পল্লী লেন, ওয়ার্ড নং ২৬, মহেশতলা পৌরসভা, থানা-মহেশতলা, কলকাতা- ৭০০১৪০, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ডিএসআর ২, আলিপুরের অফিসে নিবন্ধিত বাংলা ডিড অফ সেলের মাধ্যমে বই নং ১, ভলিউম নং ১৬০২-২০১৮, পৃষ্ঠা ১৫০৫০১ থেকে ১৫০৫২৪, বিয়িং নং ১৬০২০৪৪১০ সাল- ২০১৮, সম্পত্তিটি শ্রী দেবব্রত ভৌমিকের নামে আছে। **সীমানা-** উত্তর- গোপাল দাসের জমি ও বাড়ি, দক্ষিণ- ফণিভূষণ ভট্টাচার্যের জমি ও বাড়ি, পূর্ব- গোপাল দাসের জমি ও বাড়ি, পশ্চিম- ১০ ফুট চওড়া উদয়ন পল্লী রোড। **দখলের ধরন : প্রতীকী।**	১৫,৪১,৫৭৩.০০ টাকা **(পনের লক্ষ একচল্লিশ হাজার পাঁচশো তিয়াত্তর টাকা মাত্র) ১৫.০৯.২০২৩ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ, ব্যয়, অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয় সহ	ক) ২২,০০,০০০.০০ টাকা খ) ২,২০,০০০.০০ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা ঘ) IDIB7359681571 ঙ) নেই

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : ২১ আগস্ট ২০২৪ (২১.০৮.২০২৪) সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি.-এর ওয়েবসাইট **(https://www.ebkray.in)** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে ফোন করুন পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি. ইউনিট ১, ৪র্থ তল, ভিয়াস কমার্শিয়াল টাওয়ার ওয়াদালা ট্রাক টার্মিনালের নিকট-ওয়াদালা পূর্ব মুম্বই - ৪০০০৩৭ **(যোগাযোগ ফোন নং ৮২৯১২২০২২০, ইমেল আইডি -support.ebkray@psballiance.com)**
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ফটোগ্রাফ এবং নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন ১) **www.indianbank.in** এবং ২) **https://www.ebkray.in** এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে হেল্প লাইন নম্বর "৮২৯১২২০২২০" -এ যোগাযোগ করুন।
দরদাতাদের https://www.ebkray.in-এর সাথে ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত **সম্পত্তি আইডি নম্বর** ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/অংশীদার(গণ)/জামিনদাতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)-এর উদ্দেশ্যেও

তারিখ : ০২.০৮.২০২৪ অনুমোদিত অফিসার
স্থান : কলকাতা ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

হাউস ফর অল প্রকল্পে বাড়ি তৈরির টাকা না পেয়ে উপভোক্তাদের ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: হাউস ফর অল সরকারি প্রকল্পে পাকা বাড়ি তৈরির অনুমোদন হয়েও তার টাকা না পেয়ে শনিবার দুপুরে পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর পুরসভার চেয়ারম্যানের কাছে বিক্ষোভ দেখালেন রঘুনাথপুর শহরের বিভিন্ন ওয়ার্ডের উপভোক্তারা। তাঁদের অভিযোগ, রঘুনাথপুর পুরসভার বিভিন্ন ওয়ার্ডে হাউস ফর অল সরকারি প্রকল্পে পাকা বাড়ি তৈরির অনুমোদন দেওয়া হয়। সেই পরিপ্রেক্ষিতে অনেকেই তাঁদের মাটির বাড়ি ভেঙে পাকা বাড়ি তৈরি করার কাজ শুরু করেন। কিন্তু তাদের অভিযোগ, প্রথম কিংবা দ্বিতীয় কিস্তির টাকা দেওয়ার পর আর টাকা না দেওয়ায় বর্ষার জলে মাথার ওপর ছাদ না তৈরি হওয়ার কারণে ভীষণ অসুবিধার মধ্যে পড়তে হয়েছে তাঁদের। তাই এদিন তাঁরা রঘুনাথপুর পুরসভার চেয়ারম্যানের কাছে বিক্ষোভ দেখান।

আন্দোলনকারীরাদের মধ্যে বিজয় বাউরি, চায়না বাউরিরা বলেন, 'আমরা রঘুনাথপুর পুরসভার সরকারি হাউস ফর অল প্রকল্পে পাকা বাড়ি তৈরি করার অনুমোদন পাই,সেই মত আমরা মাটির কাঁচা বাড়ি ভেঙে পাকা বাড়ি তৈরির কাজ শুরু করি। প্রথম ও দ্বিতীয় কিস্তির টাকা পাওয়ার পর আর টাকা না পেয়ে ছাদ ঢালাই করা সম্ভব হয়নি। তাই বর্ষার সময় তাঁদের মাথা ওপর ছাদ না থাকায় পড়তে হয়েছে ভীষণ অসুবিধাতে। তাই এদিন তাঁদের অসুবিধার কথা রঘুনাথপুর পুরসভার চেয়ারম্যানকে জানানো হয়।'

রঘুনাথপুর পুরসভার চেয়ারম্যান তরণী বাউরি বলেন, 'আমরা উপভোক্তাদের অসুবিধার কথা বারবার নির্দিষ্ট ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি। তাঁরা টাকা না পাঠালে পুরসভা কী ভাবে টাকা দেবে।' তবে কয়েকদিনের মধ্যেই উপভোক্তাদের বাড়ি তৈরির বকেয়া কিস্তির টাকা পেয়ে যাবেন বলে চেয়ারম্যান জানিয়েছেন।

বিধানসভার প্রস্তুতি শুরুর নির্দেশ সুকান্ত মজুমদারের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: বিধানসভা নির্বাচনের এখনও বছর দুয়েক সময় বাকি থাকলেও, নির্বাচনের প্রস্তুতি এখন থেকেই শুরু করে দিল ভারতীয় জনতা পার্টি। গঙ্গারামপুরে একটি কার্যকরণী বৈঠক থেকে তেমনই নির্দেশ দিলেন ভারতীয় জনতা পার্টির রাজ্য সভাপতি ড. সুকান্ত মজুমদার। পাশাপাশি সভায় সাংগঠনিক বিভিন্ন দিক নিয়েও আলোচনা হয়েছে বলেই তিনি জানান।

জানা গিয়েছে, শনিবার দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুর বিধানসভার টাউন মণ্ডলের একটি বর্ধিত কার্যকরণী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় একটি লজে আয়োজিত এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি ডঃ সুকান্ত মজুমদার, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা বিজেপির সভাপতি স্বরূপ চৌধুরী, গঙ্গারামপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক সত্যেন রায় সহ আরও অনেকে। লোকসভা নির্বাচনের মতো বিধানসভা নির্বাচনে যাতে ভালো ফল হয় সেজন্য আগে থেকেই কর্মীদের প্রস্তুতি শুরু করে দেওয়ার কথা তিনি বলেন।

এ বিষয়ে ভারতীয় জনতা পার্টির রাজ্য সভাপতি তথা কেন্দ্র শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ড. সুকান্ত মজুমদার বলেন, 'লোকসভা নির্বাচনে এই জেলা থেকে আমরা সাফল্য পেয়েছি। গঙ্গারামপুর টাউন মণ্ডল থেকে আমরা প্রায় ১৪ হাজারের বেশি লিড লোকসভা নির্বাচনে পেয়েছি। আগামী বিধানসভা নির্বাচনেও এই আসনটি আমরা জয়লাভ করব। তার প্রস্তুতি আমরা ইতিমধ্যে শুরু করে দিয়েছি। আগামী বিধানসভা নির্বাচনে এই আসনটি যাতে আমরা পুনরায় নরেন্দ্র মোদির হাতে তুলে দিতে পারি সেই বিষয়ে এবং সংগঠনকে আরও মজবুত করার বিষয়ে আজ আলোচনা হয়েছে।'

কারখানায় কর্মরত শ্রমিকের মৃত্যুতে দেহ রেখে ক্ষতিপূরণের দাবি, ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: কারখানায় কর্মরত অবস্থায় মৃত্যু হল এক ঠিকা শ্রমিকের। ঘটনাটি ঘটেছে কাঁকসার বাঁশকোপা এলাকায় একটি বেসরকারি ইস্পাত কারখানায়। শনিবার দুপুরে দেহ ময়নাতদন্তের জন্য মহকুমা হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়। পরে মৃতদেহ কারখানার সামনে রেখে ক্ষতিপূরণের দাবিতে বিক্ষোভ দেখান গ্রামবাসী ও পরিবারের সদস্যরা। ঘটনাস্থলে খবর পেয়ে কাঁকসা থানার পুলিশ পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা চালাতে গেলে পুলিশের সঙ্গে গ্রামবাসীদের ধস্তাধস্তি শুরু হয়ে যায়।

জানা গিয়েছে, মৃত ব্যক্তির নাম ছিদাম দাস। বয়স আনুমানিক ৫১ বছর। কাঁকসার বাঁশকোপা গ্রামে তাঁর শ্বশুর বাড়ি। কর্মসূত্রে তিনি শ্বশুরবাড়িতেই থাকতেন। শুক্রবার রাতে তিনি ওই বেসরকারি ইস্পাত কারখানায় কাজে যোগ দেন। রাত প্রায় ২টো নাগাদ কারখানার ভিতরে ডাম্প করে রাখা পাইপ থেকে একটি ভারী পাইপ ওই শ্রমিকের ওপর পড়ে যায়। গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন।

কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগ তুলে ক্ষতিপূরণের দাবি তোলেন শ্রমিকরা ও গ্রামবাসীরা। দীর্ঘক্ষণ ধরে কারখানায় বিক্ষোভ দেখানোর পর শনিবার বিকেলে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কারখানা কর্তৃপক্ষ বৈঠকে বসেন। পরিবারের সঙ্গে আলোচনা করার পর কারখানা কর্তৃপক্ষ ক্ষতিপূরণের আশ্বাস দিলে মৃতদেহ তুলে নিয়ে যান গ্রামবাসীরা। পরিবারের সদস্যদের অভিযোগ, এর আগেও ওই কারখানায় একাধিক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। কারখানা কর্তৃপক্ষের গাফিলতির কারণেই বারবার শ্রমিক মৃত্যুর ঘটনা ঘটছে বলে অভিযোগ। কোনও শ্রমিকের মৃত্যু ঘটলে তার ক্ষতিপূরণ নিয়ে কারখানা কর্তৃপক্ষ টালবাহানা শুরু করে দেয়। যার কারণেই কারখানার গেটে বিক্ষোভ দেখতে হয় পরিবারকে।

জমির জল নামলেও মাথায় হাত চাষিদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: জমি থেকে ধীরে ধীরে নামতে শুরু করেছে জল। কিছুটা স্বস্তি ফিরলেও, আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়ে মাথায় হাত কৃষকদের।

বাঁকুড়া জেলার সোনামুখী ব্লক কৃষিনির্ভর। এখানে বেশিরভাগ মানুষ চাষবাস করে সংসার অতিবাহিত করেন। ঘূর্ণাবর্তের কারণে গত দু'দিন ধরে লাগাতার বৃষ্টি হয় আর সেই বৃষ্টির কারণে একাধিক সবজি জমি জলের তলায় চলে গিয়েছিল। ধীরে ধীরে সেই সবজি জমি থেকে জল নামতে শুরু করেছে। এখনও অনেক সবজি জমি জলের তলায় রয়েছে। যেসব জমি থেকে জল ইতিমধ্যেই নামতে শুরু করেছে সেই সমস্ত কৃষকদের কিছুটা স্বস্তি ফিরলেও, সবজির যে ব্যাপক ক্ষতি হবে তা স্বীকার করে নিয়ে চরম দুশ্চিন্তায় পড়েছেন তাঁরা। যে টাকা খরচ করে তাঁরা সবজি চাষ করেছেন, সেই টাকা তাঁদের ঘরে ঢুকবে না বলেই জানাচ্ছেন। সবজির ক্ষতি হলে আগামী দিনে তাঁদের কীভাবে সংসার চলবে তাই ভেবে রাতের ঘুম ছুটেছে তাঁদের। তাদের দাবি, এই পরিস্থিতিতে আগামী দিনে সরকার তাঁদের আর্থিক ভাবে সহযোগিতা করলে ভীষণ ভাবে উপকৃত হবেন।

একদিনের বৃষ্টিতে জলমগ্ন হবিবপুর নিকাশি ব্যবস্থা বেহালের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: একদিনের বৃষ্টিতেই জলমগ্ন হবিবপুর ব্লকের আইহো গ্রাম পঞ্চায়েতের বিস্তীর্ণ এলাকা। এর ফলে বিজেপি পরিচালিত সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে অসন্তোষ ছড়িয়েছে গ্রামবাসীদের মধ্যে। শুক্রবার থেকে মালদায় শুরু হয়েছে অবিরাম বৃষ্টি। পাশাপাশি শনিবার সকালের দিকে হালকা মাঝারি বৃষ্টি হয়। এর ফলে আইহো গ্রাম পঞ্চায়েতের বকসিনগর, বিবেকানন্দপল্লি সহ বেশ কয়েকটি এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। নিকাশি ব্যবস্থা বেহাল হয়ে থাকার কারণেই ওইসব এলাকার ঘরবাড়িতেও বৃষ্টির জমা জল ঢুকে পড়ে। রীতিমতো এক হাঁটু জল পেরিয়ে ছাত্রছাত্রীদের যেমন স্কুল কলেজ যেতে সমস্যা হয়েছে, ঠিক তেমনই স্থানীয় গ্রামবাসীদের নিত্যদিনের কাজেও যাতায়াতের ক্ষেত্রে সমস্যায় পড়তে হয়েছে। যদিও বিজেপি পরিচালিত সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ দ্রুত নিকাশি ব্যবস্থার কথা জানিয়েছে।

উল্লেখ্য, হবিপুর ব্লকের আইহো গ্রাম পঞ্চায়েতে অনেক এলাকায় এখনও স্থায়ী নিকাশি ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি বলে অভিযোগ। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে এই গ্রাম পঞ্চায়েতটি দখল করে বিজেপি। এলাকার বিধায়ক বিজেপির। এমনকি হবিবপুর বিধানসভা কেন্দ্রটি উত্তর মালদা লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত। বিজেপি সাংসদ রয়েছেন খগেন মুর্মু। বকসিনগর, বিবেকানন্দপল্লি এলাকার অধিকাংশ বাসিন্দাদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরেই এইসব এলাকায় জল নিকাশির জন্য কোনও রকম ড্রেনের ব্যবস্থা করা হয়নি। ফলে সামান্য বৃষ্টিতেই জল দাঁড়িয়ে থাকছে। ফলে এলাকার মানুষ কখনও পাম্প মেশিন চালিয়ে, আবার কখনও নিজেরা দল বেঁধে বৃষ্টির জমা জল নিকাশির ব্যবস্থা করছেন। বর্ষার মরশুমে এমনিতেই মশাবাহিত রোগের আতঙ্ক রয়েছে। তার মধ্যে বৃষ্টির জমা জল নিকাশি না হলে দুর্ভোগে পড়তে হচ্ছে স্থানীয় গ্রামবাসীদের।

তৃণমূলের জেলার সহ-সভাপতি বাবলা সরকার জানান, হবিবপুরের আইহো গ্রাম পঞ্চায়েতে বিজেপি ক্ষমতায় রয়েছে। অথচ রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের বরাদ্দ টাকায় ওরা কোনও কাজ করছে না। বিধায়কও বিজেপির। কারও কোনও ভূমিকা নেই। ফলে বর্ষার মরশুমে সাধারণ মানুষকে চরম দুর্ভোগে পড়তে হচ্ছে। এই পরিস্থিতির জন্য বিজেপি দায়ী।

আইহো গ্রাম পঞ্চায়েতের বিজেপি দলের প্রধান বাসনা মণ্ডলের দাবি, মানুষ যদি সচেতন না হয় তা হলে পঞ্চায়েত কী করবে। নিকাশি ব্যবস্থার জন্য ইতিমধ্যে কয়েকটি জায়গায় ড্রেনের কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। কিন্তু যেখানে সেখানে যত্রতত্র জঞ্জাল ফেলে নিকাশি ব্যবস্থার অপব্যবহার করা হচ্ছে। এক্ষেত্রেই সামান্য বৃষ্টিতে জল জমে যাচ্ছে। যে সব জায়গায় বৃষ্টির জল জমছে, সেখানে পাম্প মেশিন চালিয়ে জল নিকাশির ব্যবস্থা করা হচ্ছে। পাশাপাশি খুব শীঘ্রই কয়েকটি এলাকায় স্থায়ী ভাবে ড্রেন তৈরির কাজ শুরু করে দেওয়া হবে।

কৃষ্ণনগরে সরকারি কর্মীদের বার্ষিক সভা, রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: নদিয়া ডিস্ট্রিক্ট প্রসেস সার্ভার অ্যান্ড অফিস পিওন্স কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড আয়োজিত বার্ষিক সাধারণ সভা ও স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হল শনিবার কৃষ্ণনগর রবীন্দ্রভবনে। এদিন প্রদীপ উজ্জ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন নবদ্বীপের বিধায়ক পুন্ডরীকাক্ষ সাহা সহ করিমপুরের বিধায়ক বিমলেন্দু সিংহ রায় প্রমুখ।

এদিন বার্ষিক সাধারণ সভার পাশাপাশি সমস্ত সরকারি কর্মীরা রক্তদান করেন ব্লাড ব্যাংকের রক্ত সংকট কাটাতে। একই সঙ্গে সংগঠনের মৃত সদস্যদের পরিবারের হাতে তাঁদের গঠিত অর্থের চেক প্রদান করা হয় এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে। এ বিষয়ে সংগঠনের চেয়ারম্যান ও কোষাধ্যক্ষ সাধন ঘোষ বলেন, 'সমস্ত সরকারি কর্মচারী সমন্বয়ে গঠিত এই সংগঠনের বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হল এদিন একই সঙ্গে রক্তদান শিবির। এদিন সমস্ত সদস্যদের উপস্থিতি এবং স্বতঃস্ফূর্ততা ছিল চোখে পড়ার মতো।

জলের তোড়ে প্রধান পিচ রাস্তা ভাঙায় ঝুঁকির পারাপার ১২টি গ্রামের মানুষের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: ঘূর্ণাবর্তের বৃষ্টির কারণে বাঁকুড়া জেলার বিভিন্ন প্রান্তেই সাধারণ মানুষদের সমস্যার বিভিন্ন চিত্র উঠে এসেছে। এবার জলের তোড়ে প্রধান পিচ রাস্তা ভেঙে যাওয়াতে চরম সমস্যার সম্মুখীন ১০ থেকে ১২টি গ্রামের সাধারণ মানুষরা।

বাঁকুড়া জেলার সোনামুখী ব্লকের রাধামোহনপুর পঞ্চায়েতের ফকিরডাঙা গ্রাম সংলগ্ন এলাকায় এই রাস্তা ভেঙে বিপত্তিতে পড়েন সাধারণ মানুষ। রাস্তা ভেঙে বড় খাল তৈরি হয় আর সেই খাল দিয়ে দ্রুতগতিতে বইছে জল। আর এই খাল দিয়েই এই মুহূর্তে একপ্রকার জীবনের ঝুঁকি নিয়েই পারাপার করতে হচ্ছে মানুষকে। গত দু'দিনের লাগাতার বৃষ্টিতে রাস্তার দু'দিকের খাল জলে পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছে। আর সেই জল রাস্তার ওপর দিয়ে বইতে থাকে। তখনই জলের স্রোতে রাস্তা ভেঙে এই বিপত্তি ঘটে। এই মুহূর্তে রাধামোহনপুর পঞ্চায়েতের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে

নিত্যানন্দপুর, বেলোয়া, সমিতিমান, পান্ডে পাড়া সহ বেশ কয়েকটি গ্রামের মানুষের। অন্যদিকে রাধামোহনপুর, ফকিরডাঙা, মেটেডাঙা, কুলডাঙা সহ বিভিন্ন এলাকার কৃষকরা সবজি নিয়ে পানাগড়, কাঁকসা সহ বিভিন্ন সবজি হাটে যাতায়াত করে থাকেন। এই মুহূর্তে তাঁদেরকেও চরম সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। এই খালের ওপর দিয়ে চারচাকা এবং মোটরসাইকেল সম্পূর্ণ যাতায়াত বন্ধ রয়েছে। সাইকেল ও পায়ে হেঁটে কোনও রকমে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে খাল পারাপার করছেন মানুষরা। তবে ইতিমধ্যেই প্রশাসনের তরফে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করা হয়েছে। এ বিষয়ে সোনামুখী ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কুশল বন্দ্যোপাধ্যায়কে ফোন করা হলে তিনি বলেন, 'আমরা অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে সাধারণ মানুষদের সমস্যার কথা মাথায় রেখে এই সমস্যার সমাধান কীভাবে করা যায় তার প্রচেষ্টা চালাচ্ছি।'

বিডিওকে বোতল ছোড়ার অভিযোগ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, অশোকনগর: টেন্ডার কমিটির বৈঠকে পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির বিরুদ্ধে বিডিওকে জলের বোতল ছুড়ে মারার অভিযোগ, অভিযোগ অস্বীকার সভাপতির জেলাশাসকের কাছে দু'পক্ষের অভিযোগ পালটা অভিযোগ। টেন্ডার কমিটির মিটিংয়ে বিডিও এবং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বচসা, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতিকে অশ্রাব্য ভাষায় ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার হুমকি দিতেই জলের বোতল হাতে নেন সভাপতি তবে ছুড়ে মারেননি এমনটাই দাবি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির। জেলাশাসকের কাছে দু'পক্ষের অভিযোগ দায়ের। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর ২৪ পরগনা জেলার হাবরা দু'নম্বর ব্লকের বিডিও অফিসে।

পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রতন দাস ওই বিডিও শীতাংশু শেখর শীটকে বোতল হাতে তেড়ে যান কিন্তু ছুড়ে মারেনি দাবি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির। বোতল বিডিওর গায়ে না লাগলেও পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষের গায়ে ওই বোতল লাগে জানান সভাপতি। সেই সঙ্গে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ। যদিও সংবাদ মাধ্যমের সামনে বিডিও এই বিষয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি। তবে তিনিও ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে গোটা বিষয়টির অভিযোগ জানিয়েছেন বলে সূত্রের খবর। পাশাপাশি জেলাশাসকের কাছেও পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির বিরুদ্ধে অভিযোগ জানানো হয় বলে খবর। বারাসত লোকসভার সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদারকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি জানান, ওঁদের দু'জনের মধ্যে একটা সমস্যা হয়েছে। গোটা বিষয়টি জেলাশাসক দেখছেন বিডিওর বিরুদ্ধে বেশ কিছু অভিযোগ আছে। পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রতন দাস জানিয়েছেন, বিডিও তাঁকে ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার কথা বলতে তিনি বোতল তুলেছিলেন কিন্তু তঁকে উদ্দেশ্য করে মারেননি। অশোকনগরের বিধায়ক তথা উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের সভাধিপতি নারায়ণ গোস্বামী বলেন, 'আমরা একই পরিবার তাই একসঙ্গে থাকতে গেলে থালা-ঘটি-বাটি টুকটাক সংঘর্ষ হয়। এটা ছোট বিষয় একসঙ্গে বসে মিটিয়ে নেওয়া যাবে।'

পরিযায়ী শ্রমিকের রহস্যজনক মৃত্যু: নদিয়ার ধুবুলিয়ার সাধনপাড়ার বাসিন্দা ২৯ বছরের নিমাই হালদার ঠিকাদারের কাজ করতে যান রাজস্থানের জয়পুরে। আর সেখানে গিয়েই তাঁর মৃত্যু হয়। পরিবারের লোকের দাবি, তাঁকে খুন করা হয়েছে। কিন্তু খুন নাকি আত্মহত্যা সেই রহস্য যেন ঘুরপাক খাচ্ছে। জয়পুর থেকে ৬১ কিলোমিটার দূরে দাওসা রেল স্টেশন এরিয়াতে ড্রেনে পড়ে থাকতে দেখা যায় নিমাইকে। পরিবারের আর্থিক অভাবে দেহ নদিয়ার ধুবুলিয়াতে না নিয়ে আসতে পেরে শুক্রবার রাজস্থানেই তাঁকে দাহ করা হয়। এলাকাবাসীর দাবি, খুবই গরিব ছিল এই পরিবারটি এবং ছেলেটি নিতান্তই খুবই ভালো ছিল। কেন এই ঘটনা ঘটল তা নিয়ে ধোঁয়াশার মধ্যে রয়েছে এলাকাবাসী এবং পরিবার। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর আগের কিছু ভিডিও ভাইরাল হওয়ায় অনুমান, তিনি কোন আতঙ্কের মধ্যে সেখানে ছিলেন।

এক মিনিটের টর্নেডোয় লন্ডভন্ড তারকেশ্বর ও ধনিয়াখালির গ্রাম

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: একে বৃষ্টিতে নাজেহাল বঙ্গবাসী। তার ওপর আবার টর্নেডো। এক মিনিটের ঝড়ে কার্যত লন্ডভন্ড তারকেশ্বর ও ধনিয়াখালির বেশ কয়েকটি গ্রাম। জানা যাচ্ছে, ঝড়ের দাপটে ভেঙে গিয়েছে বেশ কয়েকটি বাড়ি ও বড়-বড় গাছ। ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ, বিপর্যয় মোকাবিলার দল ও দমকল বাহিনী।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার সন্ধ্যা ৬ টা নাগাদ একটি ঘূর্ণিঝড় হয় তারকেশ্বরের দামোদর সংলগ্ন জিয়ারা গ্রামে। জিয়ারা থেকে ঝড় শুরু হয়ে সেটির শক্তিক্ষয় হতে হতে ধনিয়াখালির নিশ্চিন্তপুর হয়ে বর্ধমানের দিক সরে যায়। ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে জিয়ারা গ্রাম বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এছাড়াও নিশ্চিন্তপুর, হবিবপুর-মোহনপুর হয়ে সোনাগড়িয়ার দিকে দুর্বল হতে হতে সরে যায়। স্থানীয় বাসিন্দা বলেন, 'ঘুরপাক খেতে খেতে একটা বড় ঝড় এল। তারপর ভেঙে দিল গাছপালা। মাঠের মধ্যে একটা তেঁতুল গাছ ছিল, সেটা পুরো শিকড় সমেত উপড়ে গিয়েছে। এক মিনিটের ঝড়ে ক্ষয়ক্ষতি হয়ে গিয়েছে প্রচুর।'

দু'দিনের বৃষ্টিতে জলের তলায় সদ্য রোপণের ধানজমি

নিজস্ব প্রতিবেদন, তারকেশ্বর: চাষের জমি না পুকুর দেখে বোঝার উপায় নেই! টানা দু'দিনের বৃষ্টিতে জলের তলায় সদ্য রোপণ করা ধানের জমি। তারকেশ্বর ব্লকে হাজার হাজার বিঘা ধান জমি এখন জলের তলায়। কয়েকদিন আগেও যেখানে অনাবৃষ্টির কারণে মাথায় হাত ছিল চাষিদের সেখানে অতিবৃষ্টিতে এবার বাড়ছে চিন্তা।

হাওয়া অফিস বলছে, ২ দিনের মুষল ধারাতে বড়সড় বৃষ্টির ঘাটতি কমে গিয়েছে দক্ষিণবঙ্গে। শুক্রবার সন্ধ্যা পর্যন্ত ১৬ শতাংশ পর্যন্ত ঘাটতি কমল দক্ষিণবঙ্গে। জুন-জুলাই মিলিয়ে বর্ষার ঘাটতি ছিল ৪০ শতাংশ। অগস্টের প্রথম দু'দিনের বৃষ্টিতে ঘাটতি কমে হল ২৪ শতাংশ। সঠিক সময়ে বর্ষা না আসার কারণে এবছর জেলায় এমনিতেই দিন ১৫ পিছিয়েছিল আমন চাষ। বিক্ষিপ্ত বৃষ্টিতে চাষ শুরু করেছিলেন জেলার চাষিরা। অনেক জায়গায় সেচের মাধ্যমেই চলছিল কাজ।

এবার টানা গত দু'দিনের অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতের ফলে তারকেশ্বর-সহ বেশ কিছু ব্লকের হাজার হাজার বিঘা সদ্য রোপণ করা ধান জমি জলের তলায় চলে যাওয়ায় ধান উৎপাদন কম হওয়ার আশঙ্কা করছেন চাষিরা। সদ্য রোপণ করা ধান জমিতে জমা জল দু'-তিন দিনের মধ্যে সরে না গেলে মাঠেই পচে যাবে রোপণ করা বীজ। যার ফলে ওই জমিতে নতুন করে চাষ করার সম্ভবনা একেবারেই কম। কারণ নতুন করে বীজ বপন করে আবার চাষ শুরু করতে সময় লাগবে অনেকটাই। ফলে নতুন করে চাষ করা একেবারেই অসম্ভব বলে মনে করছেন চাষিরা।

ফলে স্বভাবিক ভাবেই কমবে উৎপাদন। দাম বাড়বে চালের। শুধু তারকেশ্বর নয়, গোঘাটের বিস্তীর্ণ এলাকার কৃষিজমি জলের তলায়। গোঘাটের শুনিয়া-ছুতুরিয়া প্রধানমন্ত্রী সড়ক যোজনা রাস্তার ওপর দিয়ে স্রোত বইছে। গ্রামেও ঢুকে গিয়েছে জল। চাষিরা বলছেন, পচতে শুরু করেছে সদ্য রোপণ করা ধান বীজ।

বাংলায় ১০ হাজার কোটি বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠকে

নয়াদিল্লি, ৩ অগস্ট: রাজ্যে উচ্চগতির সড়ক নির্মাণের সিদ্ধান্ত নিল কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা। শুক্রবার অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার বৈঠকে খড়্গপুর থেকে মোরগ্রাম চার লেনের জাতীয় সড়ক নির্মাণের সিদ্ধান্ত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে হওয়া বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে ২৩১ কিলোমিটার সড়কপথের জন্য ১০,২৪৭ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হবে।

মন্ত্রিসভার বৈঠকের পরে প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং তাঁর এক্স হ্যান্ডলে দেশে মোট আটটি উচ্চগতির করিডর তৈরির সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছেন। বলা হয়েছে, মোট ৯৩৬ কিলোমিটার এই সড়কপথের জন্য বরাদ্দ ৫০,৬৫৫ কোটি টাকা। এই প্রকল্পগুলির মধ্যে খড়্গপুর-মোরগ্রাম করিডর ছাড়াও রয়েছে আগরা থেকে গোয়ালিয়র ছয় লেনের করিডর, গুজরাতের থারাড়-আমদাবাদ ছয় লেনের করিডর, চার লেনের অযোধ্যা রিং রোড, চার লেনের রায়পুর-রাঁচি করিডর, ছয় লেনের কানপুর রিং রোড, চার লেনের গুয়াহাটি বাইপাস এবং পুণের কাছে আট লেনের নাসিক থেকে খেড় করিডর নির্মাণ করা হবে। এই রাস্তাগুলি তৈরি করতে বিপুল পরিমাণে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর্মসংস্থান তৈরি হবে বলেও দাবি করা হয়েছে। কেন্দ্রের দাবি, মোট ৪.৪২ কোটি শ্রমদিবস তৈরি হবে।

প্রতিটি করিডর নির্মাণের ফলেই সংশ্লিষ্ট পথে যাতায়াতের সময় অর্ধেক হয়ে যাবে বলে দাবি কেন্দ্রের। উল্লেখ করা হয়েছে, খড়্গপুর থেকে মোরগ্রাম করিডরের ফলে পশ্চিমবঙ্গের পাশাপাশি উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলিরও আর্থিক বিকাশ হবে। এই পথটি সম্পর্কে মন্ত্রিসভায় যে সিদ্ধান্ত হয়েছে তাতে চার লেনের হাই স্পিড করিডরটি হাইব্রিড অ্যানিউটি মোডে তৈরি করা হবে। খড়্গপুর এবং মোরগ্রামের মধ্যে এখন দুই লেনের জাতীয় সড়ক রয়েছে। এর পরে নতুন করিডর তৈরি হলে যান চলাচল পাঁচ গুণ হবে। এখন এই পথ পার হতে নয় থেকে ১০ ঘণ্টা সময় লাগে। কেন্দ্রের দাবি, নতুন করিডর পণ্য পরিবহণের সময় কমিয়ে তিন থেকে পাঁচ ঘণ্টা করে দেবে। ফলে খরচও অনেক কম হবে। দাবি করা হয়েছে, বাংলার সঙ্গে এক দিকে ওড়িশা, অন্ধ্রপ্রদেশের সঙ্গে যোগাযোগ বাড়বে। অন্য দিকে উত্তর-পূর্ব ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে যাওয়াও সহজ হবে।

‘মাদক-সন্ত্রাসে’র অভিযোগ উপত্যকার ৬ সরকারি কর্মীকে ছাঁটাই

শ্রীনগর, ৩ অগস্ট: কাশ্মীর উপত্যকায় ‘মাদক-সন্ত্রাস’-এ যোগ থাকার অভিযোগে কড়া পদক্ষেপ সরকারি কর্মীদের বিরুদ্ধে। চাকরি থেকে ছাঁটাই করে দেওয়া হয়েছে ছ’জনকে। তালিকায় রয়েছেন পাঁচ জন পুলিশকর্মী এবং এক জন সরকারি স্কুলের শিক্ষক। সূত্রের খবর, ওই ছ’জনের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ তদন্ত করে দেখা হয়েছিল। সেই তদন্তে উঠে আসে, ওই শিক্ষক ও পাঁচ পুলিশকর্মী পাকিস্তানি জঙ্গি গোষ্ঠী নিয়ন্ত্রিত মাদক কারবারের সঙ্গে যুক্ত।

এর পরই সংবিধানের ৩১১(২)(সি) অনুচ্ছেদ প্রয়োগ করে ওই ছয় সরকারি কর্মীকে চাকরি থেকে ছাঁটাই করে দিয়েছেন জম্মু ও কাশ্মীরের লেফটেন্যান্ট গভর্নর মনোজ সিং। সংবিধানের এই অনুচ্ছেদের আওতায়, রাষ্ট্রপতি বা রাজ্যপাল প্রয়োজন বোধ করলে রাষ্ট্রের নিরাপত্তার স্বার্থে কোনও অনুসন্ধান ছাড়াই কোনও সরকারি কর্মীকে চাকরি থেকে ছাঁটাই করতে পারেন।

উল্লেখ্য, মাদক মামলায় আগেই এই ছ’জন গ্রেপ্তার হয়েছিল। যে পাঁচ জন পুলিশকর্মীকে ধরা হয়েছিল, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন ফারুক আহমেদ শেখ, খালিদ হুসেন শাহ, রহমত শাহ, ইরশাদ আহমেদ চাকু ও সৈফ দিন। এর মধ্যে ফারুক ছিলেন হেড কনস্টেবল, বাকিরা কনস্টেবল। এ ছাড়া অপর ধৃত নাজম দিন ছিলেন সরকারি স্কুলের শিক্ষক।

ধৃতদের মধ্যে ওই হেড কনস্টেবল ও আরও দু’জন কনস্টেবলকে মাদক-সহ গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। সরকারি স্কুলের ওই শিক্ষকের থেকেও মাদক পাওয়া গিয়েছিল। এ ছাড়া বাকি দু’জনের মধ্যে এক জনের থেকে মিলেছিল হাওয়ালার টাকা। অন্য জনের থেকে মিলেছিল আগ্নেয়াস্ত্র। জম্মু ও কাশ্মীরের সরকারের এক আধিকারিককে উদ্ধৃত করে সংবাদ সংস্থা পিটিআই উল্লেখ করেছে, ‘পাঁচ পুলিশকর্মী ও এক শিক্ষক মাদক বিক্রি করে জঙ্গি সংগঠনে অর্থ জোগান দিতেন বলে প্রমাণ মিলেছে।’

নাবালিকাকে গণধর্ষণ

বুলডোজারে গুঁড়িয়ে গেল সপা নেতার বেকারি

লখনউ, ৩ অগস্ট: উত্তরপ্রদেশের অযোধ্যায় ১২ বছরের নাবালিকাকে গণধর্ষণের ঘটনায় এবার কড়া হাতে মাঠে নামল যোগী সরকার। এই ঘটনায় অন্যতম অভিযুক্ত সপা নেতা মইন খানের বেকারি বুলডোজারে গুঁড়িয়ে দিল প্রশাসন। পাশাপাশি এই ঘটনায় বাকি অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কড়া হাতে মাঠে নেমেছে যোগী সরকার।

১২ বছরের ওই নাবালিকাকে ধর্ষণের ঘটনায় রীতিমতো উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে উত্তরপ্রদেশের রাজনীতি। অভিযোগ, কয়েক মাস আগে চাষের জমিতে কাজ করার সময় নাবালিকাকে নিজের বেকারিতে নিয়ে এসে ধর্ষণ করেন সপা নেতা মইন খান ও তাঁর বেকারির কর্মীরা। গোটা ঘটনার ভিডিও রেকর্ড কড়া হয়। সেই ভিডিও ভাইরাল করার হুমকি দিয়ে ২ মাসেরও বেশি সময় ধরে বেকারির মধ্যেই ওই নাবালিকাকে গণধর্ষণ করে অভিযুক্তরা। এই ঘটনায় নাবালিকা গর্ভবতী হয়ে পড়লে প্রকাশ্যে আসে বিষয়টি। নাবালিকার মা স্থানীয় পুলিশ ফাঁড়িতে অভিযোগ জানাতে গেলেও সে অভিযোগ নেওয়া হয়নি। জানা যায়, যে জমিতে ওই পুলিশ ফাঁড়ি ছিল সেটি মইনের জমির উপর। এবং তা সরকারের তরফে ভাড়া নেওয়া হয়। ফলে সেখানে ওই সপা নেতার প্রভাব ছিল যথেষ্ট।

এদিকে ভয়ংকর এই ঘটনা প্রকাশ্যে আসার পর সঙ্গে সঙ্গে পদক্ষেপ নেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। ওই পুলিশ ফাঁড়ির দায়িত্ব প্রাপ্ত পুলিশ আধিকারিককে সাসপেন্ড করা হয়। এর পর শুক্রবার নির্যাতিতার মায়ের সঙ্গে দেখা করেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী। গোটা ঘটনা জানার পর দোষীদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপের নির্দেশ দেন তিনি। শনিবার দেখা যায় স্থানীয় পুরসভা বুলডোজার-সহ হাজির হয়েছে মইনের বেকারির সামনে। পুলিশ আধিকারিকদের উপস্থিতিতেই ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয় বেকারি। প্রশাসনের দাবি, বেআইনিভাবে ওই বেকারি তৈরি করা হয়েছিল। পাশাপাশি, এই ঘটনায় মইন খানের পাশাপাশি বাকি অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে পকসো আইনে মামলা দায়ের করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

পাশাপাশি এই ঘটনায় রাজনৈতিক উত্তাপও ক্রমশ চড়তে শুরু করেছে। জানা যাচ্ছে, নিজে সমাজবাদী পার্টির দাপুটে নেতা হওয়ার পাশাপাশি ফৈজাবাদের সপা সাংসদ অবধেশ প্রসাদের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ এই অভিযুক্ত। বিষয়টি নিয়ে বিধানসভাতেও সরব হন যোগী আদিত্যনাথ। অভিযোগ করেন, নাবালিকা ধর্ষণের মতো গুরুতর অভিযোগ সত্ত্বেও মইন খানের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ নেয়নি সপা। বিষয়টি নিয়ে সেভাবে মুখ খুলতে দেখা যায়নি সমাজবাদী পার্টিকেও।

হামাস প্রধানকে মারতে ইরানের ২ নাগরিক নিয়োগ

তেহরান, ৩ অগস্ট: হামাসের রাজনৈতিক প্রধান ইসমাইল হানিয়েহের হত্যাকাণ্ডের পিছনে রয়েছে মোসাদ। সূক্ষ্ম অপারেশন চালিয়ে তাদেরই দুজন এজেন্ট বোমা রেখে যান। সেই বিস্ফোরণেই মারা যান হানিয়েহ। আর একাজে ইজরায়েলের গুপ্তচর সংস্থা নিয়োগ করেছিল ইরানেরই দুই নাগরিককে! এমনটাই দাবি ইরান সেনার। সেদেশের দুই নিরাপত্তা কর্মীই একাজ করে দেশ থেকে পালিয়ে যান বলে জানা যাচ্ছে সেই সূত্র থেকেই।

জানা গিয়েছে, গত মে মাসে ইরানের প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম রাইসির শেষকৃত্যের সময়ই এই অপারেশনের পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু সেই সময় তা স্থগিত রাখতে হয় অত্যধিক ভিড়ের দিকে নজর রেখে। কেননা সেক্ষেত্রে ব্যর্থ হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি ছিল। এর পর বদল করা হয় পরিকল্পনায়। আর তার পরই মোসাদের ওই দুই এজেন্ট ইসলামিক রেভলিউশনারি গার্ড কর্পসের গেস্টহাউসের তিনটি আলাদা ঘরে বোমা রেখে আসেন। এখানেই হানিয়েহ থাকবেন বলে খবর পাওয়ার পরই এই পরিকল্পনা করা হয়।

পথ দুর্ঘটনায় একই পরিবারের পাঁচ জনের মৃত্যু

ভোপাল, ৩ অগস্ট: গাড়ির সঙ্গে ট্রাকের ধাক্কা প্রাণ কাড়ল একই পরিবারের পাঁচ জনের। মৃতদের মধ্যে চার বছরের এক শিশুও রয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে মধ্যপ্রদেশের সাগর জেলায়।

পুলিশ সূত্রে খবর, শুক্রবার সাগরে এক আত্মীয়ের বাড়িতে গিয়েছিলেন সুরেশ জৈন। সঙ্গে ছিলেন তাঁর স্ত্রী প্রভা, ছেলে শৈলেন্দ্র, পুত্রবধূ ন্যান্সি এবং নাতি উৎকর্ষ। বাড়ি ফেরার পথে সনোধা থানা এলাকায় জাতীয় সড়কে দুর্ঘটনা ঘটে। একটি ট্রাক উল্টো দিক থেকে এসে ধাক্কা মারে গাড়িটিকে। দুমড়েমুচড়ে যায় গাড়িটি। তার মধ্যে থাকা সব যাত্রী গাড়ির মধ্যে আটকে পড়েন। ঘটনা নজরে আসতেই স্থানীয়েরা ঘটনাস্থলে আসেন। আহতদের গাড়ি থেকে বার করা কাজ শুরু করেন। পুলিশ এসে আহতদের হাসপাতালে নিয়ে যায়। তবে চিকিৎসকেরা সকলকেই মৃত বলে ঘোষণা করেন।

কী ভাবে দুর্ঘটনা ঘটল, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। তাদের প্রাথমিক অনুমান, গাড়ি এবং ট্রাকের গতি বেশি থাকায় দুর্ঘটনাটি ঘটেছে।

চণ্ডীগড় আদালতের ভিতরে গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু আমলার

চণ্ডীগড়, ৩ অগস্ট: চণ্ডীগড় আদালতে গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু আমলার। শনিবার বিকেলে চণ্ডীগড়ের এক পারিবারিক আদালতে ঘটনাটি ঘটেছে। মৃতের নাম হরপ্রীত সিং। তিনি এক জন আইআরএস অফিসার। তিনি সেচ দপ্তরে কর্মরত ছিলেন। অভিযোগ ওই আমলার শ্বশুরই গুলি চালিয়েছেন। অভিযুক্তের নাম মলবিন্দর সিং সিধু। তিনি আবার পঞ্জাব পুলিশের সহকারী ইনস্পেক্টর জেনারেল পদে কর্মরত ছিলেন। বর্তমানে চাকরি থেকে নিলম্বিত।

স্থানীয় সূত্রে খবর, জামাইকে লক্ষ্য করে পাঁচটি গুলি চালিয়েছিলেন তিনি। তার মধ্যে দু’টি গুলি গিয়ে লাগে হরপ্রীতের গায়ে। মাটিতে লুটিয়ে পড়েন তিনি। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় আমলার। শেষ পাওয়া খবর পর্যন্ত জানা গিয়েছে, ওই আমলার সঙ্গে তাঁর শ্বশুরের একটি পারিবারিক বিবাদ চলছিল। সেই নিয়েই মামলা চলছিল আদালতে। শনিবার মামলা সংক্রান্ত কাজের জন্যই চণ্ডীগড় আদালতে গিয়েছিলেন দুই পক্ষ। সূত্রের খবর, দু’পক্ষের মধ্যে মধ্যস্থতার পর্ব চলছিল। সেই সময়েই মলবিন্দর ও হরপ্রীত উভয়েই শৌচালয়ে প্রবেশ করেন। কিছু ক্ষণ পর শৌচালয় থেকে বাইরে আসতেই হরপ্রীতকে লক্ষ্য করে পাঁচটি গুলি চালান তাঁর শ্বশুর। রক্তাক্ত অবস্থায় ঘটনাস্থলে লুটিয়ে পড়েন হরপ্রীত। ঘটনাস্থলের যে ভিডিয়ো প্রকাশ্যে এসেছে, তাতে রক্তাক্ত হরপ্রীতের পাশে থাকা এক ব্যক্তিকে সাহায্যের জন্য চিৎকার করতে দেখা যায়। পরে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

দিল্লি-এনসিআর-এ খুলতে চলেছে কিসনা জুয়েলারির নতুন শোরুম

নয়াদিল্লি, ৩ অগস্ট: কিসনা ডায়মন্ড অ্যান্ড গোল্ড জুয়েলারি নিজেদের সপ্তম ও অষ্টম এক্সক্লুসিভ শোরুম খুলতে চলেছে দিল্লি, এনসিআর-এ। নয়ডা ও ওম্যাক্স চকে এই শোরুমগুলো খুলতে চলেছে বলে ঘোষণা করা হয়েছে। এই শোরুমগুলো ভারতে কিসনা-র ৩০তম ও ৩১তম শোরুম হতে চলেছে। আরও বেশি গ্রাহকের কাছে নিজেদের অভিনব হিরে ও সোনার গয়নার কালেকশন তুলে ধরার লক্ষ্য নিয়ে এই শোরুমগুলো খুলতে চলেছে। এই শোরুমগুলোর উদ্বোধন করেন হরিকৃষ্ণ গ্রুপের ফাউন্ডার ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর ঘনশ্যাম ঢোলাকিয়া, কিসনা ডায়মন্ড ও গোল্ড জুয়েলারির ডিরেক্টর পরাগ শাহ।

e-Tender Notice

e-Tenders are invited by the Prodhan Bethuadahari-I Gram Panchayat, Nakashipara Block, Nadia. NIET No: WB/NADIA/BETHUADAHARI-I GP/NIET-01/2nd Call/CFC/2024-25. Dated: 02/08/2024. Bid submission closing date: 12/08/2024 at 12 noon (may be very as per availability of slot e-tender site). Technical Bid open: 13/08/2024 after 2 PM. For more details please visit: **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan
Bethuadahari-I Gram Panchayat, Nakashipara Block, Nadia.

e-Tender Notice

e-Tenders are invited by the Prodhan Bethuadahari-I Gram Panchayat, Nakashipara Block, Nadia. NIET No: WB/NADIA/BETHUADAHARI-I GP/NIET-05/5th SFC/2024-25. Dated: 02/08/2024. Bid submission closing date: 20/08/2024 at 5 P.M. (may be very as per availability of slot e-tender site). Technical Bid open: 22/08/2024 after 2 PM. For more details please visit: https://wbtenders.gov.in

Sd/- Prodhan
Bethuadahari-I Gram Panchayat, Nakashipara Block, Nadia.

KRISHNANAGAR MUNICIPALITY
Krishnanagar, Nadia

The Chairman, Krishnanagar Municipality invites **NIeT No: WBMAD/ULB/KRISHNANAGAR/NIT-13/2024-25** for **"Supplying Sal-bullah piles at work site, including dressing and making one end pointed for one year period at different Ward within Krishnanagar Municipality."** The intending Bidders are requested to visit the website:**https://wbtenders.gov.in** for details. Tender id : **2024_MAD_727756_1**.

Sd/-
Chairman
Krishnanagar Municipality

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

RAMKARCHAR GRAM PANCHAYAT
HARINBARI, SAGAR, SOUTH 24 PARGANAS
ABRIDGED NIT

e-Tenders are being invited from the bidders w.r.t. Tender **ID No. 2024_ZPHD_727855_1 to 2024_ZPHD_727855_3 (Construction of CCR) is dated 03-08-2024.** Last date of tender dropping **12-08-2024 up to 06.00 P.M.** and opening date of the tenders **16-08-2024 at 10.00 A.M.** For details plz. see the website **www.wbtenders.gov.in** or office notice board.

Sd/- PRADHAN
RAMKARCHAR GRAM PANCHAYAT

Durgapur Municipal Corporation
City Centre, Durgapur - 713216, Dist.- Paschim Bardhaman
Notice Inviting e-Tender

1) Name of the Work: Installation of 2 No. Mark II Tubewell by Rig Boring System at DVC More Najurul Pally Bastee within Ward No.- 20, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/WS/COMM/NIT-85/24-25
Tender ID : 2024_MAD_727927_1 • Estimated Amount : 5,97,426/-
Last Date : 12th August 2024, up to 5:00 pm

CORRIGENDUM NOTICE
Tender ID : 2024_MAD_716793_1
Tender Reference Number : WBDMC/WS/COMM/NIT-78/24-25
The Bid Submission Closing Date will be 10-08-2024 up to 5.00 PM in lieu of 02-08-2024 upto 5.00 PM and Bid Opening Date will 13-08-2024 after 11.00 AM in lieu of 05-08-2024 after 11.00 AM. The Pre Bid Meeting will be held on 07-08-2024 at 3.00 P.M. at DMC Office. The other terms and conditions will remain unchanged.
For details : **wbtenders.gov.in**
Sd/- Executive Engineer
Durgapur Municipal Corporation

হাওড়া ডিভিসনে এটিভিএম কিয়স্ক ও এসএমসি টার্মিনাল সেটের রক্ষণাবেক্ষণ সহায়তা

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং : কম-সিএফ-এএমসি-এটিভিএম-১৯-এইচডব্লুএইচ-২৪ তারিখ ০২.০৮.২০২৪
সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, হাওড়া ডিভিসন, পূর্ব রেলওয়ে, রেল যাত্রী নিবাস (৫ম তল), নতুন কমপ্লেক্স, হাওড়া স্টেশন, নিম্নলিখিত কাজের জন্য সংস্থা/কোম্পানির নিকট থেকে ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন : **স্থানসহ কাজের নাম:** ২ বছর মেয়াদের জন্য হাওড়া ডিভিসনে ১৯টি এটিভিএম কিয়স্ক এবং স্পেয়ার পার্টের ব্যবস্থা সহ ১৩টি এসএমসি টার্মিনাল সেটের (এসএমসি টার্মিনাল, আরএফআইডি কার্ড রিডার এবং ডট ম্যাট্রিক্স প্রিন্টার) বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি (এএমসি)। **টেন্ডার মূল্য :** ৯,৯০,০২০ টাকা। **চুক্তির মেয়াদ :** ২ বছর। **বায়নামূল্য :** ১৯,৮০০ টাকা। **অফারের বৈধতা :** টেন্ডার খোলার তারিখ থেকে ৪৫ দিন। **ওয়েবসাইট ঠিকানা যেখান থেকে টেন্ডার ফর্ম ও নথি পাওয়া যাবে :** www.ireps.gov.in **বিডিং শুরুর তারিখ :** ১৩.০৮.২০২৪। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় :** ২৭.০৮.২০২৪ তারিখ দুপুর ২টো। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময়:** ২৭.০৮.২০২৪ তারিখ দুপুর ৩টে। **বি.দ্র. :** টেন্ডার জমার আগে কাজের পরিধি সম্বন্ধে কোনও প্রশ্ন থাকলে, দরদাতারা যে কোনও কাজের দিন কাজের সময়ের মধ্যে সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, হাওড়া ডিভিসন, পূর্ব রেলওয়ে, রেল যাত্রী নিবাস (৫ম তল), নতুন কমপ্লেক্স, হাওড়া স্টেশন, এই কার্যালয়ের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। দর কেবলমাত্র অনলাইনেই জমা করতে হবে। কোনও ম্যানুয়াল অফার গ্রহণ করা হবে না।
(HWH-200/2024-25) **সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার/হাওড়া**
পূর্ব রেলওয়ে
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

ওয়েবসোল এনার্জি সিস্টেম লিমিটেড
সিআইএন : L29307WB1990PLC048350
রেজিঃ অফিস : প্লট নং ৮৪৯, ব্লক-পি৪৮, প্রমথ চৌধুরি সরণি, ৩য় তল, নিউ আলিপুর, কলকাতা-৭০০০৫৩, ফোন: (০৩৩) ২৪০০০৪১৯
ইমেল: websol@webelsolar.com, ওয়েবসাইট: www.webelsolar.com

৩০ জুন, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ (₹ কোটিতে)

ক্র. নং	বিবরণ	তিন মাস সমাপ্ত			বর্ষ সমাপ্ত
		৩০.০৬.২০২৪	৩১.০৩.২০২৪	৩০.০৬.২০২৩	৩১.০৩.২০২৪
		অনিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত
১	কার্যাদি থেকে মোট আয়	১১১.৬০	২৪.৮৭	০.১৮	২৫.৮৬
২	সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (কর এবং ব্যতিক্রমী দফা পূর্ব)	৩১.৮১	(৩১.৪৫)	(৫.৬৯)	(৪৭.৬৮)
৩	কর পূর্ব সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী দফা পরবর্তী)	৩১.৮১	(৩৬.২৪)	(৫.৬৯)	(১৫২.৬৮)
৪	কর পরবর্তী সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী দফা পরবর্তী)	২২.৮৮	(৫৮.৫৭)	(৫.০০)	(১২০.৯৬)
৫	এই সময়ের জন্য মোট ব্যাপক আয় (সময়কালের জন্য মুনাফা এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় নিয়ে গঠিত)	২২.৮২	(৫৮.৮২)	(৫.০০)	(১২১.২১)
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (ফেস ভ্যালু ₹ ১০/-)	৪২.২১	৪২.২১	৩৮.৮০	৪২.২১
৭	পুনর্মূল্যায়ণ সংরক্ষণ ব্যতীত অন্যান্য ইক্যুইটি	-	-	-	৬৫.৫১
৮	শেয়ার প্রতি আয় (প্রতিটি ₹ ১০/-)				
	(ক) মৌলিক (₹)	৫.৪২	(১৩.৫৩)	(১.২৯)	(২৯.৯৯)
	(খ) মিশ্রিত (₹)	৫.৪২	(১৩.৫৩)	(১.২৯)	(২৯.৯৯)

দ্রষ্টব্য :
১. উপরোক্তটি সেবি (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ -এর রেগুলেশন ৩৩ অধীন স্টক এক্সচেঞ্জে ফাইল করা অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটের সারাংশ।
২. আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট পাওয়া যাবে স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট যথা বিএসই ওয়েবসাইট (www.bseindia.com), এনএসই ওয়েবসাইট (www.nseindia.com) এবং কোম্পানির ওয়েসাইট (www.webelsolar.com) -এ।

পরিচালন পর্ষদের পক্ষে
ওয়েবসোল এনার্জি সিস্টেম লিমিটেড
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
স্বাক্ষরের স্থান : কলকাতা
তারিখ : ৩ অগস্ট, ২০২৪

TITAGARH RAIL SYSTEMS LIMITED
টিটাগড় রেল সিস্টেমস লিমিটেড
(পূর্বতন টিটাগড় ওয়াগনস লিমিটেড)
CIN : L27320WB1997PLC084819
রেজিস্টার্ড অফিস : পোদ্দার পয়েন্ট, ১১তম তল, ১১৩ পার্ক স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০১৬,
যোগাযোগ : +৯১ ৩৩ ৪০১৯০৮০০, ফ্যাক্স : +৯১ ৩৩ ৪০১৯০৮২৩
ওয়েবসাইট : www.titagarh.in ইমেল : investors@titagarh.in

২৭ তম বার্ষিক সাধারণ সভা এবং ই-ভোটিং তথ্যের বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে টিটাগড় রেল সিস্টেমস লিমিটেড (‘কোম্পানি’) এর সদস্যদের **২৭ তম বার্ষিক সাধারণ সভা (“এজিএম”) মঙ্গলবার, ২৭ আগস্ট, ২০২৪ তারিখ সকাল ১১টায় (আইএসটি)** অনুষ্ঠিত হবে শুধুমাত্র ভিডিও কনফারেন্সিং (**“ভিসি”**)/অন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল মিনস (**“ওএভিএম”**) মাধ্যমে, ৩০ জুলাই, ২০২৪ তারিখের নোটিশে উল্লিখিত বিষয়সমূহ সম্পাদনের জন্য।

কোম্পানির সদস্যদের এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে ৩১ মার্চ, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত আর্থিক বছরের জন্য এজিএম এবং বার্ষিক প্রতিবেদনের নোটিশ পাঠানোর কাজটি ৩ আগস্ট, ২০২৪ তারিখে পাঠানো হয়েছে সংশ্লিষ্ট নিয়ম আবশ্যক মতে।

৩১ মার্চ, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত আর্থিক বছরের জন্য এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি এবং কোম্পানির বার্ষিক রিপোর্ট কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.titagarh.in** এবং ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড (এনএসই) **www.nseindia.com** এবং বিএসই লিমিটেড (বিএসই) **www.bseindia.com**-এর ওয়েবসাইটে পাওয়া যায় যেখানে কোম্পানির শেয়ার তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। এজিএমের বিজ্ঞপ্তিটি ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড (এনএসডিএল)-এর ই-ভোটিং ওয়েবসাইটেও **www.evoting.nsdl.com** পাওয়া যাচ্ছে।

কোম্পানি আইন, ২০১৩ (‘অ্যাক্ট’) এর ধারা ১০৮-এর বিধানগুলির পরিপ্রেক্ষিতে কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধিমালা, ২০১৪ এর ২০ এবং সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) ২০১৫ (লিস্টিং অবলিগেশনস) এর প্রবিধান ৪৪ অধীনে কোম্পানি বৈদ্যুতিন মাধ্যমে ভোট দেওয়ার সুবিধা প্রদান করছে (ই-ভোটিং) রিমোট ই-ভোটিং (অর্থাৎ এজিএমের আগে ভোট দেওয়ার সুবিধা) এবং এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিং তাদের সদস্যদের যাতে তারা সংশ্লিষ্ট প্রস্তাগুলি এজিএমে অনুমোদনের ক্ষেত্রে তাদের ভোট দেওয়ার অধিকার প্রয়োগ করতে পারে। কোম্পানিটি ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড (এনএসডিএল) এর সেবা নিযুক্ত করেছে ই-ভোটিং উদ্দেশ্যে অনুমোদিত সংস্থা হিসাবে। ই-ভোটিং এর বিস্তারিত নির্দেশনা এজিএমের বিজ্ঞপ্তিতে দেওয়া আছে।

দূরবর্তী ই-ভোটিং শুরু হবে **শুক্রবার, ২৩ আগস্ট, ২০২৪ তারিখ সকাল ৯টায় (আইএসটি)** এবং শেষ হবে **সোমবার, ২৬ আগস্ট, ২০২৪ তারিখ বিকাল ৫টায় (আইএসটি)** এবং তারপরে দূরবর্তী ই-ভোটিং মডিউলটি ভোট দেওয়ার জন্য এনএসডিএল দ্বারা নিষ্ক্রিয় করা হবে। যে সদস্যরা দূরবর্তী ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে তাদের ভোট দিয়েছেন তারা এজিএম-এ যোগ দিতে পারবেন কিন্তু আবার তাদের ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না।

শুধুমাত্র সেই সমস্ত সদস্যদের নাম যাদের নাম কোম্পানির সদস্যদের রেজিস্টারে বা ডিপোজিটরির দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণকৃত সুবিধাজনক মালিকদের রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, অর্থাৎ কাট অফ ডেট মঙ্গলবার, ২০ আগস্ট, ২০২৪ তারিখে, তারা দূরবর্তীভাবে তাদের ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন এজিএম চলাকালীন রিমোট ই-ভোটিং বা ই-ভোটিং-এ অংশ নেওয়ার জন্য। যারা কাট-অফ তারিখে সদস্য নন তাদের সেই অনুযায়ী শুধুমাত্র তথ্যের উদ্দেশ্যে এজিএম বিজ্ঞপ্তিটি বিবেচনা করা উচিত।

প্রকৃত আকারে শেয়ার ধারণকারী যেকোন ব্যক্তি এবং যে ব্যক্তিরা এজিএম-এর নোটিশ পাঠানোর পরে কোম্পানির সদস্য হন এবং কাট-অফ তারিখে বা তার আগে শেয়ার ধারণ করেন তারা এনএসডিএল- **evoting@nsdl.co.in** বা মহেশ্বরী ডেটামেটিকস প্রা. লি. রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ) **mdpldc@yahoo.com** বা কোম্পানি **investors@titagarh.in**-এ এজিএম চলাকালীন দূরবর্তী ই-ভোটিং বা ই-ভোটিংয়ের জন্য ব্যবহারকারীর আইডি এবং পাসওয়ার্ডের জন্য অনুরোধ করতে পারেন। এই বিষয়ে আরও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিতে দেওয়া আছে।

ফিজিক্যাল মোডে শেয়ার ধারণকারী সদস্যরা এবং যারা কোম্পানির সাথে তাদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন/আপডেট করেননি তাদের ইমেল ঠিকানা এবং অন্যান্য কেওয়াইসি বিশদ আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে ফর্ম আইএসআর - ১ আরটিএ যথাযথভাবে পূরণ করা এবং স্বাক্ষরিত এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক ফর্ম এবং সমর্থনকারী নথিগুলি জমা দিয়ে **mdpldc@yahoo.com** এবং কোম্পানি **investors@titagarh.in**-এ। ডিম্যাটেরিয়ালাইজড মোডে শেয়ার ধারণকারী সদস্যদের ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের পরামর্শ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের সাথে তাদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন/আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

ই-ভোটিং এবং কোম্পানির ভার্চুয়াল এজিএমে যোগদানের বিষয়ে বিস্তারিত নির্দেশাবলীর জন্য সদস্যদের এজিএম বিজ্ঞপ্তিটি মনোযোগ সহকারে পড়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

উপরে উল্লিখিত যে কোনও বিষয়ে কোনও প্রশ্ন/অভিযোগের ক্ষেত্রে, সদস্যরা যোগাযোগ করতে পারেন শ্রী অমিত বিশাল, অ্যাসিস্ট্যান্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট, এনএসডিএল, ট্রেড ওয়ার্ল্ড, ‘এ’ উইং, ৫ম তল, কমলা মিলস কম্পাউন্ড, সেনাপতি বাপত মার্গ, লোয়ার পারেল, মুম্বাই ৪০০ ০১৩ টেলিফোন নম্বর ০২২-৪৮৮৬ ৭০০০ বা ০২২-২৪৯৯ ৭০০০ বা **amitv@nsdl.co.in**-এ ই-মেইল আইডিতে বা বিকল্পভাবে কোম্পানির সচিবালয়কে **investors@titagarh.in**-এ লিখতে পারেন।

কোম্পানি মেসার্স সুশীল গোয়েল অ্যান্ড কোং-এর শ্রী সুশীল গোয়েলকে সার্টিফিকেট প্র্যাকটিস নং ৮২৮৯, কোম্পানি সেক্রেটারি-কে স্ক্রুটিনাইজার হিসেবে নিযুক্ত করেছে সম্পূর্ণ ই-ভোটিং প্রক্রিয়াটি সুষ্ঠু ও স্বচ্ছভাবে যাচাই-বাছাই করার জন্য।

এজিএম শেষ হওয়ার পর থেকে দুই কার্যদিবসের মধ্যে ভোটের ফলাফল ঘোষণা করা হবে। ঘোষিত ফলাফলগুলি, স্ক্রুটিনাইজারের রিপোর্ট সহ, কোম্পানির ওয়েবসাইটে **www.titagarh.in**-এ স্থাপন করা হবে এবং কোম্পানির শেয়ারগুলি তালিকাভুক্ত স্টক এক্সচেঞ্জগুলিতে এবং এনএসডিএল -এর ই-ভোটিং ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে।

লিস্টিং রেগুলেশনের আইনের ধারা ৯১ এবং রেগুলেশন ৪২ অনুসারে, এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে **কোম্পানির সদস্যদের নিবন্ধন এবং শেয়ার ট্রান্সফার বই বুধবার, ২১ আগস্ট, ২০২৪ থেকে মঙ্গলবার, ২৭ আগস্ট, ২০২৪ পর্যন্ত বন্ধ থাকবে (উভয় দিন সহ)** এজিএম এবং লভ্যাংশ প্রদানের উদ্দেশ্যে।

টিটাগড় রেল সিস্টেমস লিমিটেড’এর পক্ষে
(পূর্বতন টিটাগড় ওয়াগনস লিমিটেড)
স্বা/-
দীনেশ আর্য
কোম্পানি সেক্রেটারি এবং চিফ কমপ্লায়েন্স অফিসার
স্থান : কলকাতা
তারিখ : ৩ আগস্ট ২০২৪

অলিম্পিকে সোনা জয়ের হ্যাটট্রিক সিমোন বাইলসের

নিজস্ব প্রতিনিধি: তিনি এলেন, দেখলেন, জয় করলেন। প্যারিস অলিম্পিকে তৃতীয় সোনা জিতলেন সিমোন বাইলস। দলগত বিভাগ ও অলরাউন্ড ফাইনালে সোনার পরে ব্যক্তিগত ভল্ট ফাইনালেও সোনা জিতলেন আমেরিকার জিমন্যাস্ট। অলিম্পিকে সব মিলিয়ে সাতটি সোনা হল তাঁর। সকলকে ছাপিয়ে সর্বকালের সেরা হওয়ার পথে এগোচ্ছেন আমেরিকার জিমন্যাস্ট।

ভল্টের ফাইনালে চার নম্বর প্রতিযোগী ছিলেন বাইলস। তাঁর আগে যে তিন জন ছিলেন

তাঁরা সে রকম ভাল করতে পারেননি। ফলে বাইলসের আত্মবিশ্বাস চরমে ছিল। প্রথম ভল্টে তিনি ১৫.৭০০ স্কোর করেন। সেখানেই সোনা প্রায় নিশ্চিত করে ফেলেন তিনি। পরের ভল্টে ১৪.৯০০ স্কোর করেন বাইলস। তাঁর গড় স্কোর হয় ১৫.৩০০। বাকিদের থেকে অনেকটাই বেশি।

বাইলসের প্রধান দুই প্রতিপক্ষ ছিলেন সতীর্থ জেড ক্যারে ও ব্রাজিলের রেবেকা আন্দ্রাদে। রেবেকা ছিলেন সপ্তম প্রতিযোগী। প্রথম ভল্টে ১৫.১০০ স্কোর করেন তিনি। দ্বিতীয় ভল্টে স্কোর করেন ১৪.৮৩৩। গড় ১৪.৯৬৬ স্কোর করে দ্বিতীয় স্থানে শেষ করেন তিনি। দলগত প্রতিযোগিতায় ভল্টে সবচেয়ে বেশি স্কোর করেছিলেন রেবেকা। এখানে রুপো জেতেন তিনি। একেবারে শেষ প্রতিযোগী ছিলেন ক্যারে। তিনি প্রথম ভল্টে ১৪.৭৩৩ স্কোর করেন। দ্বিতীয় ভল্টে স্কোর করেন ১৪.২০০। গড় ১৪.৪৬৬ স্কোর করে তৃতীয় স্থানে শেষ করেন তিনি। বাইলসের সোনার পাশাপাশি ক্যারে আমেরিকাকে ব্রোঞ্জ এনে দেন।

‘ফেলপস’ হতেই কি জন্ম মারশাঁর

নিজস্ব প্রতিনিধি: মাইকেল ফেলপসের মতো? যাহ, সে আবার হয় নাকি! একজন মানুষ, হ্যাঁ মানুষই। পাঁচটি অলিম্পিকে অংশ নিয়ে ২৮টি পদক জিতেছেন, যার ২৩টিই সোনা। অলিম্পিক ইতিহাসে পদক জয়ে কিংবা সোনা জয়ে ফেলপসই শেষ কথা। কেউ কেউ বলেন, মাইকেল ফেলপস একজনই।

কিন্তু লিঁও মারশাঁকে তবু মাইকেল ফেলপসের সঙ্গে তুলনা করা হচ্ছে। বিশেষ করে কাল রাতে ২০০ মিটার ব্যক্তিগত মেডলিতে মারশাঁ সোনা জয়ের পর তুলনাটা আরও বেশি করে ডালপালা মেলেছে। কী দারুণ একটি সপ্তাহ-ই না গেল মারশাঁর! ছেলেদের ৪০০ মিটার ব্যক্তিগত মেডলি, ২০০ মিটার বাটারফ্লাই, ২০০ মিটার ব্রেস্টস্ট্রোক ও ২০০ মিটার ব্যক্তিগত মেডলিতে জিতেছেন সোনা। চারে চার! মারশাঁর ভাষায় যা ‘পারফেক্ট সপ্তাহ’। আরেকটু শুনতে পারেন তাঁর মুখেই, ‘মনে হয় না এ সপ্তাহে কোনো ভুল করেছি। একদম নিখুঁত।’

মারশাঁ কী করেছেন, তবু যেন ঠিক বোঝানো গেল না। চারটি ইভেন্টের সব কটিতেই গড়েছেন নতুন অলিম্পিক রেকর্ড। এর মধ্যে অলিম্পিকের বাটারফ্লাই ও ব্রেস্টস্ট্রোক;দুই ইভেন্টেই মারশাঁর আগে কেউ পদক জেতেনি। বলা হচ্ছে, এ দুটি ইভেন্ট জিতে মারশাঁ নিজের জাত চিনিয়ে দিয়েছেন। পরশু যা করলেন, তাতে ফিরে এলেন ফেলপসও। ২০০৮ বেইজিং অলিম্পিকে ফেলপসের পর প্রথম পুরুষ সাঁতারু হিসেবে এক গেমসেই চারটি ব্যক্তিগত সোনা জিতলেন মারশাঁ।

২০০ মিটার ব্যক্তিগত মেডলিতে তাঁর টাইমিং দেখুন;১ মিনিট ৫৪.০৬ সেকেন্ড। ইতিহাসে দ্বিতীয় সেরা দ্রুততম টাইমিং। শুধু কী তা,ই, এ ইভেন্টে নতুন যে অলিম্পিক রেকর্ড গড়লেন, সেটাও ফেলপসকে পেছনে ফেলে। ১৬ বছর আগের সেই বেইজিং গেমসে ফেলপসের ১ মিনিট ৫৪.২৩ সেকেন্ডের রেকর্ড ভেঙেছেন মারশাঁ।

হিটে দ্বিতীয় হয়ে নিজেকেই দোষ দিচ্ছেন নোয়া, ১০০ মিটারে তাঁকে টক্কর দিতে তৈরি জামাইকার কিশানে

নিজস্ব প্রতিনিধি: অলিম্পিকের গেমস ভিলেজে তিনি ছদ্মবেশে ঘুরে বেড়ান। বাকিদের নজর এড়াতে চোখে সানগ্লাস, মাথায় টুপি এবং কখনও সখনও মুখে মাস্ক পরে ঘুরে বেড়াতে দেখা যায় তাঁকে। কিন্তু ট্র্যাকে নামলে তাঁকে চিনতে অসুবিধা হয় না কারও। সেই নোয়া লাইলস কিছুটা হতাশই করলেন পুরুষদের ১০০ মিটারের প্রথম রাউন্ডে। তার পরে দোষ দিলেন নিজেকেই। প্রথম রাউন্ডে নজর কাড়লেন নোয়ার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী কিশান থমসন এবং লুই হিঞ্চলিফ।

দৌড় শেষের পর নোয়া বলেছেন, তপ্রত্যেকেই এখানে নিজেদের প্রমাণ করতে এসেছে। অলিম্পিক্সের মতো প্রতিযোগিতাকে কিছুটা ছোট করে দেখার ফল পেলাম। আমার কাছে আজকের ফল একটা শিক্ষা। কেউ যখন ট্র্যাকের লাইনে দাঁড়ায়, তখন সে নিজের সেরাটা দিতেই নামে। আজকের মতো ভুল আর কখনও হবে না। আমিও সেরাটা দিতে তৈরি।দ

স্টার্টিং ব্লকে দাঁড়িয়ে মজা করতে দেখা যাচ্ছিল নোয়াকে। কখনও ক্যামেরার দিকে পোজ দিচ্ছেন, কখনও আমেরিকার পতাকার রংয়ে রাঙানো নখ দেখাচ্ছেন, কখনও অদৃশ্য প্রতিদ্বন্দ্বীর উদ্দেশে ঘুসি ছুড়ছেন। কিন্তু দৌড়ের সময় নিজস্ব ছন্দ দেখা গেল না। হিটে দ্বিতীয় স্থানে শেষ করলেন। সময় নিয়েছেন ১০.০৪ সেকেন্ড।

শনিবারের আটটি হিটে সবার আগে শেষ করেছেন দু’জন। আমেরিকার কেনেথ বেদনারেক এবং ফ্রেড কার্লে ৯.৯৭ সেকেন্ড সময় করেছেন। দু’জনেই নোয়াকে হারানোর চেষ্টায় রয়েছেন। এ ছাড়া হিঞ্চলিফ (৯.৯৯), নাইজেরিয়ার

কাইনসোলা আজায়ি (১০.০২), লাইলসের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী থমসন (১০.০০), গত বারের অলিম্পিক্সে সোনাজয়ী মার্সেল জ্যাকবসও (১০.০৫) সোনা জয়ের দৌড়ে রয়েছেন।

হিটে দ্বিতীয় স্থানে শেষ করায় সেমিফাইনালে পছন্দের লেন পাবেন না নোয়া। দৌড়ের পরে বলেছেন, আমি আমার প্রতিদ্বন্দ্বীদের নিশ্চিত ভাবেই ছোট করে দেখেছি। কাউকেই খুব বেশি গুরুত্ব দিতে চাইনি। কিন্তু ওরা প্রমাণ করে দিয়েছে যে প্রত্যেকে আমাকে টক্কর দিতে পারে। বুঝতে পেরেছি এই কাজ আর করা চলবে না। আমি প্রতিজ্ঞা করলাম।

গত বছর ১০০ মিটারে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হওয়ায় অলিম্পিকেও সোনার দাবিদার নোয়া। তবে তাঁর মতে, অলিম্পিক অনেক কঠিন প্রতিযোগিতা। বলেছেন, তখন প্রমাণ করতেই হত আমি বিশ্বের দ্রুততমদের একজন। এখন সকলে সেটা জানি। আমার নিজেরও লক্ষ্য শুধু সোনাই।

নোয়া যেখানে চাপে রয়েছেন, সেখানে অনেক ফুরফুরে থমসন। শেষ ২০ মিটারে তিনি জগিং করে শেষ করলেন। নিখুঁত ১০ সেকেন্ডে দৌড় শেষ করেছেন। থমসনের হিট শুরু হতে কিছুটা দেরি হয়। কারণ তার আগে ব্রিটেনের স্প্রিন্টার জেরেমিয়া আজু ফল্‌স স্টার্ট করেছিলেন। রিপ্লে দেখে স্বপক্ষে আবেদন করেন আধিকারিকদের কাছে। তার পরে ট্র্যাক ছাড়েন।

এই প্রতিযোগিতায় বাকি দুই দৌড়বিদ কেনিয়ার ফার্দিনান্দ ওমানিয়ালা ১০.০৮ সেকেন্ড এবং জামাইকার অবলিক সেভিল ৯.৯৯ সেকেন্ডে শেষ করেছেন। গত বারের চ্যাম্পিয়ন জ্যাকবস জানান, স্টার্টিং ব্লকে তাঁকে কোনও পোকা কামড়েছে। তবে দৌড়ে প্রভাব পড়েনি। পরে বলেন, শুরুতে কিছু ভুল করেছি। ফলে যে গতিতে শুরু করতে চেয়েছিলাম তা পারিনি।

আজ অলিম্পিক ফাইনালেও জোকোভিচ আলকারাজ দ্বৈরথ

নিজস্ব প্রতিনিধি: ইতিহাসের সবচেয়ে বেশি ২৪ গ্র্যান্ড স্লাম জেতা খেলোয়াড় তিনি। সর্বকালের সেরার তালিকাতেও অনায়াসে চলে আসে তাঁর নাম। কিন্তু সেই নোভাক জোকোভিচ এখন পর্যন্ত অলিম্পিকে সোনা বা রুপা জিততে পারেননি। কখনো যে ফাইনালেই খেলা হয়নি। ২০০৮ আসরে জেতা ব্রোঞ্জই তাঁর অলিম্পিক ক্যারিয়ারে সর্বোচ্চ সাফল্য।

তবে অতীতের অর্জনকে এবার ছাড়িয়ে যাওয়াটা নিশ্চিত করেছেন জোকোভিচ।

প্রথমবারের মতো পেয়েছেন অলিম্পিক ফাইনালের টিকিট। গতকাল সেমিফাইনালে ইতালির লরেনৎসো মুসেত্তিকে জোকোভিচ হারিয়েছেন ৬,৪, ৬,২ গেমে। তবে ফাইনালের লড়াইটা তাঁর জন্য মোটেই সহজ হবে না। যেখানে তিনি প্রতিপক্ষ হিসেবে পাবেন কার্লোস আলকারাজকে। স্প্যানিশ তারকার বিপক্ষে এর আগে পরপর দুটি উইম্বলডনের ফাইনালে হেরেছেন জোকোভিচ।

অন্য সেমিফাইনালে ফ্রান্সের ফেলিক্স অয়েঁর,আলিয়াসিমেকে আলকারাজ হারিয়েছেন ৬,১, ৬,১ গেমে। ফাইনালে উঠে দুই তারকাই গড়েছেন বিপরীতমুখী দুটি মাইলফলক। ৩৭ বছর বয়সী জোকোভিচ হয়েছেন সবচেয়ে বেশি বয়সে অলিম্পিকের ফাইনালে ওঠা খেলোয়াড় আর ২১ বছর বয়সী আলকারাজ ফাইনালে উঠলেন সবচেয়ে কম বয়সে।

ক্যারিয়ারের প্রথম গ্র্যান্ড স্লাম ফাইনাল নিশ্চিত করার পর জোকোভিচ বলেছেন, এটা অনেক বড় ব্যাপার। পাশাপাশি তরুণ আলকারাজকে এ সময় তিনি ফেবারিট হিসেবেও মেনে নেন, ‘যেভাবে খেলছে, সে নিশ্চিতভাবেই ফেবারিট।’

ফাইনালে ওঠার পর উচ্ছ্বাসেও ভেসেছেন জোকোভিচ, ‘দেশের জন্য আরও এক ধাপ ওপরের পদক নিশ্চিত করেছি। এখন শনিবার যা-ই ঘটুক, যা হয়েছে, তা অনেক বড়। নিশ্চিতভাবেই আমি এখন গর্বিত ও আনন্দিত। সে জন্য আমি এভাবে উদ্‌যাপন করেছি। এটা অনেক বড় সাফল্য।’

জোকোভিচের উদ্‌যাপনে বিস্মিত হয়েছেন কি না, জানতে চাইলে মুসেত্তি বলেছেন, ‘আমি জানি সোনা জেতাটা নোলের (জোকোভিচের ডাক নাম) জন্য কী অর্থ বহন করে। আমি মোটেই বিস্মিত হইনি।’ ফাইনাল নিয়ে কথা বলেছেন আলাকারাজও। মাত্র কদিন আগেই উইম্বলডনে জোকোভিচকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। এরপরও সোনা জয়ের লড়াইকে সহজ ভাবছেন না তিনি, ‘নোভাকের মুখোমুখি হওয়া সব সময় কঠিন। সেটা ফাইনালে হোক কিংবা প্রথম রাউন্ডে।’

আর্জেন্টিনা-ফ্রান্স ম্যাচে সংঘর্ষ নিয়ে হতাশ আঁরি

নিজস্ব প্রতিনিধি: কোয়ার্টার ফাইনালে আর্জেন্টিনার জাতীয় সংগীতের সময় দুয়ো দিয়েছেন বোর্দোর ন্যুভো স্টেডিয়ামের ফরাসি সমর্থকেরা। তবে ম্যাচ চলাকালে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি, যা ঘটেছে ম্যাচ শেষে। আর্জেন্টাইন সংবাদমাধ্যম টিওয়াইসি স্পোর্টস দাবি করেছে, জয় উদ্‌যাপনের সময় ফরাসি মিডফিল্ডার এনজো মিলোট আর্জেন্টিনার বেঞ্চকে লক্ষ্য করে চিৎকার এবং অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি করেছেন। এ ঘটনা থেকেই মূলত বিরোধের সূত্রপাত। আর্জেন্টিনার ডিফেন্ডার নিকোলাস ওতামেন্দি জানিয়েছেন, তাঁদের পরিবারের সামনেও উদ্‌যাপন করেছেন ফ্রান্সের খেলোয়াড়েরা, যা তাঁর মোটেও ভালো লাগেনি।

ম্যাচ শেষে মাঠেই কথা-কাটাকাটি ও হাতাহাতিতে জড়িয়েছেন দুই দলের খেলোয়াড়েরা। কোচ ও কর্মকর্তারাও তাতে জড়িয়ে পড়েন। পুলিশের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি শান্ত হয়। এ ঘটনায় ফ্রান্সের মিডফিল্ডার এনজো মিলোট লাল কার্ডও দেখেন। ফ্রান্সের ছেলেদের অলিম্পিক দলের কোচ এবং কিংবদন্তি ফুটবলার থিয়েরি আঁরির ব্যাপারটা মোটেও ভালো লাগেনি। সংবাদমাধ্যমকে আর্সেনাল ও ফ্রান্স কিংবদন্তি বলেছেন, ‘ম্যাচ

শেষে যা ঘটেছে, তার সঙ্গে আমি একমত নই। আমার খেলোয়াড় (মিলোট) লাল কার্ড দেখেছে, যেটা আমার কাছে অগ্রহণযোগ্য। এটা ঘটা উচিত হয়নি।’

আঁরি এরপর বলেছেন, ‘ঘটনাটা আমি নিয়ন্ত্রণ করতে পারিনি। (আর্জেন্টিনার) কোচকে শুভেচ্ছা জানিয়ে ঘুরে দাঁড়ানোর পর যা ঘটেছে, সব পেছনে ফেলে এসেছি।’ আর্জেন্টিনার খেলা নিয়েও কথা বলেন আঁরি, ‘খুব কঠিন ছিল। আর্জেন্টিনার দখলে ছিল বল, আমরা খেলেছি প্রতি,আক্রমণের ওপর। গোলটা দ্রুত পেয়ে গেলেও আমাদের অপেক্ষা করতে হয়েছে, প্রেস করতে হয়েছে...এটা সহজ না।’

সেমিফাইনালে ফ্রান্সের প্রতিপক্ষ মিসর। মঙ্গলবার ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হবে।

রবিতে কোয়ার্টার ফাইনাল, ভারতীয় হকি দলের চোখ সোনার পদকে

নিজস্ব প্রতিনিধি: অলিম্পিকে পুরুষদের হকির কোয়ার্টার ফাইনালে ভারতের প্রতিপক্ষ ব্রিটেন। অস্ট্রেলিয়াকে হারানোর সুবাদে গ্রুপের দ্বিতীয় দল হিসাবে শেষ করেছেন হরমনপ্রীত সিংহেরা। এই জয় আত্মবিশ্বাসী করেছে ভারতীয় দলকে। গত বারের ব্রোঞ্জজয়ীদের চোখ এ বার সোনার পদকে।

পুরুষদের হকির গ্রুপ পর্বের সব ম্যাচ শেষ হয়ে গিয়েছে শুক্রবার। প্রতিযোগিতা থেকে বিদায় নিয়েছে আয়োজক ফ্রান্স, দক্ষিণ আফ্রিকা, আয়ারল্যান্ড এবং নিউ জ়ল্যান্ড। পুল (গ্রুপ) ‘এ’তে এক নম্বরে শেষ করেছে জার্মানি। তারা কোয়ার্টার ফাইনালে মুখোমুখি হবে পুল ‘বি’তে চতুর্থ স্থানে শেষ করা আর্জেন্টিনার সঙ্গে। পুল ‘এ’তে দ্বিতীয় স্থানে শেষ করা নেদারল্যান্ডস খেলবে পুল ‘বি’তে তৃতীয় স্থানে শেষ করা অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে। পুল ‘এ’তে তৃতীয় স্থানে শেষ করা ব্রিটেন মুখোমুখি হবে পুল ‘বি’তে দ্বিতীয় হওয়া ভারতের। আর পুল ‘এ’তে চতুর্থ স্থানে শেষ করা স্পেন খেলবে পুল ‘বি’র চতুর্থ দল বেলজিয়ামের সঙ্গে। চারটি কোয়ার্টার ফাইনালই হবে ৪ অগস্ট।১৯৭২ সালের অলিম্পিকের ৫২ বছর পর অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে এ বার জয় পেয়েছে ভারত। গত বারের রুপোজয়ীদের বিরুদ্ধে জয়ের পর ভারতীয় দলের অধিনায়ক হরমনপ্রীত জানিয়েছেন, তাঁরা দেশকে অলিম্পিক্সে হকির নবম সোনা দিতে চান। তিনি বলেছেন, ‘‘আমাদের এখন একটাই লক্ষ্য। অলিম্পিকে সোনা জিততে চাই আমরা। সোনা জয়ের জন্য যা যা করা দরকার আমরা সব করতে

তৈরি। নিজেদের সবটুকু দিয়ে চেষ্টা করব আমরা।’’

হরমনপ্রীত মেনে নিয়েছেন, কোয়ার্টার ফাইনাল থেকেই হকির আসল লড়াই শুরু হবে। তিনি বলেছেন, ‘‘আসল লড়াই এ বার তৈরি হবে। কোয়ার্টার ফাইনাল এবং সেমিফাইনাল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কঠিন লড়াই করতে হবে আমাদের। এই দু’টি ম্যাচ জিতলে তবেই আমরা ফাইনালে যেতে পারব। আমরা নিজেদের সেরাটা দিয়ে চেষ্টা করব।’’ ভারতীয় দলের অধিনায়ক বলেছেন, ‘‘আমরা জয় দিয়ে প্যারিসে শুরু করেছি। জয় দিয়ে প্রতিযোগিতা শেষ করতে চাই। একটা করে ম্যাচ নিয়ে আমরা ভাবছি। সে ভাবে প্রস্তুতি নিচ্ছি। প্রতিপক্ষকে ম্যাচের শুরু থেকে চাপে রাখতে চাই আমরা। প্রাথমিক লক্ষ্য ম্যাচের প্রথম গোল আমরা করব। এখনও পর্যন্ত আমরা পরিকল্পনা অনুযায়ী খেলতে পেরেছি। পরের ম্যাচগুলোতেও পরিকল্পনা কার্যকর করতে হবে।’’

২০২৪ সালে ভারত এবং অস্ট্রেলিয়া হকি ম্যাচ খেলেছে আটটি। প্রথম সাতটিতেই জয় পেয়েছিল অস্ট্রেলিয়া। শুক্রবার জিতেছে ভারত। কী ভাবে সম্ভব হল? হরমনপ্রীত বলেছেন, ‘‘আমরা জানতাম অস্ট্রেলিয়া চাপে রাখার চেষ্টা করবে। আগ্রাসী হকি খেলবে। আমরা ঠিক মতো জায়গা নিতে পেরেছি। যে আক্রমণ যেখানে আটকে দেওয়া দরকার, সেখানে আটকে দেওয়ার চেষ্টা করেছি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সফল হয়েছি আমরা। তাতেই জয় এসেছে।’’

অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে জয়ের পর আত্মবিশ্বাসী দলের সকলে। আপাতত হার্দিক সিংহ, অভিষেক, পিআর শ্রীজেশরা ব্রিটেনকে হারিয়ে সেমিফাইনালে জায়গা পাকা করতে চাইছেন। তার পর পরের প্রতিপক্ষকে নিয়ে ভাববেন তাঁরা। সেমিফাইনালে উঠলে ভারতকে খেলতে হবে জার্মানি এবং আর্জেন্টিনার মধ্যে জয়ী দলের বিরুদ্ধে।

রেকর্ড গড়ে উগান্ডাকে সোনা এনে দিলেন চেপতেগেই

নিজস্ব প্রতিনিধি: ইথিওপিয়া দলের সব কৌশল ভন্ডুল করে দিয়ে ছেলেদের অ্যাথলেটিকসে ১০ হাজার মিটার ইভেন্টে সোনার পদক জিতছেন উগান্ডার জোশুয়া চেপতেগেই। স্তাদে দে ফ্রান্সে গতকাল রাতে চেপতেগেই ২৬ মিনিট ৪৩.১৪ সেকেন্ডে ফিনিশ লাইন ছুঁয়ে অলিম্পিক রেকর্ডও গড়েছেন। আগের রেকর্ড ছিল ইথিওপিয়ার কেনেনিসা বেকেলের; ২০০৮ বেইজিং অলিম্পিকে এই ইভেন্টে দৌড় শেষ করতে ২৭ মিনিট ১.১৭ সেকেন্ড সময় নিয়েছিলেন তিনি।

ছেলেদের অ্যাথলেটিকসে ১০, ০০০ মিটার ইভেন্টে বিশ্ব রেকর্ডটা (২৬ মিনিট ১১ সেকেন্ড) চেপতেগেইরই। এবার অলিম্পিক রেকর্ডও গড়লেন। তিনবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন এই দৌড়বিদ ২০২০ টোকিও অলিম্পিকে রুপা জিতেছিলেন। এবার অলিম্পিক রেকর্ডের সঙ্গে সোনা জয়ের আক্ষেপও ঘোচালেন। প্যারিস অলিম্পিকে এটাই উগান্ডার প্রথম পদক। ২৬ মিনিট ৪৩.৪৪ সেকেন্ড সময় নিয়ে কাল এই ইভেন্টে রুপা জিতেছেন ইথিওপিয়ার বেরিহু আরেগায়ি। তাঁর চেয়ে মাত্র ০.০২ সেকেন্ড পর ফিনিশ লাইন স্পর্শ করে ব্রোঞ্জ জিতেছেন যুক্তরাষ্ট্রের গ্রান্ট

ফিশার।

উগান্ডাকে সোনার পদক এনে দেওয়ার পর ২৭ বছর বয়সী চেপতেগেই জানিয়েছেন, বেইজিংয়ে বেকেলেকে রেকর্ড গড়তে দেখেই অনুপ্রাণিত হয়েছেন তিনি, ‘তরুণেরা জীবনে যা অর্জন করতে চায়, তা অর্জন করাই তাদের স্বপ্ন। ১৬ বছর আগে বেইজিংয়ে গ্রেট কেনেনিসা বেকেলেকে জিততে দেখেছি। তখন থেকেই এটা আমার হৃদয়ে লালন করেছি। আমি বলেছিলাম, কোনো না কোনো দিন আমি অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন হব।’

টোকিওর হতাশা প্যারিসে দূর করতে পেরে তাঁর পদকতালিকা আরও সমৃদ্ধ হলো বলে মনে করেন চেপতেগেই, ‘অনেক দিন ধরে এটা (অলিম্পিকে ১০,০০০ মিটারে সোনার পদক) জিততে চেয়েছি। টোকিওতে রুপা পাওয়ার পর হতাশ ছিলাম। এবার আমি আরও সাহস নিয়ে দৌড়েছি। তিনবার বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হলেও এই পদক মিস করছিলাম। এখন আমি নিজের সংগ্রহে এটা যোগ করতে পারব। এটা আমার কাছে চমকপ্রদ ব্যাপার।’

অ্যাথলেটিকসের লড়াই দেখতে কাল স্তাদে দে ফ্রান্সে প্রায় ৬৯ হাজার দর্শক এসেছিলেন। ২৫ ল্যাপের এই প্রতিযোগিতায় প্রথম কাউকে এগিয়ে থাকতে দেখা যায় দ্বিতীয় ল্যাপে।

এরপর কৌশল অবলম্বন করতে দেখা যায় ইথিওপিয়ার ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন সেলেমন বারেগা ও তাঁর সতীর্থ ইয়োমিফ কেজেলচা ও আরেগায়িদের। তাঁরা অদল-বদল করে পথের দখল রেখে নিজেদের একজনের সামনে থাকা নিশ্চিত করে এগিয়ে যেতে থাকেন। উগান্ডার হয়ে চেপতেগেইয়ের সঙ্গে দৌড়ে ছিলেন মার্টিন মাগেনগো ও জ্যাকব কিপলিমো। তিনজনই দৌড়ের গতি বাড়াতে শুরু করলে ইথিওপিয়ানদের সঙ্গে লড়াই জমে ওঠে। যদিও ততক্ষণে ১৫ ল্যাপ পেরিয়ে গিয়েছিল।

কানাডার মোহাম্মদ আহমেদ ও কেনিয়ার বেনোর্ড কিবেটও ততক্ষণে ইথিওপিয়ার কেজেলচাকে চ্যালেঞ্জ জানাতে শুরু করেন। সেটা বুঝতে পেরে ১০ ল্যাপ বাকি থাকতে নিজ ট্র্যাকে ফেরেন বারেগা। এবার চেপতেগেই ও যুক্তরাষ্ট্রের ফিশারের চ্যালেঞ্জের সামনে পড়েন বারেগা। ফলে ইথিওপিয়ার হয়ে আবারও দৌড়াতে শুরু করেন কেজেলচা। ফিনিশ লাইন থেকে ১ কিলোমিটার দূরে থাকতে কেজেলচার জায়গায় ফেরেন আরেগায়ি। ইথিওপিয়াকে সোনা জেতানোর পথেই ছিলেন তিনি। কিন্তু শেষ ৪০০ মিটারের বেল বাজার ঠিক আগমুহূর্তে চেপতেগেই সবাইকে পেছনে ফেলেন। শেষ পর্যন্ত ইথিওপিয়ার আরেগায়ির চেয়ে ৩০ সেকেন্ড আগে ফিনিশ লাইন ছুঁয়ে উগান্ডাকে প্রথম সোনা এনে দেন চেপতেগেই।

চতুর্থবার স্কিটের সোনা জিতলেন হ্যানকক

২০০৮ সালে বেইজিংয়ে প্রথমবার শুটিংয়ের স্কিট ইভেন্টে সোনা জিতেছিলেন ভিনসেন্ট হ্যানকক। মার্কিন শুটার আজ চতুর্থবার এই ইভেন্টের সোনার পদক হাতে পেলেন। ৬০ শটের মধ্যে ৫৮ বারই লক্ষ্যভেদ করেছেন হ্যানকক। ৫৭ বার লক্ষ্যে গুলি লাগিয়ে রুপা জিতেছেন হ্যানককের মার্কিন সতীর্থ কনর লিন প্রিন্স। ৪৫ পয়েন্ট নিয়ে ব্রোঞ্জ জিতেছেন চাইনিজ তাইপের লি মেং ইউয়ান।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**